প্রথম প্রকাশ
স্বাধীনতা দিবস, ১৯৫৭

পুনর্মুদ্রণ
রাখী পূর্ণিমা, ১৩৬৮

প্রকাশক
'সুধী পরিষদ'—এর পক্ষে
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্তী
২৮, সার্পেনটাইন লেন
কলিকাতা-১৪

প্রচ্ছদ লিখন
শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক
শ্রীবাবুলাল প্রামানিক
সোমা প্রকাশন
২এ, কেদার দত্ত লেন
কলিকাতা-৬

শ্রীযুক্তা সুষমা রাণী সেন

মাতৃদেবী শ্রীচরণেষু

মৌ-চোর

চরিত্র

বংশীবদন—মৌলী-দলের বাউলী (নেতা)

ধর্মদাস—জনৈক ভূমিহীন চাষী

গোরাচাঁদ— ঐ

রতন—স্বল্প জমির মালিক জনৈক ভাগ্যান্বেষী চাষী

জলিল—কাঠুরিয়া

নিতাই—আখড়াধারী বিপত্নীক বৈষ্ণব চাষী

সনাতন মণ্ডল—মহাজন

ফড়িং—সনাতন মণ্ডলের একমাত্র পুত্র

গুরুচরণ—সনাতনের ভৃত্য

কবিরাজ

ফকির

চাপরাশী

ঘাট-কেরাণী

এস্, ডি, ও,

ময়না—নিতাই বৈরাগীর অনূঢ়া কন্যা

নকাইয়ের মা—বংশীবদনের স্ত্রী

এলোকেশী—সনাতন মণ্ডলের বিধবা ভগ্নী

পূর্বাভাষ

'সাত ভাই চম্পা জাগোরে' সেই যে রূপকথার রাজকন্যা, তার মনের খবর জানতে গেলে স্বপ্নের নীল ঘেরাটোপ সরাতে হয়। ইতিকথার গল্পের সুরু সেখান থেকেই......

লাউজানীর রাজা মুকুটরায়ের কন্যা চম্পাবতী—সাত ভাইয়ের একটি মাত্র বোন। দুঃসাহসী এক ফকির এসে ভিক্ষা চাইল চম্পাবতীকে। সেনাপতি দক্ষিণরায়ের তলোয়ার ঝলসে ওঠে, ভাই কামদেবের বর্শা উঁচিয়ে ওঠে ফকিরের মাথা লক্ষ্য করে। নিরস্ত করে তাদের চম্পাবতী......। ফকির অবধ্য। কিন্তু কেন ফকিরের এত বড় সাধ! ফকির বলে, 'রাজকন্যা, সাথে যদি আসতে, মধুর সংসার গড়তাম আমরা পথে। দুঃখীর সেবা করতাম, নির্ভয় করতাম পদদলিতদের।' চম্পাবতী ভিখারীর ঘরণী হ'তে চাইলেও রাজা, সেনাপতি আর সাত ভাই তা হতে দিতে পারে না।......ফকির চলে যায়। এসে থামে সুন্দরবনে।

গঙ্গাস্তোত্রের লেখক—আদি সপ্তগ্রামের রাজা দরাফ খাঁ গাজীর ছেলে বরখান্ গাজী খাঁ ফকিরী আলখাল্লা খুলে আবার বর্ম প'রে হ'ল 'কালুগাজী'। সঙ্গে এলো জঙ্গলের পেতেল কাঠুরে আর মৌলীর দল সৈন্য হয়ে—আর এলো সুন্দর বনের বাঘ। সপুত্র মুকুটরায় পরাজিত হলেন। চম্পাবতী হ'ল কালুগাজীর প্রেরণা। পরাজিত সেনাপতি দক্ষিণরায় গেল সুন্দরবনের জঙ্গলে। বীরশ্রেষ্ঠ কামদেব নিল ফকির।—হ'ল পীরঠাকুর। সুরু হ'ল আবার সংঘর্ষ—কালুগাজীর সঙ্গে পীর ঠাকুরের, আর দক্ষিণরায়ের সঙ্গে সা-জঙ্গলি ও তার বোন বহিন বিবির। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর্ত ও অত্যাচারিতদের রক্ষায় তারা সবাই ছিল তৎপর। চম্পাবতীর চেষ্টায় আবার মিলন হ'ল বরখান গাজীর সঙ্গে পীর ঠাকুরের। দ্বন্দ্ব মিটলো দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বনবিবির। একসাথে তারা এগিয়ে এলো দুর্গত মানুষের সেবায়। আঠারভাটি বাদা অঞ্চলের অবহেলিত মানুষ জঙ্গলের বুকে মানুষের ভগবানকে প্রত্যক্ষ করলো। আনন্দে জয়ধ্বনি করলো—'গাজী গাজী আসানপীর—জয়বাবা মানিকপীর, জয়বাবা দক্ষিণরায়, জয় মা বনবিবি।' ('গাজী-চম্পাবতী')........'জয়ধ্বনি' দোহাই-এর মাঝে হারিয়ে গেল—'ইতিকথা' হারিয়ে গেল রূপকথায়।

ফকির বরখান গাজী কি ক'রে 'বড়গাজী' হ'ল, কামদেব হ'ল 'মানিকপীর', কি করে সেনাপতি দক্ষিণরায় 'বাঘের রাজা' হ'ল, অত্যাচারী সা-জঙ্গলির কুমারী বোন বহিন বিবি হল 'মা বনবিবি'— ইতিকথার সে-কাহিনী চাপা প'ড়ে সুর বেজে উঠলো ঘুম পাড়ানী গানে……'সাত ভাই চম্পা জাগোরে'।

……রূপকথা আর শোনাব না। আঠারভাটি বাদা অঞ্চলের অসহায় মানুষের দুঃখকষ্ট-আনন্দ-ভালবাসা সমবেদনার সাথে অঙ্কিত করছি 'মৌ-চোর' নাটকের মাধ্যমে। মৌলী আর মৌ-চোরেরা সৃষ্টির মত সত্য হলেও নাটকের চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

কাঠুরে, পেতেল, মৌলী আর অজস্র ভুমিহীন মজুর যারা অন্নদাস, একটা সুন্দর-সুখী ঘর বাঁধবার আশায় প্রাণ হাতে করে যারা এগিয়ে যায় বাঘ-সাপ, লুটপাটের দেশে, নিরমনিষ্যির জঙ্গলে—ভরসা করে নিয়ে যায় 'মোব্‌রা গাজীর চেলাদের' কিস্তি-নৌকোর 'বাউলী' করে—তাদের কথাই নাটকের উপজীব্য।…

……রূপকথার ভরসা 'মন্ত্র-তন্ত্র-তুক-তাকের' সঙ্গে থাকে কব্জির জোর আর বুকের পাটা। বংশী বাউলীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে ধর্মদাস, গোরাচাঁদ আর রতন হাঁক ছাড়ে—'বদর-বদর-গাজী-গাজী! জয় বাবা দক্ষিণরায়, জয় মা বনবিবি!'

……রতনের চোখে মধুর নেশা, ধর্মদাসের দরকার একখানা নতুন থালা, আর গোরাচাঁদের তো হাজারো বায়না—তবে কোলের ছেলেটার জন্যে বাঁশী একটা তার চাই-ই। আর বংশী বাউলীর চাই হাজারে হাজার টাকা লাভ।

বেশুমার মোম-মধু বনেতে দেখিয়া।
চাক ভাঙ্গিবারে যায় নজদিকে ছুটিয়া॥
চাকের ভিতর নাহি মধুর ভাণ্ডার।
নীলা খেলা হবে বুঝি কোন দেবতার॥' ['জহুর নামা']

'নীলাখেলা' দেবতার নয়—লীলা খেলা লোভী অর্থ পিশাচদের।…
……কিন্তু তবু মধু আনতেই হবে। পাত্র যদি না জোটে, আনতে হবে মন ভরে। পথ চেয়ে বসে আছে বৈরাগীর মেয়ে ময়না, মধুর সংসার গড়ে তুলবে সে কাঁটা-বিছানো পথে।……রাধারাণীকে মধু দিয়ে স্নান করিয়ে চোখের জলে পা ভিজিয়ে দেবে সে, বলবে,—'ঠাকুরাণী'! এমন ক'রে মধু না আনলে কি তোর হচ্ছিল না'!

আনতেই হবে মধু—বে-আইনী হামলা সয়েও। নিজের হাতে কানুন যদি নিতে হয় সেও স্বীকার,—তা নইলে সংসারের সব মধু যে

বিষ হয়ে যাবে! তাই বংশীর সঙ্গে আবার ধরা গলায় দোহাই ওঠে—

সাজাইলাম সাধ করে শ্রীমন্ত সদাগরের ডিঙ্গা
মধুকর সাজাইলাম গো,
ওমা কালীদহে দিস দেখা গো মা চণ্ডী
এবার তোমার চরণ শরণ নিলাম গো···('মঙ্গলচণ্ডী')

বন্ধুবর শ্রীঅরিন্দম নাথের ছোট গল্প 'মৌ-চোর'—এই নাটক লিখবার মূল প্রেরণা। তা' ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে সুন্দরবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগও তিনিই করে দিয়েছেন। সে কৃতজ্ঞতা স্মরণ করবার উদ্দেশ্যেই নাটকের নামকরণ 'মৌ-চোর' করেছি।

শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার, শ্রীগুরুপদ চক্রবর্তী ও শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্তকে নাটক প্রকাশের জন্যে; 'রঙমহল'-এর কর্তৃপক্ষ শ্রীজিতেন বসু, শ্রীহেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনয়ের সুযোগ করে দেবার জন্যে; এবং 'সাজ-ঘর'-এর সহকর্মী সভ্যদের নাটক প্রযোজনা ও অভিনয়ের জন্যে—নাটক প্রকাশের সুযোগে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিনীত
সলিল সেন

* * * * *

'মৌ-চোর' নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগে, যাঁরা বার বার অভিনয় ক'রে এই নাটককে জনপ্রিয় করেছেন—বাংলা দেশের সেই অপেশাদার নাট্য-গোষ্ঠী সমূহকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রাখীপূর্ণিমা, ১৩৬৮

বিনীত
সলিল সেন

নাটকের শিল্পী

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী নিয়োগী, বরুণ দাশগুপ্ত, রূপেন মিত্র, রসরাজ চক্রবর্তী, বলীন সোম, পীযুষ বসু, রথীন ঘোষ, সুশীল চক্রবর্তী, সমীর লাহিড়ী, কালীপদ চক্রবর্তী, বিনয় ঘোষ, বলাই সেন, সন্তু বসু, সুস্থ বসু, সুমিতা সিংহ, প্রতিমা সেন ও আলো দাশগুপ্ত।

সংগঠকগণ

নেপাল নাগ, তাপস সেন, সুনীল সরকার, কবি দাশগুপ্ত, শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু পাল, অনিল পাল, নেপাল ঘোষ, ফণী ভট্টাচার্য, বিনয় চট্টোপাধ্যায়, অনিল ঘোষ, অনিল দত্ত, বৈদ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তু বসু, সুকুমার রায়চৌধুরী, বিশ্বরঞ্জন চ্যাটার্জ্জি প্রভৃতি।

নাট্যকারের অন্যান্য নাটক

॥ নতুন ইহুদী ॥ দূর ভাষিনী ॥ সন্ন্যাসী ॥

॥ ডাউন ট্রেন ॥ দিশারী ॥ দর্পণ ॥ অ্যালার্ম ॥

মৌ-চোর

প্রথম দৃশ্য

[নিতাই বৈরাগীর বাড়ীর সীমানা। দেয়ালের পিছনে নিতাই বৈরাগীর টিনের বাড়ীর চালা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাওয়া প্রায় অসম্ভব। ভিতর হইতে বাহিরের রাস্তায় আসিবার সদর দরজার পিছনে আবার একটি দরমার বেড়া—বাড়ীর আব্রু রক্ষা করিবার জন্যই বোধহয় দেওয়া হইয়াছে। বাহিরের রাস্তাটি পায়ে-চলা রাস্তাই মাত্র—দুইপাশে বড় বড় গাছ ও জঙ্গল রহিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে বাড়ীর অবস্থান। ইহারই গা-লাগাও ছোট্ট একটি জঙ্গল—আবাদের জমি ও ঝোপ—আবার একটু ছোট্ট জঙ্গল, তারপরই অন্য গ্রাম। ভিন্ন গ্রামে যাওয়ার সড়ক ইহা নয়, তবুও সুবিধাবোধে অনেকেই এই রাস্তায় যাওয়া-আসা করিয়া থাকে। দেয়ালের ইঁট বাহির হইয়া পড়ায় সহজেই অনুমান করা যায় যে অবস্থা পড়তির মুখে। সারাইবার সংস্থান নাই। তবুও গ্রামের প্রান্তে চার-দেয়ালের মধ্যে অবস্থিত এই বাড়ী পূর্ব-সঙ্গতিরই প্রামাণ্য দলিল। অপরাহ্নের শেষ। সন্ধ্যার একটু বিলম্ব থাকিলেও গাছ ও জঙ্গলের আচ্ছাদনের তলায়—বাড়ী ও পাঁচিলে সাদা-কালো আলো আর ছায়ায় তখনও বিদায়ী সূর্যের লাল রঙের আভাস জাগে নাই।

বাড়ীর ভিতর দিক হইতে নিতাই বৈরাগী ও সনাতন মণ্ডল (৫৫) কোনও পূর্বকথার সূত্র ধরিয়া পরস্পর আলাপ করিতে করিতে বাহিরে অসিল। সনাতনের হাতে দুই খিলি পান, বগলে ছাতা। সে চাদর দিয়া মুখ মুছিতেছিল।]

নিতাই ॥ সত্যি, আমার দোষ অমার্জনীয় হয়ে উঠছে।

সনাতন ॥ আহা তাতে কি!

নিতাই ॥ (নিজের ঝোঁকে) অবশ্যি ময়না আমায় বলেছিল, মোড়ল মশাইকে যে করেই হোক টাকাটা তুমি মিটিয়ে দাও বাবা। আমি হু-না ক'রে ওকে আমলই দিইনি। সুদ অনেক বেড়েছে।—কি বলেন?

সনাতন ॥ তা···ধর··ধর···

নিতাই ॥ ওতো বাড়বেই, পড়ে থাকলেই বাড়ে—অথচ আপনি রোজই কষ্ট ক'রে আসেন—

সনাতন ॥ কষ্ট ক'রে আসি মানে? আরে, তাগাদা তো এক-দিনেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু রোজ কেন আসি! বল দিকিনি রোজ কেন আসি? হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ—

নিতাই ॥ রাধারাণীর আখড়ায় আসেন—তাঁর কথা শুনতে। আপনি রসগ্রাহী মহাজন···। মহাজন···

সনাতন ॥ ঠিকই বলেছ নিতাই, ওই রাধারাণী। 'রসগ্রাহী মহাজন'। বেশ বলেছ, বেশ বলেছ। আচ্ছা—তা'হলে চলি।

নিতাই ॥ জয় রাধে, জয় রাধে! কিন্তু মোড়ল মশাই কি এই পথে বাড়ী যাবেন?

সনাতন ॥ বাড়ী যাব না?

নিতাই ॥ বলছি—এই পথে, এই অবেলায়—

সনাতন ॥ আরে, তেমন আর অবেলা কোথায়? বেশ আলো আছে। কেন, মুনিষরা ফিরছে না আবাদ সেরে?

নিতাই ॥ ফিরছে, সড়ক দিয়ে। মানে বাঘের ভয়ে—

সনাতন ॥ বাঘের ভয়ে! একছিটে জঙ্গল—দু'রশি আবাদ—

একপো' সেওড়ার ঝোপ—এই পথে—তিন লাফে বাড়ী পৌঁছে যাব। আর যদি দেখি তেমন অন্ধকার হয়ে আসছে —ফিরে আসব।

[সনাতন রওনা হইতেই নিতাই বৈরাগীও ঘরের দিকে ফিরিবে কিনা চিন্তা করিতেছে—এমন সময় পান ও ছাতা হাতে সনাতন আবার ফিরিয়া আসিয়া নমস্কারের ভঙ্গীতে বলিল—]

সনাতন ॥ যাই, এ্যাঁ!

নিতাই ॥ খান—।

সনাতন ॥ খাব! খাব? ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, খাবই তো। খেলাম।

[সনাতন পান মুখে পুরিয়া প্রস্থান করিলে নিতাই বৈরাগী বার দুই কি চিন্তা করিয়া ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিতেই আবার সনাতনের ডাক শোনা গেল—'নিতাই—ও নিতাই'! নিতাই শুনিতে পাইতেছিল না বলিয়া অগ্রসর হইতেছিল। সনাতন মঞ্চে প্রবেশ করিয়া 'নিতাই—নিতাই' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহার হাত ধরিতেই নিতাই চমকিয়া ফিরিয়া সনাতনকে দেখিতে পাইয়া হাসিয়া বলিল—]

নিতাই ॥ ফিরে এলেন!

সনাতন ॥ ঠিক ফিরিনি। একটু দরকার আছে। তা হ্যাঁ হে —তুমি কি কানে শুনতে পাও না কিছুই?

নিতাই ॥ সামনাসামনি পাই, কিন্তু পিছন ফিরলে আর কিছু শুনতে পাই না। এই ভাল মোড়ল মশাই, সংসারে থেকে মানুষের কথা কম শুনি। মন থেকে সহজেই সংসারের আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। বউ ছেলে আগেই মায়া কাটিয়েছে। এখন শুধু আমার টান ওই ময়না আর এই আখড়া। তা-ও আখড়া তো আপনার কাছেই বাঁধা। আর ও আমার

ছাড়ানও বোধ হয় দুঃসাধ্য। এখন ময়নার যদি একটা সুরাহা রাধারাণী করে দিতেন, তবে পথে পথে তাঁর নাম গেয়ে আর শুধু মাধুকরী ক'রেই ভবের পাট চুকিয়ে দিতুম। শুধু মেয়ে বয়স্থা—তাই হয়েছে সমস্যা—

সনাতন ॥ এই ছ্যাখ, আবার ওই নিয়ে চিন্তা করতে বসলে! আচ্ছা আমিই না হয়—

নিতাই ॥ আপনি!

সনাতন ॥ হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ—আরে দরকার হয়, আমার ছেলে ফড়িং —সে তো আছে—

নিতাই ॥ জয় রাধে!

সনাতন ॥ একবার ডাক তো।

নিতাই ॥ কাকে? রাধারাণীকে?

সনাতন ॥ আরে না। তোমার মেয়ে ময়নাকে। একটু চুন নিয়ে আসতে বল—

নিতাই ॥ ময়না—ময়না—ও ময়না—

[ভিতর হইতে ময়না সাড়া দিল—'কি গো'—]

নিতাই ॥ বল্‌ল কিছু?

সনাতন ॥ সাড়া দিল।

নিতাই ॥ একটু চুন নিয়ে আয় তো মা—

ময়না ॥ (নেপথ্যে) পারবো না—সন্ধ্যে বেলায় চুন কি হবে? যত অনাচ্ছিষ্টি! আমি পারবো না—এসে নিয়ে যাও।

নিতাই ॥ কি—বলে কি?

সনাতন ॥ বকা-ঝকা করছে—

নিতাই ॥ রকমই ওই। আমি যেন ছেলে-মানুষ…

[ভিতর হইতেই ময়নার গলা শোনা গেল,—'এই ভর সন্ধ্যে বেলায় বাইরে দাঁড়িয়ে চুন দিয়ে কি হবে ? হবে টা কি চুনে ?' চুন লইয়া ময়না মঞ্চে প্রবেশ করিয়াই সনাতনকে দেখিয়া সচকিত হয়।]

নিতাই ॥ এই মোড়ল মশাইয়ের জন্যে—

ময়না ॥ ওঃ!

সনাতন ॥ দাও!

[সনাতন হাত বাড়াইলেও ময়না তার পিতার আঙুলে চুন দিল ও তাহা হইতে সনাতন চুন লইল।]

সনাতন ॥ হেঁ-হেঁ-হেঁ—পানটা! বুঝেছ নিতাই—কেউ তো তেমন এ-সব করার নেই···ভুল হ'য়ে যায়। একটু যে চুন লাগে পরে—সে খেয়ালও থাকে না।

ময়না ॥ (আকাশের দিকে অঙুলি নির্দেশ করিয়া) ঠাকুর পাটে নামছে—কাল থেকে এ-গাঁয়ে বাঘ দাপাচ্ছে—আপনি বয়স্ক লোক, গাঁয়ে ফিরতে অসুবিধে হ'বে যে!

সনাতন ॥ বয়স্ক! হেঁ-হেঁ-হেঁ! বাঘ দেখে হেলবার বয়স এখনও হয়নি—মানে প্রয়োজনে দশটা জোয়ানের সাথে—আরে ছোঁড়ারাই আমায় আড়ালে—বুঝেছ নিতাই, 'বাঘ' বলে ডাকে। হেঁ-হেঁ-হেঁ! আচ্ছা—

[ময়না ভিতরে চলিয়া গেলে সনাতন যাইতে গিয়া আবার ফিরিয়া নিতাই-এর হাত ধরিয়া বলিল—]

সনাতন ॥ এবার চলি। চলি না—দৌড়ুই!

[সনাতনের প্রস্থান]

নিতাই ॥ জয় রাধে! সত্যিই মহাজন—

ময়না ॥ (ফিরিয়া আসিয়া) যাক্, গিয়েছে তো মহাজন ?

নিতাই ॥ হ্যাঁ, চলে গেছেন—

ময়না ॥ এক্ষুনি আবার ফিরবে। শীগ্‌গির ভিতরে এসো দিকিনি —দরজা বন্ধ করব। ক'দিন থেকে বকর বকর—

নিতাই ॥ লোক ভাল।

ময়না ॥ বটেই তো! নইলে পাঁচশ' টাকা দেনার জন্যে তোমার বাড়ী-জমি লুকিয়ে লুকিয়ে বন্ধকী কবলায় লিখিয়ে নিল!

নিতাই ॥ আহা—ওটা তো ওর ব্যবসা। আমিই তো বোকার মত না বুঝে খতে লিখেছি।

ময়না ॥ এবার নাকে খত দাও—

নিতাই ॥ না না, এবার রাধারাণী মুখ তুলে চেয়েছেন—

ময়না ॥ বটে!

নিতাই ॥ তোর জন্যে ও পাত্তর ঠিক করে দেবে বলেছে।

ময়না ॥ বুঝেছি।

নিতাই ॥ বুঝিস্‌নি। বল্‌তো কি?

ময়না ॥ বলছি বুঝেছি। লোক আসছে এ-দিকে। আচ্ছা ভেতরে এসো না—দরজা বন্ধ করে তারপর বলছি। শীগ্‌গির এসো—

[ময়না ও নিতাই ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলে গোরা-চাঁদ একা মঞ্চে প্রবেশ করিয়া তাহার পিছনের সঙ্গীর প্রতি—]

গোরাচাঁদ ॥ ও রতনা! আঃ পা চালিয়ে আয় না। সাঁঝ চেপে ধরেছে, বনে বাঘ বেরুবে—আর এই সময় তুই কিনা মস্করা জুড়লি!

[রতন দৌড়াইয়া মঞ্চে প্রবেশ করিল।]

রতন ॥ মস্করার কি হ'ল! আমি বাপু অত দৌড়ে যেতে পারবো না, এই বল্‌লাম। ঘরে আমার নতুন বউ নেই যে, গেলেই

পাখা নিয়ে বসে ঘাম শুকুতে লাগবে। সমস্তটা পথ কেবলই 'নতুন বউ' 'নতুন বউ' শুনতে শুনতে কান হেজে গেল!

গোরাচাঁদ॥ তুই বড় ফিচেল—

রতন॥ ছ'মাসের ছেলেটা তার কোলে—ত বুসেই বউ-এর জন্যে বাদা থেকে ঘোড়দৌড় লাগিয়েছে—যা, আমি যাব না।

গোরাচাঁদ॥ বউ! হায়রে রতনা! বিয়ে করিস্‌নি, তাই বুঝবি না বউ-এর কি জ্বালা! শালা মুনিষ খেটে মাগ-পুত পালতে হ'লে বুঝতি!···পয়সার অভাবে অমন অল্পে-খুশী বউটার মুখেও হাসি ফোটাতে পারিনে। মধ্যে মধ্যে মনে হয়, গলায় দড়ি দি, আবার ঐ বউটার জন্যেই পারি না। চল যাবি—

রতন॥ না যাব না—

গোরাচাঁদ॥ তা যাবি কেন? বাঘের পেটে যাবি! বলছি, এদিকে বাঘ বেরিয়েছে ক'দিন— চল বলছি···

[এমন সময় :বিটারদের টিন পিটানোর ও গানের হৈ হৈ শব্দ শোনা গেল। গোরাচাঁদ যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বলিল—]

গোরাচাঁদ॥ ওইরে—সর্বনাশ হ'ল! শিকারী বিটারদের আওয়াজ শুন্‌ছিস্‌ না? আমি চল্লুম···

রতন॥ (কপট ভয়ে) তাইতো রে, [illegible] দৌড়ো···

[বলিয়া রতন দৌড়াইতে আরম্ভ করি[illegible] জায়গায় আসিয়া পড়িয়া গেল।]

রতন॥ উ-হুঁ-হুঁ-হুঁ···গিয়েছে গিয়েছে·· গিয়েছে···

গোরাচাঁদ॥ এ্যাঁ! হ'ল কি রে? দাঁড়া, উঠে দাঁড়া··

রতন ॥ পারছিনারে···ওরে পারছি না···

গোরাচাঁদ ॥ তা' হলে কি করবি ?···এই বল না—

রতন ॥ তুই পালা—ঘরে তোর মাগ-পুত আছে···

গোরাচাঁদ ॥ আর তুই ?

রতন ॥ বাঘে না খেলে ঠিক গিয়ে পৌঁছুবো···

গোরাচাঁদ ॥ (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) তা কি হয় !

[নিতাই বৈরাগীর দরজায় ধাক্কা দিয়া]

বৈরাগী ! ও বৈরাগী ! দরজা খোল না···মানুষটা যে মরবে (কোন সাড়া না পাইয়া) আচ্ছা—ওর মেয়েটাও তো আছেরে বাপু—

রতন ॥ ওকি খুলবে নাকি দরজা···ভাবছে ডাকাত পড়েছে । (উঠিবার উপক্রম করিয়া) উহুঁ হুঁ হুঁ তুই চলে যা

[আবার বিটারদের টিন পিটানোর শব্দ শোনা গেলে গোরাচাঁদ কিঁ করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া—]

গোরাচাঁদ ॥ কি করি রে রতন ? তোকে ফেলে···

রতন ॥ পালা না বলছি । মরবি নাকি শেষে ? বেওয়া মাগ-পুত তোর কে খাওয়াবে ? যা বলছি যা···

[আবার বিটারদের টিন পিটানোর আওয়াজ শোনা গেল । গোরাচাঁদ এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল ।]

রতন ॥ পালা না—এই গোরা···

গোরাচাঁদ ॥ তবে আমি চল্লুম ।

[বলিয়া গোরাচাঁদ একদৌড়ে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলে রতন একদৃষ্টে গোরাচাঁদের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল । একটু পরেই

বিটারদের আওয়াজ ক্রমে ক্রমে দূরে মিলাইতেই—তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল...দুই দিকে চাহিয়া গান জুড়িল···]

‘ও গো···রাই মানিনী, সারাদিন গোষ্ঠে ছিলাম,
বলাই দাদা পথ আগলে ছিল, তাইতে দেখা দিতে পারিনি ।
মুখ তোল, ওগো মুখ তোল —রাই মানিনী ॥’

[ময়না দরজা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দুই পাশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল—]

ময়না ॥ কে গা ভরা সাঁঝে···দোরের গোড়ায় গান জুড়েছ···

রতন ॥ আমি । ভিন্ গাঁয়ের লোক বটি গো । কাজ সেরে এ-পথে যাচ্ছিলাম—পা ভেঙে তোমাদের দোর গোড়ায় বসে আছি···চারিদিকে বাঘ তাড়ানোর আওয়াজ···সঙ্গীও পালিয়েছে···তোমাদের ঘরে একটু যায়গা হবে ঠাকরুণ ? রাতটুকুনি কাটিয়ে যাব ।

ময়না ॥ ওমা ? আমাদের ঘরে ? তোমারে জানিনে চিনিনে, তা'ছাড়া ঘরে আমি একা বয়স্থা মেয়ে···

রতন ॥ তা'হলে আমি কি করি ! পা ভেঙে গেছে, চলতে পাচ্ছিনে—এই রাতে কি বাঘের পেটে যাব···

ময়না ॥ বালাই ! ষাট ! বাঘের পেটে যাবে কেন ? [রাগত ভাবে] যতক্ষণ পা না সারে বসে' বসে' গান গাও, পা সেরে গেলে নাচতে নাচতে ঘরে ফিরে যেও ।—

রতন ॥ ঘর তো আমার নেই !

ময়না ॥ আহা ! সত্যি ?

রতন ॥ সত্যি বইকি ঠাকরুণ, ঘরও নেই ঘরণীও নেই···

ময়না ॥ বেচারা ! তবে তো খুবই কষ্ট···

রতন ॥ কষ্ট বলে কষ্ট ! তাইতো মনে করছি, এবার ধান উঠলে একটা ঘরণী নিয়ে ঘর পাতব ।

ময়না ॥ ওঃ তাই নাকি ! কিন্তু ঘর বাঁধতে তো তোমার মেলা টাকা লাগবে ।

রতন ॥ তা লাগবে। ধরগে—আমার ছ'বিঘে ধানি জমি। নিদেন বারো মন ধরলেও, ছ'বারো বাহাত্তর মন। খরচা আর খোরাকী গেল বিয়াল্লিশ—থাকে তিরিশ। গড়ে দশ টাকা দর তো পাবোই, হ'লো তিনশ' টাকা। একশ'তে ঘর, দেড়শ'তে ঘরণীর গয়না আর বিয়ের খরচ। তবু···হাতে নগদ পঞ্চাশ টাকা থেকে গেল ।

ময়না ॥ কিন্তু তাতেও তো কুলুবে না···আরও নগদ পাঁচশ' চাই ।

রতন ॥ কেন ?

ময়না ॥ বাঘ এসেছিল—বাঘ···

রতন ॥ কে ? ঐ সনাতন মণ্ডল ?

ময়না ॥ হ্যাঁ, পাঁচশ' টাকা বাবা কর্জ নিয়েছিলেন, যদি শীগ্‌গির শোধ না হয়—তবে—সব ক্রোক করবে ক'দিন ঘন ঘন আসছে···

রতন ॥ ঘন ঘন এলেই কি টাকা পাওয়া যায় না কি ? যদি বৈরাগী টাকা না দেয় ? জমিও দখল দিতে না চায় ? তবে—?

ময়না ॥ ওর ছেলের সঙ্গে বৈরাগীর মেয়ের বিয়ে দিতে হবে ।

রতন ॥ বটে ! ওর ছেলে ফড়িং-এর সঙ্গে ?

ময়না ॥ কার সঙ্গে তা তো জানি না ··তবে—

রতন ॥ ঐ—ঐ ফড়িং ! সনাতন মণ্ডলের একই ছেলে···হাঃ হাঃ হাঃ ! তা তোর সঙ্গে যা মানাবে না···

ময়না ॥ মানাবে তো ?

রতন ॥ হুঁ—

ময়না ॥ বাঁচা গেল বাব্বা ! এতক্ষণে একটা দুশ্চিন্তা গেল ।

রতন ॥ দুশ্চিন্তা কিসের ?

ময়না ॥ এই মানান নিয়ে । ঐ ফড়িং না কি গঙ্গা-ফড়িং-এর সঙ্গে যদি না মানাতো, তারপর যদি কোন সাঁঝ-লেংড়ার সাথে বিয়ে হ'ত তবে রাত জেগে তার পায়ে তেল মালিশ করতে হ'ত তো !

রতন ॥ ইস্ ! তুলনার কি ছিরিরে ! এই সব পায়ের সেবা করতে হ'লে সাত জন্মের পুণ্যি দরকার ।

ময়না ॥ মা গো কি ঘেন্না ! যে না পায়ের ছিরি ! তা আবার গরব ক'রে দেখাচ্ছে গ্যাখো ।

রতন ॥ কি ? আমার পা খারাপ ?

ময়না ॥ রাগ করলে হবে কেন গোঁসাই । যেমন চেহারা তেমন তো হবে ! একে ল্যাংড়া তায় কদাকার···

রতন ॥ (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) আমি ল্যাংড়া ? এইতো দাঁড়িয়েছি —কোন্ শালা বলে—আমি ল্যাংড়া ?

ময়না ॥ তবে রোজ রাত্তিরে এখানে এসে পা মচকায় কেন ?

রতন ॥ মচকায় আমার কপালদোষে···আর তোকে না দেখা পর্যন্ত সারেও না ।

ময়না ॥ মরণ আর কি !

রতন ॥ দু'জনারই । তোরও মরণ আমারও মরণ···। ওরে ময়না, এরই নাম রঙ্ ।

ময়না ॥ রঙ্ না হাতী । অমন রঙের মুখে আগুন···

রতন ॥ মুখে না বুকে। ভালবাসার আগুন বুকে জ্বলে যাচ্ছে। এই—এইখানে (বুক দেখাইয়া) হাত দে···টের পাবি।

ময়না ॥ ওমা! এই ভর সাঁঝে তোমায় ছোঁব কিগো—এই ভর সাঁঝে।

রতন ॥ কেন ছুঁবি না···

ময়না ॥ তুমি মানুষ কি অপদেবতা···

রতন ॥ অপদেবতা···

ময়না ॥ (জড়াইয়া ধরিতেই)—একি···(কপট রোষে) এই দ্যাখ ···ছাড়···ছাড়···ছাড়।

রতন ॥ ছাড়র মানে? ভর করেছি যে—অপদেবতা যে আমি···

ময়না ॥ (বুকের কাছে মাথা রাখিয়া) না—না অপদেবতা কেন হবে গোঁসাই···

রতন ॥ দেবতাও তো নই···

ময়না ॥ মানুষ তো বটে···

রতন ॥ তাই কি? মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে···

ময়না ॥ না, না—সন্দেহ কেন? মানুষ তো বটেই বরং আরও কাছের মানুষ। মনের মানুষ যে তুমি গোঁসাই। (বুকে মাথা রাখিল।)

রতন ॥ এই দ্যাখ্ ময়না—এই যে কথাটা বল্‌লি না—ভারী সুন্দর কথা। গোটা পৃথিবীতে আঁধারেও রঙ্ লেগে গেল—তাইতেই তো ভালবাসাকে আমরা বলি রঙ্। যখন থেকে ওই কথাটা বল্‌লি না—বুকের মধ্যেটা কেমন তোলাপাড়া করছে।

ময়না ॥ (চোখ বুজিয়া) কোন্ কথাটা?

রতন ॥ ওই যে মানুষ···

ময়না ॥ (চোখ খুলিয়া) ওটা কি ? ছাড় ছাড়···

রতন ॥ ভয় কি ? হয়তো বাঘ···

ময়না ॥ এদিকে আসছে যে ! শীগ্‌গির চলো ভিতরে···

[ময়না রতনের হাত ধরিয়া টানিতেই]

রতন ॥ ছাড়, ছাড়, ভেতরে যা। বাঘ—সনাতন—

[ময়না ভিতরে গিয়া দরজা বন্ধ করিতেই রতন মাটিতে বসিয়া হুঁ হুঁ হুঁ করিতে লাগিল। সনাতন মণ্ডল পিছন ফিরিয়া নিবিষ্ট মনে কোনও কিছুর উপর নজর রাখিয়া মঞ্চে প্রবেশ করিতেছিল—এমন সময় রতনের 'হুঁ হুঁ' আওয়াজ তাহার কানে যাইতেই চমকিয়া পিছন ফিরিয়া চিৎকার করিয়া—]

সনাতন ॥ এ্যাঁ—এ্যাঁ—কে-রে···রে···এ···

রতন ॥ আঃ—রতন গো, রতন—আমি···মানুষ···

সনাতন ॥ তাই বল। অমন লুকিয়ে থেকে ভয় দেখালি কেন ? আস্পর্দ্ধা তো কম নয় ?

রতন ॥ বারে ! আপনি পিছু হটে আসছেন—আমায় দেখেননি, আর আমি পায়ের যন্ত্রণায় সর্ষে ফুল দেখছি···আপনাকে দেখব কখন ?

সনাতন ॥ তাই নাকি ? পায়ে কি হ'ল

রতন ॥ মচ্‌কে গিয়ে—বাঘের ভয়ে—

সনাতন ॥ বাঘ !

রতন ॥ এদিকে আসেনি। ভয় কি ?

সনাতন ॥ হুঁঃ, ভয় কি ! সনাতন ত্রিভুবনে কাউকে ভয় করে নাকি ভেবেছিস ? জানিস, আমার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়—

রতন ॥ তা আর জানি না! যে আপনার নাম নেয় তার জল ছাড়া আর কি জুটবে বলুন!

সনাতন ॥ কি বললি? যত বড় মুখ নয়···তত বড়ো—

রতন ॥ এই দেখুন চটে গেলেন তো? আরে মণ্ডলমশাই, ওই তো মহাজনদের গুণগ্রাম। যে যত বড় মহাজন তার নামে তত বড় হাঁড়িফাটে। শোনেননি—'হাড়ি-ফাটা যজ্ঞেশ্বর' বল্‌লেই দশটা গাঁয়ে যজ্ঞেশ্বর নন্দীকে বোঝে। আর হ্যাঁ মহাজনও বটে—দশ-দশটা কুমীর কুমীর মহাজনকে এক নিমেষে কিনতে পারে। আর আপনার মত খাতককে জল-খাওয়ান মহাজন—একশ'টাকে।

সনাতন ॥ তুই ব্যাটা বড় ফিচেল। নেহাৎ তুই আমার খাতক নস্···তাই এত বড় অসম্মানটা চেপে গেলাম।

রতন ॥ চাপছেন কেন? জমি বন্ধক নিয়ে কিছু কর্জ দিয়ে খাতক করে নিন না।

সনাতন ॥ কর্জ নিবি তায় কারণ কি?

রতন ॥ ধরুন, আমার বিয়ে—

সনাতন ॥ বিয়ে! বিয়ের জন্যে জমি বন্ধক! হাঃ হাঃ হাঃ

[আবার বিটারদের টিন পিটানোর আওয়াজ শোনা গেল।]

এই এই, রতন—কি করি বলতো? (ছুটিয়া গিয়া দরজাটায় ধাক্কা দিয়া) ও বৈরাগী! ও নিতাই! আঃ খোলে না যে! বেটা কালা বলে তো আর মরেনি—ও নিতাই! ওরে তোর মহাজনকে যে বাঘে খায় রে—

রতন ॥ মোড়লমশাই—ও কথা বলবেন না। শুনতে না পেয়ে

যদিইবা দরজা খোলে, কিন্তু আপনাকে বাঘে খাচ্ছে শুনতে পেলে আর ও খুলবে না—

সনাতন॥ কেন?

রতন॥ মহাজনকে বাঘে খাচ্ছে, ও রকম ভাল খবর মানুষের জীবনে ক'টা ঘটে বলুন তো?

সনাতন॥ আঃ তুই থাম। ও নিতাই! ময়না—ময়না! আচ্ছা ওর মেয়েটা তো কালা নয়রে বাপু। মেয়েটা দরজা খোলে না কেন?

রতন॥ কি ক'রে বলব মশাই?

সনাতন॥ তুই একবার ডাক না। আর নয়তো দরজা ভেঙে ফেল।

রতন॥ পাগল হয়েছেন না কি! আর ওর মেয়েটা শুনেছি যা পাজী—

সমাতন॥ মেয়েটা খুব পাজী নাকি রে?

রতন॥ পরের মেয়ের খবর কে রাখে মশাই? তবে মনে হয়—

সনাতন॥ আচ্ছা, এই ক'টা মাস শেষ হোক্ না একবার, এই বাড়ী থেকে ঘাড় ধরে বার ক'রে দেব। আমার নাম সনাতন মণ্ডল। হ্যাঁ···বাউলীরা জানে···

রতন॥ কি জানে বাউলীরা?

সনাতন॥ এ্যাঁ, হুঁ-হুঁ না। রেগে গেছি কিনা তাই এলোমেলো বকছি। আসলে বাউলীরাই হচ্ছে গে আমার লক্ষ্মী। আমার কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। জঙ্গলে যায় তো ওরা। কামায়ও খুব। এক হাজার টাকা নিয়ে নৌকো নিয়ে জঙ্গলে গেল, ফিরে এসেই নাকের উপর দিয়ে দিলে দু'হাজার। আর কোন্ না হাজার দু'তিন লাভও করে।

রতন ॥ হাজার দু'তিন ! খুব লাভ করে তো ! আর আপনার তো হাজারে হাজার লাভ ।

সনাতন ॥ ঐ ঐ অমনি আমার লাভটাই দেখলি । আর সুন্দরবনের বাঘ দেখলি না তো ! যদি বাউলীশুদ্ধ লোকজন শুদ্ধ জলযোগ কয়ে বসলো বাঘে, তা' হলে আমার লাভও শিকেয় উঠলো । তোরা খালি মহাজনের লাভটাই দেখিস্, বাঘের কথা একবারও ভাবিস না । (হঠাৎ বিপরীত দিকে কী লক্ষ্য করিয়া) এই এই এই রতন জ্বলছে, জ্বলছে না একটা চোখ এগিয়ে আস্‌ছে । ওরে ওরে ও ও (বিটারদের টিন পিটানোর আওয়াজ) আঁ আঁ আঁ রতন রে (রতনকে জড়াইয়া ধরিল)

[নেপথ্যে আওয়াজ—'বো—বো—বো—বো—হুঁসিয়ার' ! একটা বর্শা আসিয়া মাটিতে ঢুকিয়া গেল ।]

রতন ॥ (সনাতনের হাত এড়াইয়া চেঁচাইয়া) হুঁসিয়ার মানুষরে রতন আমি—

[বাঁ-হাতে বাতি ও ডান হাতে টাঙ্গি লইয়া গোরাচাঁদ মঞ্চে প্রবেশ করিয়া বলিল—'কে ? রতন ?']

গোরাচাঁদ ॥ ইস্‌স্, সর্বনাশ ! আর একটু হ'লেই তো সেরে দিয়েছিলাম । আমি ভাবলাম, তোকে বাঘে ধরেছে ।

সনাতন ॥ হ্যাঁ—বাঘে ধরেছে ! হারামজাদা ! আমায় সবাই মিলে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র ! হাতে বাতি তোর, কি ক'রে বুঝবো ? ভাবছি বাঘ, তাই রতনকে বাঁচাতে গিয়ে—আর ব্যাটা তুই কিনা বল্লম ছুঁড়লি ! হারামজাদা...

গোরাচাঁদ ॥ গালাগাল দিচ্ছেন কেন ?

[অন্যমনস্ক গোরাচাঁদ টাঙ্গি ঘাড়ে তুলিয়া লইল দেখিয়া—]

সনাতন ॥ এই ন্তাখ। চটে গিয়ে তাই বলে তুই টাঙ্গি দিয়ে মেরে ফেলবি নাকি? মেরেই ফ্যাল, মেরেই ফ্যাল—

গোরাচাঁদ ॥ আচ্ছা লোক তো আপনি! টাঙ্গি দিয়ে আপনাকে মারব কেন?

সনাতন ॥ ওরে আমি জানি, খাতকরা মহাজনকে মেরে ফেলতে পারলেই বাঁচে। এই যে নিতাই, আমায় মেরে ফেলবার জন্যে, বাঘের পেটে পাঠাবার জন্যে দরজা বন্ধ করে রাখলে কিনা।

রতন ॥ কি জানি মশাই!

সনাতন ॥ জানবি কেন? আমার গ্রাম হ'লে আমিও জানতাম না। কিন্তু পরের গাঁয়ে কোথায় রাত কাটাই?

গোরাচাঁদ ॥ এই কথা বললেই তো হয়। চলুন না গ্রামের ভেতরে।

সনাতন ॥ সেই ভাল। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে দরকার নেই। গোরাচাঁদ, চ'—চল্ রতন।

রতন ॥ আমি কি করে যাব?

সনাতন ॥ চল্ বাবা, রাগ করিসনি।

রতন ॥ আরে মশাই আমার ঠ্যাং মচ্‌কে গেছে—কার কাঁধে চাপব?

সনাতন ॥ তাইতো, তবে ও না হয় থাক। চ' গোরাচাঁদ।

গোরাচাঁদ ॥ সে কি মশাই! ওর জন্যে এলাম, আর···

রতন ॥ গোরা, এই বল্লমটা থাক, তুই মোড়ল মশাইকে নিয়ে গাঁয়ে চলে যা। আমি পায়ে একটু বল পেলেই চলে যাব।

গোরাচাঁদ ॥ তা আমরাও একটু থাকি না—

সনাতন ॥ বাঘে যদি ধরে গোরাচাঁদ?

রতন ॥ এই গোরাচাঁদ, যা না নিয়ে। শত হ'লেও উনি অতিথ—

সনাতন ॥ বল্, বল্ রত্না—গোরাচাঁদকে বুঝিয়ে বল্।···বাবা গোরাচাঁদ, আমি অতিথ—আতুর···

রতন ॥ যা না গোরা, নিয়ে যা না।

গোরাচাঁদ ॥ চলুন। কিন্তু একটা কথা বলব মশাই, আপনি বড় স্বার্থপর।

সনাতন ॥ একটু ; বাবা, বুড়ো হয়েছি তো, তাই একটু স্বার্থপর। কিন্তু নিতাই বৈরাগীর কথাটা ভাব তো একবার—ও কতবড় স্বার্থপর! আচ্ছা, আমারও নাম সনাতন মণ্ডল! এর শোধ আমি নেব তবে ছাড়ব। দরজা খোলেনি, হুঁ—ঘুঘু দেখেছ···

[শেষ কথা বলিতে বলিতে পিছন ফিরিয়া গোরাচাঁদকে অনুসরণ করিয়া সনাতনও প্রস্থান করিলে একটুঁ পরেই ময়না দরজা খুলিরা মঞ্চে প্রবেশ করিল।]

ময়না ॥ হাঁ ক'রে কি দেখছ গোঁসাই? ওই ফাঁদতো দেখনি!

রতন ॥ ফাঁদই বটে! তবে ও কিন্তু তোদের একটা সর্বনাশ করে তবে ছাড়বে।

ময়না ॥ সর্বনাশের হাতার মধ্যেই তো আমার ঘর। সর্বনাশে আর ভয় কি? কুল লাজ মান, এই তিন দিয়েই তো রাধারাণী শ্যামকে পেয়েছিল—আমিও না হয়···

রতন ॥ নাঃ! আমাকেই একটা বন্দোবস্ত করতে হয় দেখছি। আচ্ছা ময়না, ব্যবসাটা ভালই—কি বলিস্? এত লাভ যখন—

ময়না ॥ কিসের ব্যবসা?

রতন ॥ বাউলীর ব্যবসা—

ময়না ॥ না না, ও অলক্ষুণে ব্যবসা তোমায় করতে হবে না। সুন্দরবন—শুনতেই সুন্দর; জঙ্গলে বাঘ, সাপ, মারামারি, খুনোখুনি—সত্যি বল্‌ছি যদি তুমি যাও গোঁসাই তো আমার মাথার···

রতন ॥ দিব্যি দিস্ না ময়না। সনাতন মহাপাপী লোক। তোরা টাকা শোধ না দিলে ও তোদের পথে বসাবে।

ময়না ॥ আমায় কে পথে বসাবে গোঁসাই! আমি তো তোমার ঘরে গিয়ে উঠবো।

রতন ॥ সে আমি জানি রে ময়না। তুই আমার জন্যে সব দুঃখই সইবি। কিন্তু তোর বাবা রাধারাণীকে নিয়ে পথে পথে ভেসে বেড়াবে, সে আমি কি করে সইবো। তোর বাবা খুব ভাল লোকরে—খুব সাধু লোক।

ময়না ॥ সাধু না ছাই! হাড় বোকা। তা' নইলে পাঁচশ' টাকার খতে জমি আর বসত বাড়ী কেউ লিখে দেয়?

রতন ॥ টাকা (ফেরৎ) দিয়ে খত নিয়ে নিলেই হবে।

ময়না ॥ কিন্তু পাঁচশ' তুমি পাবে কোথায়?

রতন ॥ আমার জমি বন্ধক দিয়ে—

ময়না ॥ তা হ'লে তোমার জমিও যাবে। কারো না কারো জমি ওই মহাজনের পেটে যাবেই।···তার চেয়ে এক কাজ কর না গোঁসাই···তোমরা সবাই মিলে একদিন মহাজনকে···

রতন ॥ ময়না! ছি! তুই যে বোষ্টম, অতবড় রাগের কথা তুই বলিস্‌নি। সে যদি বলি—বলব আমরা।

ময়না ॥ তোমরা বলবে না ছাই! ধীরে ধীরে অনেকের জমি

মহাজনের পেটে চলে গেল। কি করলো তারা ? বিশেষ করে ধরো নকুড় কাকার কথা, জমি হারিয়ে বাউলীদের সাথে জঙ্গলে গিয়ে বাঘের পেটে গেল—

রতন ॥ কই, বংশী বাউলীব নৌকোর কেউ তো জঙ্গলে মারা যায়নি আজ অবধি—

ময়না ॥ জঙ্গলে যাওয়ার অনেক খবরই রাখো দেখি !

রতন ॥ শুনি—কানে আসে। এই তো গোরাই একদিন বলছিল, টাকা থাকলে বংশীকে বাউলী করে ও জঙ্গলে ভেসে পড়ত। তা'ছাড়া মুনিষ-জন খাটে যাবা—সবারই জঙ্গলের দিকে একটা টান আছে, তবে ঐ বাঘ, সাপ, লুটপাট—তার ভয়ে কিংবা ঘরের টানে লোক ভুঁয়ে থাকে—

ময়না ॥ ওঃ ! কিন্তু তোমার বুঝি ভুঁয়ে কোন টানই নেই গোঁসাই ?

রতন ॥ এ্যাই—এ্যাই—এই ভাখ। আরে ভূঁয়ের টান আমার নেই কে বলবে ? রোজ বলে সাঁঝের বেলা পা মচ্‌কে ভুঁয়ে বসে পড়ছি—

ময়না ॥ ঠাট্টার কথা নয়।

রতন ॥ সত্যি ঠাট্টা নয়। ঘর বেঁধে যদি সুখেই না থাকতে পারি, তোকে যদি সুখেই রাখতে না পারি, তবে লাভ কি এ ঘর বেঁধে—বলতো ময়না ? দেনা, জঙ্গল, বাঘ, সাপ, মহাজন—সব কিছু বাধা কাটিয়ে তবে না আমাদের পক্ষে ঘর বাঁধা সম্ভব। তুই প্রার্থনা করিস্ তোর রাধারাণীর কাছে—বলিস্ আমাদের কথা। আমাদের আশা পূরণ হবেই।··· এবার বল, জঙ্গল থেকে তোর জন্যে কি আনব ?

ময়না ॥ কিছু আনতে হবে না।

রতন ॥ বাঁচালি। আমি কেবল মনে মনে খাবি খাচ্ছি—পাছে যদি তুই বলে বসিস, আমার জন্যে তোমার কি বলে—ইয়ে —মানে—ঐ—

ময়না ॥ জঙ্গল থেকে তোমরা আনবেটা কি শুনি ?

রতন ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, বল তো কি আনব ?

ময়না ॥ আনবে তো গোলপাতা—

রতন ॥ হলো না।

ময়না ॥ কাঠ ?

রতন ॥ না, ওই শুকনো কিছু নয়।

ময়না ॥ তবে বোধ হয় গুপ্তধন ?

রতন ॥ গুপ্তধন তো আমার আছেই।—কি বল্ ?

ময়না ॥ জানি না।

রতন ॥ আনব কেবল মধু।

ময়না ॥ চালাকি—না ?

রতন ॥ নারে, চালাকি কেন হবে ? আমরা আনব খালি মধু, মৌ···ইয়া বড়া এক নৌকো নিয়ে শুধু মৌ ভর্তি করে নিয়ে আসবো। এনে নগ্‌দা দরে শ্যামবাজারে—লে আও টাকা—

ময়না ॥ কিন্তু, এ তো অন্যায় কাজ—

রতন ॥ কেন ?

ময়না ॥ ওই মৌমাছিদের মধু চুরি করা হবে তো।

রতন ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ! হাসালি ময়না, খুব হাসালি—মৌমাছিদের মধু চুরি! তা'হলে আমরা হ'বগে—মৌ-চোর! কি বলিস্ ময়না—মৌ-চোর হ'ব তো ?

ময়না ॥ তা তো হবেই।

রতন ॥ আমার তো মনে হয়—আমি জন্মজন্মই মৌ-চোর—না রে ময়না ?

ময়না ॥ আ-হা—

রতন ॥ আহা নয়। বল, বাহা—বাহা—মৌ-চোর—বাহা।··· কিন্তু কি আনব—বল্‌লি না তো ?

ময়না ॥ মধুই এনো।

রতন ॥ তবে পাত্তর দে। কিসে করে আনব ?

ময়না ॥ তোমার মন ভ'রে মধু নিয়ে এস গোঁসাই! আর আমার মাথা ছুঁয়ে বলে যাও—মধু নিয়ে আসবেই—ফিরে তুমি আসবেই। তা' না হ'লে আমার সব মধু যে বিষ হ'য়ে যাবে গোঁসাই—

রতন ॥ ময়না! তোর মাথা ছুঁয়েই বলছি—ফিরে আমি আসবই—আর আমার মনের পাত্রে তোর জন্যে নতুন মধু নিয়ে আসব। নতুন কথা, নতুন গল্প, নতুন দেশের গান—সারা ঘর, সারা জীবন মধুময় হয়ে উঠবে—আর তুই গাইবি—

'সেই মধু বৃন্দাবনে যেথা বিরহ নাই।'

ময়না ॥ গাইব গোঁসাই; মন খুলে গাইব—

'মনে কি গো পড়ে কানু সেই বিরহিণী রাই।'

[টিন পিটানোর আওয়াজ ও বিটারদের চীৎকারে গান থামিয়া গেল।]

ময়না ॥ ভিতরে চল। কেউ ডাকছে—

রতন ॥ পাগল নাকি! এক্ষুনি গোরাচাঁদ আসবে—

[টিন পিটানোর শব্দ ক্রমেই আগাইয়া আসিতে লাগিল।]

গতিক সুবিধের নয়—বরং আমিই দৌড়োই—

[রতন দৌড়াইবার উপক্রম করিতেই—]

ময়না ॥ গোঁসাই !

রতন ॥ কি শীগ্‌গীর বল্‌ ! —শীগ্‌গীর বল্‌···এই—এই—ভেতরে যা। কে যেন আসছে—

[ময়না ঘরে ঢুকিয়া গেলে ক্রন্দনরত ধর্মদাস মঞ্চে প্রবেশ করিল।]

ধর্মদাস ॥ আ—হা—হা—হা—

রতন ॥ কি হ'ল খুড়ো ?

ধর্মদাস ॥ আর ডাকিস্‌নে, আর ডাকিসনে, ঘেন্না ধরে গেছে।

রতন ॥ ওদিকে যাচ্ছ কি ? ওদিকে বাঘের পাল্লা শুনছো না ?

[রতন দৌড়াইয়া গিয়া ধর্মদাসকে ধরিয়া ফেলিল।]

ধর্মদাস ॥ তাইতো যাচ্ছিরে রতন। বাধা দিস্‌নে—বাঘের পেটেই যাব। জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। আমায় যেতে দে—ছেড়ে দে—

রতন ॥ তার মানে ! ছেড়ে দেব মানে কি ! শীগ্‌গীর আমার সঙ্গে দৌড়োও ; তা' না হ'লে বাঁচবে না, বাঘে ধরবেই—

ধর্মদাস ॥ বেঁচে কি হবে রতন ! বেঁচে কি হবে ? আমি মরতে চাই। একটা থালার জন্যে···

রতন ॥ থালার জন্যে !

ধর্মদাস ॥ হ্যাঁ রে হ্যাঁ—থালার জন্যে, জন-মুনিষ খেটে পরের ক্ষেতে বেগারী দিয়ে কায়ক্লেশে দিন কাটতে চায় না। ভিক্ষে-

চুরি জানিনে—খেটেই খাচ্ছিলাম। টানে বেটানে ঘরের সব দিয়েছি—তামা-পিতল বলতে কিচ্ছু নেই—

রতন॥ সে বিপদ-আপদে তামা-পিতল যায় বৈ কি!

ধর্মদাস॥ তাতে শুধু ভুঁয়ে তো আর তোর খুড়ী ভাত দিতে পারে না, তাই মাঝে মধ্যে না প্রায়ই একটা করে কলারপাত কেটে আনত। তাতে ঐ রামজয়ের বৌ অখাদ্য গাল পেড়েছে তাকে। বৌ বল্‌ল মাথার দিব্যি দিয়ে যে, থালা না এনে ভাত যদি আর খাও—তো আমার মাথা খাও।

রতন॥ তা হলে?

ধর্মদাস॥ গেলাম হাড়ি-ফাটা যজ্ঞেশ্বরের কাছে। বল্‌লাম, দু'টো টাকা ধার দেন। বলে, 'হারামজাদা, আগের টাকা শোধ দে।' শোধই যদি দিতে পারব রে রতন, তবে আর টাকা ধার চাইতে যাব কেন বল তো?

রতন॥ ঠিক কথা।

ধর্মদাস॥ বললাম, 'দিয়ে দেব, সময় হলেই দিয়ে দেব।' হাড়ি-ফাটা যজ্ঞেশ্বর বললে, 'কি হবে টাকা নিয়ে?' আমি বলতে গেলাম, 'বৌয়ের কাছে···' থামিয়ে দিয়ে যজ্ঞেশ্বর বললে, 'ও বউকে খরচা দিয়ে বাউলীদের নৌকোয় যাবি বুঝি? তা ভাল।' আমি খুলে বললাম, 'না কত্তা, বৌয়ের দিব্যি আছে—একখানা নতুন থালা কিনে না নিয়ে গেলে—, যজ্ঞেশ্বর চটে বললে, 'হারামজাদা, ঘরকুনো মোষ—মাগীর আবদার পালতে চলানেগিরি ধরে।' আমি বললাম, 'খবরদার, গাল দেবেন না।' তারপর বোধহয় যজ্ঞেশ্বর গালও দিল—আমিও গাল দিলাম; মাথায় রক্ত একটু

উঠেছিল—ধাঁই করে পিঠে তারপর পটাপট ক'টা জুতোর বাড়ি পড়তেই হুঁস হ'ল। তাকিয়ে দেখি রায় মশাই আর যজ্ঞেশ্বর মহাজন জুতো পিটোচ্ছে আমাকে—আর খিস্তি করে বলছে,—'হারামজাদা, ছোটলোকের বাচ্ছা—মুখে মুখে তর্ক।'

[ধর্মদাস ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

রতন ॥ (রোষে) তারপর—তুমি কি করলে ?

ধর্মদাস ॥ কি আর করবো ! কান্নায় চোখে জল এসে গেল। জীবনে কাঁদিনি, সেই আমি কেঁদে ফেললাম। লক্ষ্মীকে বললাম, মা, তোর ব্রত সেবা করেও ভর-পেটা কোনদিন খাইনি—কারও কিছুতে কোনদিন লোভ করিনি, চিরকাল আধ-পেটা খেয়েই কাটালাম, সেই তুই আমার ক্ষিধের ভাত খেতে না দিয়ে একটা থালার জন্যে আমার কপালে এত দুঃখ দিলি ! কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলাম। একটা দড়ি কিনতেও ছ'গণ্ডা পয়সার দরকার যে গলায় দড়ি দেব। তাই বাঘ তাড়ানোর আওয়াজ শুনে এই দিকে ছুটে আসছিলাম। বাঘের মুখেই আজ প্রাণ দেব। এ অভাবী জীবন আর রাখব না, আমায় ছেড়ে দে রতন—আমায় ছাড়—

রতন ॥ আচ্ছা ছাড়বো খুড়ো, শোন। আমি দেখছি সব ব্যাপারটা। তুমি একবার চল দেখি বংশী মুরুব্বীর কাছে।

ধর্মদাস ॥ কেন ? বংশীবদন আমার কি করবে ? ও বেটা বাউলী খালি জঙ্গল জঙ্গল করবে। না—না, আমায় ছাড় বলছি—

রতন ॥ আঃ ! কি আশ্চর্য ! চলই না—একটু বিশ্রাম করো। দু'একজন বিষয়টা শুনি—তারপর আমরা যদি তেমন বুদ্ধি না দিতে পারি তুমি যেয়ো 'খন বাঘের মুখেই।

ধর্মদাস ॥ বেশ।

রতন ॥ তবে চল, আর দাঁড়িও না।

[রতন প্রস্থানোদ্যত হইয়াই থমকিয়া বদ্ধঘরের দরজার দিকে তাকাইয়া সচীৎকারে বলিল—]

ও ভাই, এ-জঙ্গলের ধারে কাছে যদি কেউ থাক—গোরাকে বলবার জন্যে শুনে' রাখ—আমরা চলে যাচ্ছি, সময়মত দেখা করব—সে যেন রাগ না করে—

[রতন ও ধর্মদাস উভয়ে প্রস্থান করিতেই দরজা খুলিয়া ময়না বাহির হইয়া রতনের যাওয়ার পথে তাকাইয়া দেখিয়া একটু আস্তে আস্তে বলিল, 'গোঁসাই'। আবার জোরে ডাকিল—'গোঁসাই'। দৌড়াইয়া দুই পা অগ্রসর হইতেই নিতাই নেপথ্যে ডাকে, 'ময়না—ময়না—' ময়না থামিয়া গিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। নিতাই পুনরায় নেপথ্যে ডাকে,—'ময়না রে'।]

ময়না ॥ (রাগতকণ্ঠে) যাই—যাচ্ছি।

[দৃশ্য শেষ]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বংশী বাউলীর বাড়ী। নিথর রাত্রি। দাওয়ায় জ্বলন্ত একটা কুপীর আলোতে অন্ধকার কিছুটা দূর হইয়াছে। সম্মুখে

আগুনের আয়লা। দূর হইতে শৃগালের ডাক মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতার উপর ভাঙিয়া পড়িতেছে। দাওয়ায় কূপীর সম্মুখে ধর্মদাস ও রতন বসিয়া। ধর্মদাস হুঁকা টানিতেছে আর রতন বাঁশের খুঁটিতে গা এলাইয়া মধ্যে মধ্যে পায়ের উপর চাপড় মারিয়া মশা তাড়াইতেছে। হুঁকার আওয়াজ, অন্ধকার, আর দূরান্তে শৃগালের ডাক মিলিয়া একটা ক্লান্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে।]

ধর্মদাস॥ (একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া) তা'হলে রতনা—কি বিচার করলি?

রতন॥ বিচার আর করব কি! একবার তো বলেই দিয়েছি—জঙ্গলে যাব। আপাতত তুমি আমি আর বংশী—এই তিনজন তো ঠিক আছি। তারপর যদি আর কেউ জোটে ভাল—আর না জোটে তো—

ধর্মদাস॥ তবু আর একবার বিচার কর। জঙ্গল বড় কঠিন ঠাঁই। অবশ্যি লাভ হ'লে ভাল আর না হ'লে—ধর লক্ষ্মীর টাকাও গেল আর বাপ-পিতামোর জীবনটা উপরি লোকসানের খাতে চাপল তো—

রতন॥ কিন্তু খুড়ো, এ লাভ লোকসান তো ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু তুমি তো জীবনটাকে নগদ মিটিয়ে দেবার জন্যে আত্মহত্যা করতেই চেয়েছিলে!

ধর্মদাস॥ সে রাগে দুঃখে রতনা। কিন্তু ছ'ছিলিম তামাক খেয়ে ধীরে সুস্থে বুঝেসুজে জঙ্গলে···

রতন॥ ছ'ছিলিম তামাক খেয়ে—সারারাত সল্লা করে বংশী বাউলীকে পাকা কথা দিয়ে—তারই ঘরের দাওয়ায় বসে আবার মত পালটালে সে লোকটা আমায় কি মনে করবে বল দিকি!

ধর্মদাস ॥ মনে আবার কি করবে ও বেটা বাউলী। জঙ্গল ওর রাজত্ব—ও তো জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে নিজের কেরদানী দেখতে চাইবেই।

রতন ॥ কিন্তু ও তো আমাদের সাধেনি—আমরাই ওকে সেধেছি। আর তুমিই তো খুড়ো ওকে বেশী করে ধরে পড়লে—

ধর্মদাস ॥ তখন একটা জঙ্গলে যাবার ইচ্ছে চাগাড় দিয়ে উঠল কিনা—তাই অমন করে বললাম, কিন্তু এখন রাগ দুঃখটা থিতোতেই মনে হলো তোর খুড়ীর কথা। আমি ম'লে সে মাগী একদম অনাথ হবে। আমি এতক্ষণ খালি ওই কথাই বিচার করছিলাম—

[বংশীবদন, বয়সে ধর্মদাসের বয়সী—কাল, লিকলিকে লোকটার চেহারা, কপালে বড় করিয়া তেল-সিন্দুরের ফোঁটা আঁকা,—মঞ্চে প্রবেশ করিয়াই ধর্মদাসের কথার খেই ধরিয়া বলিল—]

বংশীবদন ॥ কি বিচার করলে মাতব্বর?

রতন ॥ মাতব্বর বলছিল, জঙ্গলে—মানে—বল না খুড়ো—

ধর্মদাস ॥ (হুঁকো টানিতে টানিতে বিষম খাইয়া কাশিয়া) বলব বইকি, বলছি—নে—হুঁকোটা ধর—

[হুঁকাটা রতনের হাতে আগাইয়া দিতে দিতে ধর্মদাস আড়চোখে বংশীর দিকে তাকায়। রতন হুঁকাটা নিতেই বংশী না দেখার ভান করিয়া সামনের দিকে আগাইয়া আসে। বিষম কাশির ধমকের মধ্যে ধর্মদাস তখনও কথার জের টানিয়া বলিতেছিল—]

ধর্মদাস ॥ বলছি, বলছি। শোন গো বাউলী—

বংশী ॥ (রাগত কণ্ঠে) তার আগে একটা কথা শোন মাতব্বর।

ধর্মদাস ॥ (সভয়ে এগিয়ে) কি বল—

বংশী ॥ জঙ্গলে যেতে গেলে ও-সব বেচাল চলবে না।

ধর্মদাস ॥ বেচালটা কি দেখলে বংশীবদন ?

বংশী ॥ আবার তর্ক, বলছি না, বয়স মানতে হবে—কথা মানতে হবে, বড়কে মান্যি দিতে হবে, এ-কথা বলিনি ?

ধর্মদাস ॥ বলেছো—

বংশী ॥ তবে তুমি কোন্ বুদ্ধিতে রতনের হাতে হুঁকো এগিয়ে দিলে ? হুঁকো যে খায়—আড়ালে খাবে। নিজে সেজে খাবে, মুখ ফিরিয়ে গোপনে খাবে। তুমি যে হাতে করে সেধে দিলে—তারপর তোমার ওপর ওর মান্যি থাকবে—না আমাকে বাউলী বলে' মান্যি করতে পারবে ? বলছি না জঙ্গল যাওয়ার মানসিক করার ক্ষণ থেকে—জঙ্গলের কানুন মানতে হবে—

[রতন বংশীর কথার প্রথমাংশ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই হুঁকাতে দুইটা টান দিয়া কলকি আয়লায় উল্টাইয়া দিয়া খুঁটির গোজে হুঁকাটা টাঙ্গাইয়া রাখিয়া গুম্ হইয়া দুই হাতে হাঁটু জড়াইয়া বসিল। ধর্মদাস রতনের দিকে আড় চোখে চাহিয়া বলিল—]

ধর্মদাস ॥ জঙ্গলের কানুন! মানে জঙ্গলে যাব কিনা সে-কথাটা……

বংশী ॥ (সরোষে) ইয়ার্কি-মস্করা ধরেছো ? কে যাবে না জঙ্গলে ? তা হ'লে এই রাত তিনটে পর্যন্ত একশ' মিঠে-কড়া তামাক পুড়িয়ে যে সিদ্ধান্ত হ'ল—সেটা কিছু নয় ?

ধর্মদাস ॥ মানে বলছিলাম…

বংশী ॥ বলবে আবার কি। আগে বলতে পারলে না ? এইতো রতনা—বল্ ? যখন পই পই ক'রে বললুম, ভেবে কথা বল

মাতব্বর, ভেবে কথা বল—তখন ধর্মদাস আর তুই দু'জনেই বললি না—'হাঁ. ঠিক আছে ?'

রতন ॥ বলেছি তো···

বংশী ॥ তাইতেই তো আমি বল্‌লুম, আজ ডাকিনী চতুর্থী, মা বন-বিবির সংকল্প করে আসি, বলিনি ?

রতন ॥ বলেছ—

বংশী ॥ আমি গিয়ে বাঁজা আসশেওড়ার তলে দাঁড়িয়ে মহাসর্প কালীনাগের নামে অষ্টতাগা বন্ধন দিয়ে তুক করলাম ! মা বন-বিবির বাহান্ন দরগায় সিন্নির মানত করলাম ! বন-বিবি, মানিকপীর, দক্ষিণরায়, ধর্মঠাকুরের প্রসাদী চেয়ে মাথায় তেল সিঁদূর চড়িয়ে পাঁচ গণ্ডা পাঁচটা সুপুরি মাটিতে পুঁতে চোর-বাঘা, হাতী-সাপা নিষ্ফলা করে এলাম ; কপালের তেল সিঁদূর এখনও মুছিনি, আর এরই মধ্যে মত পাল্‌টে গেল ! —জঙ্গলে যাব না ! জঙ্গলে যাওয়াটা ছেলে-খেলা ভেবেছ ?

ধর্মদাস ॥ তাইতো ভাবছিলাম বংশীবদন—যে—

বংশী ॥ বেশ ! যে যাবে না—সে যাবে না । কি রতন, তোর খবর কি ?

রতন ॥ আমি তো মত দিয়েছি ! আমি যাব—

বংশী ॥ ঠিক আছে । যে যাবে না সে যাবে না । চার-চারটে জ্যান্ত দেব-দেবী—বন-বিবি, মানিকপীর, দক্ষিণরায়, ধর্মঠাকুর আর তার সঙ্গে—ওলাবিবি, শীতলা, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী—এদের কোপে তার রক্ষা থাকবে ভেবেছ ? সাত-সাতদিনে মুখে রক্ত উঠে স্ত্রী-পুত্তুরকে অনাথ করে ভবলীলার পাট চুকতে হবে । এ তোমার কেষ্ট বিষ্টু দুর্গা নয়—জ্যান্ত কাঁচা-খেগো দেবতা—

ধর্মদাস ॥ তা' হলে ! ও রতন···

বংশী ॥ রতনকে টানছো কেন ? ও যেমন টাকা দিতে রাজী হয়েছে—তেমনি দেবে। যেমন 'জঙ্গলে যাব' বলেছে—তেমনি যাবে। ও তো মত পালটায় নি, ও বাপের ব্যাটা, ওর কথার দাম আছে। মত পালটিয়েছো তুমি—চিন্তা করেছ তুমি।

ধর্মদাস ॥ সবাই যদি যায় তা'হলে আমি আর না গিয়ে সেই দেবতাদের কোপে পড়ি কেন ? এগোলেও সেই জ্যান্ত বাঘের মুখে—পিছোলেও সেই দেব দেবীর কোপ।

বংশী ॥ হ্যাঁ, এখন সেই 'এগুলেও নির্বংশের ব্যাটা, পেছুলেও নির্বংশের ব্যাটা'। সেই বিত্তান্ত—

ধর্মদাস ॥ তা' হলে যাব।

বংশী ॥ তবে এতক্ষণ ধরে দোনো মোনো করছিলে কেন ?

ধর্মদাস ॥ সত্যি বলব বংশীবদন ? আমি ম'লে মাগীটা অনাথ হবে —সেই ভয়ে—

বংশী ॥ আর আমাদের স্ত্রী-পুত্তুর নেই—না ?

ধর্মদাস ॥ ব্যাপার কি জানো ?···তুমি অনেক মন্তর-তন্তর জানো, তুমি নিজেকে ঠিক বাঁচাতে পারবে বাউলী, আর আমরা হচ্ছি মুখ্যু সুখ্যু লোক। তা' ছাড়া জঙ্গলের হদিসও তেমন জানি না। দু'একবার যা জঙ্গলে গিয়েছি—দেখেছি কিনা, বাউলীরা ছাড়া আমাদের মত উট্‌কো লোকই মারা পড়ে বেশী—

বংশী ॥ আমি বাউলী হ'য়ে যে ক'বার নৌকো নিয়ে জঙ্গলে গিয়েছি সে-নৌকোর কেউ গিয়েছে বাঘ-সাপের খপ্পরে—?

ধর্মদাস ॥ না, তা যায়নি। সে গরব তুমি করতে পার ; তবে

তুমি তো বেশী লোক নিয়ে কাঠ আনতেই গিয়েছ—এমন কম লোক নিয়ে—তেমন গভীরে তো···

বংশী ॥ তেমন গভীরে যাইনি বলছ তো ? বেশ ! এই বার একেবারে গহীনে যাব, লোক এবার বেশীও থাকবে না। দেখি কেমন তুমি বাঘের খপ্পরে পড় !

ধর্মদাস ॥ মানে······আমি বলে কথা নয়—কথা হচ্ছে গে···

বংশী ॥ কারও কিছু হবে না। আমার নাম বংশী বাউলী। আমার কথা শুনে যদি চল—অনাচার কু-আচার যদি না কর, প্রাণেতো মরবেই না, প্রচুর লাভ—চাই কি···গুপ্তধনও পেয়ে যেতে পার···

ধর্মদাস ॥ অগত্যা—

বংশী ॥ তা'হলে কি আনতে যাবে ঠিক করলে ? কাঠ, গোলপাতা, না মধু ?

রতন ॥ বল না মাতব্বর—তোমার মতটা কি ?

ধর্মদাস ॥ আমার মত টত কিছু নেই···

বংশী ॥ তার মানে ?

ধর্মদাস ॥ না। বল্‌ছিলাম—কাঠ, গোলপাতা কি মধু, সে যাই হোক—তোমরাই ঠিক কর। খালি পেটে রাত জেগে মনের এই রকম অবস্থায় আমার মাথাটা চক্কর দিচ্ছে···

বংশী ॥ তুই কি বলিস্ রতনা ? একরকম বলতে গেলে তুই-ই হচ্ছিস তপিলদার, তোরই টাকা, তুই-ই বল্—কি আনা হবে ?

রতন ॥ তবে শোন, ওসব ছেঁদো কথা আমি বুঝি না ! হাজার হাজার টাকা লাভ আমি চাই। আমি টাকা দেব,—খাটব ॥

তোমায় বাউলী করলাম—ব্যাস্, আর কোন কথা নেই। এর পর তোমার হুকুম।

বংশী ॥ চমৎকার, খুব বলেছিস্, খুব বলেছিস্—বেটা তাজা জোয়ান, যেন বাঘের বাচ্ছা বাঘ। কেমন বুক চিতিয়ে বল্‌লে দেখ দিকি মাতব্বর—'তোমায় বাউলী করেছি, এবার তোমার হুকুম'···সাবাস্, সাবাস্ বেটা। এই তো চাই···তা হ'লে—?

রতন ॥ তা হ'লে আর কি! কি আনা হবে ঠিক করো।

বংশী ॥ আমি ঠিক করবো না—ঠিক করবে বনবিবি, মানিকপীর, দক্ষিণরায় আর ধর্মঠাকুর। যাই—আমি তাদের আদেশ নিয়ে আসি—

[বংশীবদনের প্রস্থান।]

রতন ॥ (ধর্মদাসকে) কি হ'ল মাতব্বর—অমন মুস্‌ড়ে পড়লে কেন? বল—কি আনলে ভাল হয়?

ধর্মদাস ॥ আমি আর মুখ খুলব না। ওই বংশীবদন বাঁজা শেওড়ার কাছ থেকে যা প্রত্যাদেশ নিয়ে আসবে আমি তাতেই রাজী।

রতন ॥ তুমি ভাবো যে, ও সত্যি দেব-দেবীর আদেশ পায়?

ধর্মদাস ॥ না পেলে ও কোঁদে কার জোরে? টোনা, যাদু মন্তর-তন্তর কিছু জানে—

রতন ॥ তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু জানে!

ধর্মদাস ॥ তুই ও-সব বিশ্বাস করিস না?

রতন ॥ না।

ধর্মদাস ॥ তা' হলে ওকে বাউলী করে জঙ্গলে যাবি কিসের ভরসায় বল দিকি?

রতন ॥ ভরসা কব্জির জোর আর বুকের পাটা। তবে ও জঙ্গলে

গিয়েছে অনেক বার, ঘ্যাঁৎ-ঘোঁৎ ওর জানা আছে—তাই ওকে বাউলীর মাস্থি দিয়ে দলে নেব। তা নয়তো মন্তর-তন্তরের ধার আমি ধারি না খুড়ো—

[হন্তদন্ত হয়ে বংশীবদনের পুনঃ প্রবেশ।]

বংশী॥ তা' হলে—তোমরা কি ঠিক করলে? কি আনতে যাওয়া হবে? কাঠ, গোলপাতা না মধু?

ধর্মদাস॥ আমি তো কিছু ঠিক করিনি!

বংশী॥ বুঝেছি—

'বাঘে বলদে হাল জুড়িল, মর্কট হইল কৃষাণ;
আর জলের কুম্ভীর লূড়া ছাড়ি গেল, মুষিকে বুনিল ধান।'

সেই গোরক্ষনাথের বিত্তান্ত হয়েছে তোমার। বুদ্ধি তোমার কেরমেই ভ্রংশ হচ্ছে। যুক্তি করে তু'জনে একটা কিছু স্থির করতে পারলে না!

ধর্মদাস॥ তা তোমার প্রত্যাদেশটা কি শুনি। না, তোমার ওপর কোন আদেশ হয়নি?

বংশী॥ হয়েছে। দেবতার আদেশ হয়েছে—মধু।

রতন॥ (চমকাইয়া) মধু! মিলে গিয়েছে বাউলী—মিলে গিয়েছে। আমারও মনে মনে সাধ হয়েছিল—

বংশী॥ মধু আনবার জন্যে তো! ত্যাখ, ত্যাখ কেমন মিলে গিয়েছে। এবার যাত্রা শুভ হবে। জয়, জয় বাবা গোরক্ষনাথ, জীননাথ, ধর্মঠাকুর, মানিকপীর, জয় মা শেতলা, মনসা, চণ্ডী! ...তা' হলে মধু আনাই সাব্যস্ত হ'ল রতন। কি বল মাতব্বর?

ধর্মদাস॥ ঠাকুরের যখন ইচ্ছে—তখন তাই হোক।

বংশী॥ এবার মাতব্বর একটা ভাল করে সাজ। তামাক খেয়ে

নিয়ে রতনকে একটা ফর্দ করে দি। তা নয়তো ও ছেলে-মানুষ, পরে মনে করবে—বাউলী ওকে ভুল হিসেব দিয়েছে—

রতন ॥ আবার ভুল করছো মুরুব্বি। তোমায় বাউলী করেছি—তুমি শুধু হুকুম দেবে। হিসেব নেবো ফিরে এসে। আর বেশী লাভ করতে না পারলে ভুল হিসেবের দায়ে শুধু তোমরাই ঠকবে—

বংশী ॥ রতন কথা বলে ভাল। কি বল মাতব্বর? 'তোমায় বাউলী করেছি মুরুব্বি, তুমি শুধু হুকুম দেবে'। চমৎকার বলে—বেশ বলে, খুব ভাল বলে…

ধর্মদাস ॥ বলেও ভাল—ছেলেও ভাল…

বংশী ॥ তা' হ'লে হুকুমই করি। নৌকো লাগবে—লাগবে, তোমার গে ষোল হাত গালা নৌকো। তৈরী করতে লাগবে তোমার কমবেশী এই আটশ' টাকা, আর ধরগে, একটা পাল, জাল, খোরাকী, নগদ—লাগবে লাইসেন্স…ধনুক, বিষ, আর তেল। আর ধরগে তোমার মধু রাখবার জন্যে ঘিয়ের টিন আর মেট্যে—সব শুদ্ধু আরও তিনশ'।

রতন ॥ তা' হ'লে—আটশ' আর তিনশ'—হচ্ছে…এগারোশ'।

বংশী ॥ এগারোশ'-র কাজ নেই, তুমি ওই হাজার টাকাই নিয়ে এসো…

রতন ॥ দেখো সব কুলুবে তো? হাজারই বল, আর এগারোশ'ই বল, একবারে টাকা দেব—পরে আর এক পাই চাইলেও পাবে না, দেখ হিসেব করে। বল, এগারোশ' না হাজার—

বংশী ॥ হিসেব তো এখন নয়—এখন হুকুম। ওই হাজারই নিয়ে এস—

রতন ॥ বেশ ! হাজারই দেব—হিসেব হবে পরে। হাজারে—হাজার লাভ চাই। আচ্ছা, তা' হলে আমি উঠি বাউলী। উঠিগো খুড়ো !

ধর্মদাস ॥ সে কি রে ! এই আঁধারে—মানে টাকার জন্যে সিঁদ কাটতে যাবি না কি ?

রতন ॥ হুঁ···হুঁ···। আঁধার কোথায় ? পূব-আকাশে আলোর রঙ্ দেখা দিয়েছে। সিঁদ কাটার আর সময় নেই।

ধর্মদাস ॥ তাইতো, তা'হলে আমিও চলি। চলি ভাই বংশীবদন···

[পশ্চাদপটে নকাইয়ের মা—বংশীবদনের স্ত্রীকে দেখা গেল। মঞ্চে প্রবেশ করিয়াই সে চেঁচাইয়া উঠিল—]

নকাইর মা ॥ টের পেয়েছিস্ বুঝি অলপ্পেয়ে মিন্‌সেরা যে, আমি ঘুম থেকে উঠেছি ? অমনি বুঝি পালাই পালাই রব ধরেছিস্ ?

বংশী ॥ আঃ ! হচ্ছে কি নকাইর মা ?

নকাইর মা ॥ হবে আবার কি ? ঘরের ভেতর থেকে বুঝি সব কথা আমি শুনিনি ভেবেছিস্ ? সারা রাত ধরে গুজ্-গুজ্ ফুস্ ফুস্—কত সলা পরামর্শ ! রেতে ভিতে সিঁদ দেওয়ার গল্প শুনিনি ভেবেছিস্ ? উঠছিস্ কেন গো মিন্‌সেরা ? বোস্—আর এক আংরা আগুন এনে দি—ভাল করে তামাক খা। তেতে রোদ্দুর উঠুক, চেহারা গুলো ভাল করে দেখে রাখি। দারোগাবাবু চুরির সরজমিনে এলে তো বলতে হবে, রেতে কে কে ছিল—

বংশী ॥ আরে ! কাকে কি বল্‌ছিস ! ও আমাদের ধর্মদাস—

নকাইর মা ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ বটেইতো ! ধর্মদাস ! ও-ইতো সিঁদ দেওয়ার কথা বলছিল—

বংশী ॥ আরে না—অন্য কথা হচ্ছিল। ও ধর্মদাস ভাল লোক; আর ওটি হচ্ছে আমাদের··

রতন ॥ রতন গো খুড়ি—

নকাইর মা ॥ কে?

রতন ॥ রতন, তোমাদের রতন—

[বলিয়াই রতন নকাইয়ের মায়ের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল।]

নকাইর মা ॥ তাইতো! রতনই তো দেখছি। তা তুই এ হাড়-হাবাতেদের সঙ্গে রাত জেগে কিসের সলা-পরামর্শ করছিলিরে?

বংশী ॥ রতন আমাদের সঙ্গে জঙ্গলে যাবে।

নকাইর মা ॥ বলে কি!

রতন ॥ হ্যাঁ গো খুড়ী, জঙ্গলে যাব সত্যি।

নকাইর মা ॥ কেন, তুই জঙ্গলে যাবি কেন? তোর জমি আছে, ঘর-দোর আছে—তুই জঙ্গলে যাবি কেন?

রতন ॥ বড় টাকার দরকার খুড়ী—

নকাইর মা ॥ হায় হায় হায় হায়, জঙ্গলের টাকা! দেখছিস্ না তোর খুড়ীর অবস্থা বাবা। যে বাউলীর বউ হয়ে আমার এই দুর্দশা, আর সেই বাউলীর বুদ্ধি ধরে টাকা উপায় করতে তুই জঙ্গলে যাচ্ছিস্! টাকা হয়তো হবে, তবে পাবি না বাবা, সব মহাজনেই খেয়ে নেবে।

রতন ॥ তবে খুড়ী এবার আর মহাজন নেই, এবার আমরা আমরাই···

নকাইর মা ॥ বুঝেছি। সিঁদ দিয়ে টাকা যোগাড়ের মতলব দিয়েছে বুঝি কেউ? বুঝেছি—ওই ধর্মদাস না কি—

বংশী ॥ আঃ থাম্ না—চিনিস না শুনিস না, একটা লোকের সম্বন্ধে তারই সুমুখেতে লাগালি কেচ্ছা করতে। যত বলছি থামতে, মাগী তত বাড়ছে ··

নকাইর মা ॥ বাড়বো না ? টাকা তোরা পাবি কোথায় বে মিন্‌সে, শুনি ? বাড়ীতে তোর পোষ্টাপিস্ আছে—না, যে টাকা তুলবি আর খরচা করবি ? কোত্থেকে টাকা পাবি তোরা চুরি না করলে ?

রতন ॥ খুড়ী, চুরি চামারি নয়। টাকা যোগাড় করব আমার জমি বেচে—

নকাইর মা ॥ সর্বনাশ ! ও অলক্ষ্মী বুদ্ধি করিসনে রতন।

ধর্মদাস ॥ না গো মুরুব্বির বউ, জমি ঠিক বেচা হবে না। জমিন থাকবে, বন্ধক থাকবে। তাতেই টাকা পাওয়া যাবে।

নকাইর মা ॥ কি গো বাউলী, ঠিক বলছে এরা ?

বংশী ॥ তা আমি কি কবে জানব ? আমি বল্‌লে তো তুই অবিশ্বাস করিস !

নকাইর মা ॥ সাধে কি আর তোকে অবিশ্বাস করিরে সর্বনেশে ! প্রত্যেকবার জঙ্গলে যাবার সময় বলিস, 'সব ভাল লোক সঙ্গে যাচ্ছে'। আর প্রতিবার নৌকো ছাড়ার ক'দিন বাদে দারোগাবাবু সরজমিনে এসে বলে, তোর সঙ্গের অমুক লোকটা সহরে চুরি করে জঙ্গলে পালিয়েছে, অমুক লোকটা খুনের আসামী—তোর সঙ্গে জঙ্গলে পালিয়েছে। কেমন লাগে তখন—বুঝবি কি ক'রে রে মুখপোড়া ? সে প্রাণ তোর আছে ? মনটা তখন ডাঙায়-তোলা মাছের মত ছট্‌ফট্ করতে থাকে।

বংশী ॥ বেশ বেশ, বুঝেছি—এবার যা বল্‌ছি সত্যি বলছি। চুরির পয়সা নয়, মহাজনের পয়সাও নয় এবার। আর তা'ছাড়া সঙ্গে দু'চার জন ভাল লোক ছাড়া কেউ যাচ্ছে না। এবার যা দিকি আমার কথা বিশ্বাস করে—ঘরের পাটে গিয়ে মন দে।

নকাইর মা। আচ্ছা, বিশ্বাস করেই গেলাম। তোকে বিশ্বাস করেই তো এ-জীবনে ঠকলাম রে মুখপোড়া। দেখবি অখন—বনবিবি, মানিকপীর, কারও সাধ্যি নেই এবার যদি মিথ্যে বলে আমায় ঠকাস—গুষ্টি শুদ্ধু তোদের বাঘে খাবে।

[নকাইর মা-এর প্রস্থান।]

ধর্মদাস ॥ বাব্বাঃ! কি রকম ইস্ত্রী গো তোমার মুরুব্বী—? এঁ্যা? একেবারে বাঘের মুখে সোয়ামী উচ্ছুগ্‌গু করে দিলে!

বংশী ॥ আর বোলো না মাতব্বর! জেরবার হয়ে গেলাম। ওরই জন্যে তো আরও ডাঙায় থাকতে ইচ্ছে করে না। সারাদিন ট্যাক্‌-ট্যাক্‌ ট্যাক্‌-ট্যাক্‌! বউ তো নয়, যেন ওলাই চণ্ডী! মাগীর মরণও নেই—অসুখ-বিসুখেও ধরে না। তার উপরে দিনের দিন গতরটাও হচ্ছে।

ধর্মদাস ॥ খুব খারাপ লক্ষ্মণ। যাই বল বংশীবদন—খুব খারাপ লক্ষ্মণ···

[হন্তদন্ত হইয়া গোরাচাঁদের প্রবেশ।]

গোরাচাঁদ ॥ এই যে···বাবারে বাবা, কি এমন কথা জমা ছিল পেটে যে সারাটা রাত বাউলীর দুয়ারে বসে কাটিয়ে দিলি! কিগো খুড়ো, কিসের মতলব আঁটলে সারারাত ধরে?

ধর্মদাস ॥ এই সুখ-দুঃখের কথা হচ্ছিল গোরাচাঁদ!

রতন ॥ কিন্তু তুই-ই বা হঠাৎ এখানে এসে হাজির হলি কেন ?

গোরাচাঁদ ॥ আমি কি আর হাজির হয়েছি ! আমার লেজ মলতে মলতে এদিকে এনে ভিড়িয়েছে—

রতন ॥ কে আবার তোকে তাড়িয়ে এদিকে আনলো ?

গোরাচাঁদ ॥ কে আবার ? তোর অতিথ। সারারাত ঘুমুলো, উঠেই হুকুম হ'ল—'চল গোরাচাঁদ—একবার রতনকে দেখে—তারপর বাড়ী যাই।'

রতন ॥ কোথায় গেল সনাতন মণ্ডল ?

গোরাচাঁদ ॥ যাবে আবার কোথায় ? দাঁতন করবে বলে ওই সামনের নিম গাছ থেকে একটা ডাল ভাঙবার চেষ্টা করছে...এলো বলে—

বংশী ॥ এলো বলে ! কে ? ওই সনাতন মণ্ডল ?

গোরাচাঁদ ॥ হ্যাঁ, কেন !

বংশী ॥ রতন, আমি ঘরে যাই। ও গুচ্ছের টাকা পায় আমার কাছে—

ধর্মদাস ॥ বংশীবদন, আমিও যদি তোমার সঙ্গে···মানে আমার কাছেও···

বংশী ॥ এসো, দেরী করো না। চল পালাই খিড়কী দিয়ে—

রতন ॥ তা' হ'লে—আমরা···

[বংশীবদন ও ধর্মদাস পিছন ফিরিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেই একটা নিমের লম্বা ডাল-হাতে সনাতন মণ্ডলের প্রবেশ]

বংশী ॥ একটা জল-চৌকি আনতে যাচ্ছিলাম। গোরাচাঁদ বললে কিনা যে আপনি আসছেন—

ধর্মদাস ॥ তাই ভাবলাম—এক ছিলিম তামাক ওই সঙ্গে সাজি

মোড়ল মশাইয়ের জন্যে—

সনাতন॥ না না, ওসব কিছু লাগবে না। আমি আর বসব না। রোদ তেতে উঠবার আগেই বাড়ী যাওয়া দরকার। সারারাত এ-গাঁয়ে কাটালাম···

বংশী॥ তা বটে। বাড়ীতে সব ভাববে।

সনাতন॥ বাড়ী! বাড়ী কি আর আছেরে! তোদের মত সুখের সংসার কি আমার যে, কেউ বসে দু'দণ্ড আমার কথা ভাববে!

ধর্মদাস॥ তা বটে!

সনাতন॥ তারপর? তোদের খবর কি? সব আছিস ভাল? কাজ-কর্ম করছিস্ কিছু?

বংশী॥ কোথায় আর কাজ-কর্ম! কাজ থাকলে কি আর আপনার দেনাটা ফেলে রাখি?

সনাতন॥ আরে আমার দেনা বাদ দে। কিন্তু কাজ-কর্ম নেই যদি, তবে ঘরে বসে কেন? তুই বাউলী, লোক-জন নিয়ে বেরিয়ে পড়, জঙ্গলে যা—

বংশী॥ ক্ষমতা কোথায়?

সনাতন॥ বেশ তো যা-না জঙ্গলে, দাদন দেব 'খন।

ধর্মদাস॥ আমিও তো তাই বলি। তবে বংশীবদন বলছিল. অত চড়া সুদ গুনে নাকি ও কারবার পোষায় না।

সনাতন॥ তুই থাম ধর্মদাস। বংশী একটা বাউলী লোক, ও গেছে তোর কাছে ওর কারবারের গুমর ফাঁক করতে—না?

বংশী॥ আজ্ঞে না। শরীরটা তেমন বশে নেই। তাই জঙ্গলে যাব না।

সনাতন ॥ তাই বল !

রতন ॥ মোড়ল মশাই, এবার জঙ্গলে যাব আমি।

সনাতন ॥ তুই জঙ্গলে যাবি কি দুঃখে ?

রতন ॥ দুঃখ তো সাত কাহন। বলতে সুরু করলে কি আর ধৈর্য ধরে শুনতে পারবেন ? তবে জঙ্গলে যাচ্ছি এটা ঠিক। যাব আমি, গোরাচাঁদ, আর যে যে জোটে।

গোরাচাঁদ ॥ (সবিস্ময়ে) আমি !

রতন ॥ হ্যাঁ রে, তুই আর আমি তো আছিই। তাই বলছিলাম—মোড়ল মশায়, কিছু টাকা ধার দেবেন আমায়—জমি বন্ধক রেখে ?

সনাতন ॥ টাকা ! টাকা কই আমার ? আচ্ছা, দেখব 'খন চিন্তা করে। বংশী, একবার আমার ওদিকে আসিস তো, কথা আছে। তোরা হলি গে বাউলী—তোরা হলি গে মহাজনদের লক্ষ্মী—আসিস, কেমন ?

গোরাচাঁদ ॥ ও মশাই ! রতনার কথাটা যে কানেই নিলেন না। কাল তো ওকে বিনে-সুদে টাকা দেবেন কবুল করেছিলেন। ভোর না হতেই ওকে দেখবার জন্যে হাঁক পাঁক সুরু করলেন ! আর দেখা হতেই, কাজের কথা হতেই মুখ শুকিয়ে গেল ! নাঃ, মানুষ নন আপনি।

সনাতন ॥ যা বলেছিস গোরাচাঁদ···মানুষের বাইরে চলে গেছি। বল্‌লাম তো রতন, আসিস বাড়ীতে, দেখব চিন্তা করে। তুই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিস্‌, তোকে না দেখলে চলবে কেন ; অধর্ম হবে না ? তবে হুট্‌ বললেই তো আর টাকা দেওয়া যায় না। আচ্ছা এখন চলি। যাবার পথে একবার নিতাই

বৈরাগীর ওখান হয়ে যেতে হবে। রোদ্দুর বাড়লে আবার —

ধর্মদাস ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—রদ্দুর তাতলে ভারী কষ্ট হবে। যান এগিয়ে পড়ুন।

বংশী ॥ নিতাই বৈরাগীর বাড়ী তো? আমিও একবার ওদিকে গেলে পারি।

সনাতন ॥ তোর কোন কাজ আছে বুঝি ওদিকে? তবে চল—

বংশী ॥ কাজ—মানে খুব একটা জরুরী কিছু না। নিতাই খবর দিয়েছিল, ওই ওর মেয়ে ময়নার সঙ্গে রতনের একটা বিয়ের সম্বন্ধ করবার জন্যে—

রতন ॥ (সবিস্ময়ে) আমার সঙ্গে! কি বলছো মুরুব্বি! আমি জানি না! অথচ এদিকে—

বংশী ॥ দেখুন দিকি মোড়ল মশাই! রতনার কথাটা একবার শুনুন! বলে—আমি জানলাম না! আরে তুই জানবি কি করে! তোর খুড়ীর কাছে বৈরাগী তোর সম্বন্ধে খবর করেছিল। আর—বিয়ে-সাদী কি নিজে নিজে হয়! ঐ আপন জন, পাড়া-পড়সীতে কথা চালাচালি করেই না বিয়ে ঘটায়। কি, বলুন না মোড়ল মশাই—এঁ্যা?

সনাতন ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। তা তো বটেই, তা তো বটেই। পাড়া-পড়সীতেই বিয়ে ঘটায়। তা' হলে বাউলী, সব ঠিক—কি বল—এঁ্যা?

বংশী ॥ একবার বললেই সব কথা ঠিক হয়। বিয়েটাও হয়। কিন্তু কথা ঠিক করবো কি ভরসায় বলুন? রতন তো বলছে জঙ্গলে যাবে—

সনাতন ॥ জঙ্গলে যাবে—তাতে কি আছে ! পুরুষ মানুষ—এই তো জঙ্গলে যাবার সময়—

বংশী ॥ না, ওই বিয়ে করেই জঙ্গলে গেলে—মানে জঙ্গলে গেলে বিপদ-আপদ আছে তো ?

রতন ॥ তা বটে মুরুব্বী। তবে টাকা কোথায় যে জঙ্গলে যাব ?

সনাতন ॥ সে তুই ঘাবড়াস্ না। মন যদি করে থাকিস তবে জঙ্গলে যাওয়া তোর ঠেকায় কে ? টাকা আমি যোগাব। হেঁ—হেঁ—হেঁ—হেঁ, কথা যখন দিয়েছি, তখন তোর সাধ কি অপূরণ রাখব রে রতন ? টাকা আমিই দেব। কিরে গোরাচাঁদ, এবার খুসী তো ?

গোরাচাঁদ ॥ টাকা যে নেবে সে খুসী কিনা জিজ্ঞেস করুন।

রতন ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি খুসী।

সনাতন ॥ বেশ চান-টান করে আয়। দেব টাকা একটা কবলা করে নিয়ে। পুরুষ মানুষ জঙ্গলে যাবি—এ তো ভাল কথা। হুঁ—হুঁ হুঁ আসিস তা' হ'লে বাড়ীতে, এ্যাঁ ? চলি, কেমন ? চলি গো বংশী, ধর্মদাস, গোরাচাঁদ, রতন—চলি—

[সনাতন মণ্ডলের প্রস্থান।]

গোরাচাঁদ ॥ লোকটাকে বোঝা দায়। নারে রতন ?

রতন ॥ তা যা বলেছিস্। কিন্তু অবুঝ বেশী লাগছে আমার এই বাউলীকে।

গোরাচাঁদ ॥ কেন ?

রতন ॥ বলছি। ও মুরুব্বি, তুমি যে হট্ করে একটা কথা বললে—সেটা কি সত্যি ?

বংশী ॥ বিয়ের কথা ? নিতাই-এর মেয়ে ময়নার সাথে তোর বিয়ের কথা তো ?

রতন ॥ হু ।

বংশী ॥ একেবারে নেচে উঠলি যে ! হুঁ, তার দায় পড়েছে—মেয়ের বিয়ের পাত্তরের জন্যে তোকে ঠিক করবার !

গোরাচাঁদ ॥ তবে তুমি যে এই মাত্তর বললে, নিতাই বৈরাগী তোমার বউয়ের কাছে বলেছে···

বংশী ॥ অমন বলতে হয়। নিতাই বৈরাগী তোর খুড়ীর কাছে কিছুই বলেনি। আর আমার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই কিছু, ছুটলাম আমি ঘটকালী করতে ! যেমন বুদ্ধি তোদের···

রতন ॥ তবে এ-সব কথার মানে কি ?

বংশী ॥ আরে—তাই যদি বুঝবি, তবে আর তোদেরকে ছেলে-ছোক্‌রা বলেছে কেন ? আর আমাকেই বা লোকে 'বাউলী বাউলী' বলে মান্যি করে কেন ?

গোরাচাঁদ ॥ বড় দগ্‌ধ্‌ছো বাউলী—খোলসা করেই বল না—ব্যাপারখানা কি ?

বংশী ॥ আছে আছে, মন্তর—মন্তর। বেটা হারামজাদা সুদখোর পাজী—আমার চোখে চায় ধূলো দিতে ! সারারাত ভিনগাঁয়ে কাটিয়েছিস—কোথায় উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী দৌড়বি—তা নয়—চলেছেন দাঁত মাজতে মাজতে নিতাই বৈরাগীর বাড়ী।······ রতনা জমি বন্ধক দিয়ে টাকা নেবে—তাতে পর্যন্ত হুঁস নেই !

গোরাচাঁদ ॥ তাতে হ'লটা কি ?

বংশী ॥ শোন মাতব্বর ! বলে তাতে হ'ল কি ? আর সেই বুঝেই তো অন্তর-জ্বলুনী বাণটা মারলুম। তাকিয়ে দেখি

আমাদের তিন জনেরই ঘরে বউ আছে। তাই ফট্ করে বলে ফেললুম, রতনার সঙ্গে ময়নার বিয়ের একটা কথা চলছে। ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গেই বাছাধন কাত। বুড়ো-শেয়ালের মনে মনে সখ হয়েছে বিয়ে করবার······ভাবছে যদি সত্যি রতনার সঙ্গে ময়নার বিয়ে হয়ে যায়—তা' হ'লে তো মুস্কিল। দে শালার রতনাকে ঘর-ছাড়া করে। সাত-পাঁচ না ভেবেই দেখলি না কেমন রাজী হয়ে গেল। হঁ-হঁ-হঁ-হঁ 'কথা যখন দিয়েছি তখন তোর সাধ কি অপূরণ রাখব রে রতনা—টাকা আমিই দেব।' যা রতনা, এই বেলা বেরিয়ে যা—টাকা ও ঠিক দেবে।

গোরাচাঁদ ॥ তাই বল! আমি ভেবেছিলাম বুঝি···

বংশী ॥ রতনার বিয়ের জন্যে বাউলীর চোখে আর ঘুম নেই, না? শাস্ত্রে বলে, 'শ্মশান বন্ধুতে রাতের অশুচ, নাড়ী-কাটা দাইয়ের দশ দিনের আঁতুড়—আর বিয়ের ঘটকের আজীবন জ্বালা। তার মধ্যে আমি নেই বাবা।

রতন ॥ নাঃ বাউলী, বুদ্ধি তোমার আছে! ভেবেছিলাম আমারই বুদ্ধি বেশী। এখন দেখছি তোমার কাছে আমি ছেলে-ছোঁড়ার সামিল। দাও দাও, শ্রীচরণের ধূলি আমার মাথায় চাপিয়ে দাও। তোমাকেই আজ থেকে গুরু বলে মানলাম।

বংশী ॥ নাঃ বেটা বলে খুব। খুব বলে, কি বল মাতব্বর? বলে, 'গুরু বলে মানলাম,। চমৎকার বলে, বেশ বলে, খাসা বলে। বেঁচে থাক, বেঁচে থাক বাবা—বনবিবির দোহাই দিয়ে বেঁচে থাক।

[দৃশ্য শেষ]

তৃতীয় দৃশ্য

[গ্রামের প্রান্তে খালের ধার। রাত যদিও শেষের দিকে, তবুও ভোরের আলো ফুটতে তখনও দেরী আছে। খালের পাড় আগাছা ও জঙ্গলে পূর্ণ। মাথার উপর জমাট অন্ধকার। পশ্চাতে খালের মধ্যে নৌকার ছৈ-এর উপরের অংশ দেখা যাইতেছে। সেই নৌকারই মধ্যস্থিত কোন জোরালো আলোর ছটায় মঞ্চের পশ্চাৎদিক আলোকিত।

মঞ্চের সম্মুখভাগে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ধর্মদাস, রতন ও গোরাচাঁদকে অস্পষ্ট আকারে দেখা যাইতেছিল। উহারা ডাঙায়-রাখা কলসী, ক্যানাস্তারা প্রভৃতি নৌকায় বোঝাই করিতেছিল। বস্তুতঃ ঘাট বলিতে কিছুই নাই, তাহাদের যাতায়াতে যেইটুকু পথ পরিষ্কার হইয়াছে তাহাই খালে উঠা-নামার পথ হিসাবে ঘাটের প্রয়োজনীয়তা মিটাইতেছে। মাল প্রায় বোঝাই হইয়া গিয়াছে, এমন সময় একটা কাচে-ঢাকা কুপি-হাতে খালের দিক্ হইতে বংশীবদন আসিয়া কার্যাদি তদারক করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পরিধানে নূতন খাট ধুতি ও গামছা, গলায় রক্ত-জবার মালা, কানে-গোঁজা জবাফুল—আর কপালে তেল সিন্দুরের এক বিরাট ফোঁটা। রতন এবং গোরাচাঁদের পরনেও নূতন খাট ধুতি—কেবল ধর্মদাস পুরাতন ছেঁড়া ধুতি পরিয়া রহিয়াছে।]

বংশী ॥ সব ঠিক উঠেছে তো ?

রতন ॥ হ্যাঁ, সব। তবু একবার দেখে নাও না বাউলী।

বংশী ॥ ও ধর্মদাস পুরোনো লোক—ও ঠিক ক'রে নেবে 'খন।
কিগো ধর্মদাস, সব ঠিক আছে তো ?

ধর্মদাস ॥ হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।

বংশী ॥ দেখ মাতব্বর, তোমার বেচালটা তুমি আজও ছাড়তে পারলে না। আজকের দিনে পই-পই করে তপিলদারের নতুন কাপড়টা পরতে বললুম সে-কথাটা পর্যন্ত কানে নিলে না।

ধর্মদাস ॥ নিয়েছিলাম ভাই, কিন্তু বউটা প্রায় উলঙ্গ—কানি পরেই দিন কাটায়, যাবার সময় তাই ওকে নতুন কাপড়খানা দিয়ে এলাম। যদি আর না ফিরি ভাই, তবে—

বংশী ॥ তবে আর কি! যদি না ফিরি—তাই আগে থাকতেই বউটাকে শাড়ী না পরিয়ে নতুন থান ধুতি পরিয়ে দিলাম! ছিঃ!

ধর্মদাস ॥ রাগ করো না বাউলী—যাত্রার সময় মুখ ভার করো না। আমার অপরাধ একশ'বার কবুল করছি। কবুল করছি যে মানুষ হ'য়ে জন্মে অপরাধ করেছি—আরো অপরাধ করেছি গরীব হয়ে জন্মে—

বংশী ॥ থাক্, আবার ঐ নিয়ে কাঁদতে বোসো না—

গোরাচাঁদ ॥ ও বাউলী! এর পর আর কি করতে হবে?

বংশী ॥ আর কিছু করতে হবে না। এর পর বদর বদর বলে যাত্রা করতে হবে। (ঘাটের নীচের দিকে তাকাইয়া) ওরে, ওই উঠে আয়—গলুইয়ে আর তেল-সিঁদুর লাগাতে হবে না। খুব হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, উঠে আয়, ও নকাইর মা! গলুই জড়িয়ে ধরে কি বিড়্‌বিড়্ করছিস্ গো? উঠে আয়। শেষটুকু আমরাই বলে নিচ্ছি। নাও, সুরু কর গো মাতব্বর। ছোঁড়ারা তো জানে না, আমরাই শুরু করি—

সাজাইলাম সাধ করে শ্রীমন্ত সদাগরের ডিঙ্গা,
মধুকর সাজাইলাম গো;
ওমা কালীদহে দিস দেখা গো মা চণ্ডী
এবার তোমার চরণ শরণ নিলাম গো॥

[গানের ধুয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় কূলা—তাহাতে স্ত্রী-আচারের পুণ্য-সামগ্রী সমেত কস্তা-পাড় লাল শাড়ী পরিধানে, লকাইয়ের মা, খালের দিক হইতে যেন অনেক কষ্টে উঠিয়া আসিয়া এক-এক করিয়া সকলের মাথায় কূলাটা ঠেকাইতে লাগিল।]

বংশী ॥ যাক্, সব ঠিক আছে! এবার তা'হলে—মা বনবিবির শরণ নিয়ে উঠে পড়!

[সকলের শেষে বংশীবদনের মাথায় কুলাটা ঠেকাইয়া নকাইয়ের মা কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে বলিল—]

নকাইর মা ॥ এই ভর-রাতে কখনও যাত্রা করে নাকি মানুষ! আর দু'দণ্ড অপেক্ষা কর—অন্ততঃ ভোর হোক। এ কোন্ দিশি যাওয়া? এ কোন দিশি যাওয়া? এ ভাবে যাত্রা করতে পাবাব না তোরা…

বংশী ॥ ঘাটে এসে খিচ্ খিচ্ করিস না নকাইর মা। রাতের মধ্যেই গাঁ ছাড়ব বলে' আ-ঘাটা থেকে রওনা হচ্ছি। ভোরে রওনা হতে কি আমার অসাধ! কিন্তু হারামজাদা পাজী লোকগুলোর জন্যেই রাত জেগে এই তঞ্চকতাটুকু করতে হ'ল।

নকাইর মা ॥ লোকের জন্যে কি হয়েছে? লোকই সব নাকি তোদের? আমরা বুঝি কেউ না? না—না, এ-ভাবে যাওয়া হবে না (কান্নায় গলা ভাঙ্গিয়া আসিল)—

ধর্মদাস ॥ শোনো গো মুরুব্বীর বউ, তা' নয় তো গাঁয়ে বা বন্দরে যার যার কাছে ধারি—সে একসাই হোক, কি এক কুড়ি টাকাই হোক—আদায় করার জন্যে ছিনে জোঁকের মত চেপে ধরবে। তাই মুরুব্বী ঠিক করলে—

বংশী ॥ হ্যাঁ, আমিই মতলব দিলাম—সবাইর অজান্তে গাঁ ছেড়ে চল ; তা নয় তো টাকা—রতনের দশ বিঘে জমি বন্ধক দেওয়া দু'শ' কম হাজার টাকা—সে টাকা তো নয়-ছয় করা যায় না –

ধর্মদাস ॥ ঠিক !

বংশী ॥ তার চাইতেও খারাপ লাগে যখন পাওনাদারে ভাবে—আমরা জঙ্গলে যাচ্ছি না তো, যেন যমের দক্ষিণ দুয়ারে যাচ্ছি—কাজেই যা পার এই বেলা উশুল করে নাও। হারামজাদারা ! কৈ রে—নে, ওঠ। (নকাইয়ের মা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল) একি ! ওই দেখ ! তুই কাঁদছিস কি রে ?

নকাইর মা ॥ কাঁদব না, কাঁদব না ! বালিস কিরে মিন্‌সে ! যত পর সবার মনে যে 'কাঁটা,' আপন জনের বুকে সে কাঁটা যে কত রক্ত ঝরায়, সে দেখার চোখ কি তোর আছে ? তা যদি থাকতরে—তা' হলে এমনি করে আমায় ভাসিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারতিস্ না।

[ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

বংশী ॥ এই ছ্যাখ দিকি ! আঃ ! যাবার সময় ধরে এক মূর্তি। যখন ডাঙায় থাকব মাতব্বর—এমন ট্যাক্-ট্যাক্ ট্যাক্-ট্যাক্ করবে যে দু'দণ্ড সুস্থির হবার উপায় নেই। খালি মনে হবে—ভেসে পড়ি। তখন একটা ভাল কথা বলতে যাও, মনে হবে যেন পাথরে লোহা ঠুকছে। খালি আগুনের ফুল্‌কি—খালি আগুনের ফুল্‌কি। আবার যেই যাবার জন্যে নৌকোয় পা দিয়েছি, অমনি সেই পাথর নিংড়িয়ে জল।

নকাইর মা ॥ বল্, বল্‌গো বাউলী—যা কিছু তোর মনে আসে

বল্—বুকটা আমার হাল্‌কা হোক। তোকে সারাটা জীবন আমি কষ্ট দিয়েছি তবু তুই মুখ বুজেই থেকেছিস, কখনও শাস্তি দিস্ নি, কিন্তু আজ এমন করে কেন আমায় শাস্তি দিচ্ছস্ গো বাউলী! ওরে, আমি কি নিয়ে থাকব রে? কি ভরসায় দিন কাটাব?

বংশী ॥ মরা-কান্না কাঁদিস না নকাইর মা। ঘরে সবারই অমন-অবস্থা। মন খারাপ করে দিস না সবার। আবার বলছি—যা, বাড়ী চলে যা, বাড়ী চলে যা।

নকাইর মা ॥ আমি যাব না, যাব না—তোকে না নিয়ে আমি একা বাড়ী যাব না। আমি এই ঘাটে পড়ে থাকব—আমি এই আ-ঘাটায় পড়ে থাকব।

বংশী ॥ আঃ!

রতন ॥ বাউলী, সত্যিইতো এই ভর-রাতে খুড়ী একা একা বাড়ী যাবে কি করে?

বংশী ॥ কেন, এই আলো নিয়ে।

রতন ॥ ওই আলো নিয়ে তুমি গিয়ে খুড়ীকে পৌঁছে দিয়ে এসো। এটুকু পথ যেতে আসতে রাত তোমার পালাবে না। ভোর হতে এখনও এক পহর বাকী।

বংশী ॥ কিন্তু,···আমি হ'লাম বাউলী। এমন মন নরম হলে তো আমার চলবে না।

রতন ॥ নরম তুমি হ'লে কোথায়! নরম হবে লক্ষ্মীর বাপ। নরম হবে বংশীবদন। তুমি যেমন বাউলী, তেমনি আবার বাপ-সোয়ামীও তো বটে! যাও, খুড়ীকে ঘরে রেখে এসো।

বংশী ॥ রতন কথা বলে ভাল, বেশ বলে। চলগো, ঘরেই দিয়ে আসি।

রতন ॥ খুড়ী, ফারসী মাকড়ি দু'টো রাখ, তুমি কানে দিও। ঘরে আমার মা নেই, তুমি আমায় আশীষ দিয়ে যেও—

নকাইর মা ॥ বাবা, শ্রীমন্ত সদাগরের পরমায়ু হোক, শ্রীমন্ত সদাগরের—তোর মধু যেন অমৃত হয়ে আসে রে—তোর মধু যেন অমৃত হয়ে আসে।

[বংশীবদন ও নকাইয়ের মা চলিয়া যাইতেই ধর্মদাস একটা আলো-হাতে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে উহাদের গমন-পথের দিকে তাকাইল।]

রতন ॥ ওদিকে তাকিয়ে দেখছো কি খুড়ো? যাও, এই ফাঁকে তুমিও বাড়ী গিয়ে দেখা করে এস। এই শাড়ীটা নিয়ে যাও—খুড়ীকে এটা দিয়ে এস। বলো, রতনা দিয়েছে। আর তোমার নিজের কাপড়টা প'রে এস—কি দরকার খামোকা ঝগড়া করে—

ধর্মদাস ॥ বাবারে, এমন ক'রে আমার দুঃখ কেউ বোঝেনি। এমন কি বাউলীও না। আর জন্মে তুই আমার ছেলে ছিলি।

রতন ॥ এ-জন্মে বুঝি কেউ না?

ধর্মদাস ॥ এ-জন্মে তুই আমার অন্নদাতা হলি রে—অন্নদাতা পিতা হলি রে বাবা···

[ধর্মদাসের প্রস্থান।]

গোরাচাঁদ ॥ রতন, বলছিলাম কি—মাতব্বর যে গেল, ও বাউলী ফিরে আসার আগে ফিরতে পারবে তো?

রতন ॥ পারবে। এই তো সামান্য পথ—না পারার কি—

গোরাচাঁদ ॥ নাঃ—তাই বলছিলাম আর কি—

রতন ॥ ওঃ, বলছিলি ! তুই গেলে তুইও ফিরে আসতে পারবি ! যা—না, সবাইকে একবার দেখে আয় ।

গোরাচাঁদ ॥ যাব ? যাবার তেমন ইচ্ছে ছিল না, তবে বড় ছেলেটার জ্বর —আর ছেলেটার জন্যে—থাক গে—

রতন ॥ না গোরাচাঁদ, যা ঘুরে আয় ! এই নে তোর জন্যে—না-না—তোর বউয়ের জন্যে এই পাশ-চিরুনীটা লুকিয়ে রেখেছিলাম, এইটা তাকে দিস । বলিস, রতন ঠাকুরপো দিয়েছে ।

গোরাচাঁদ ॥ তা' হলে আর গল্প না করে গিয়ে দিয়ে আসি । ভাবছিলাম—কেউ না থেকেই তোর এত মায়া, আর যদি কেউ থাক্‌তো, তা' হ'লে বোধ হয় তুই এক পা'-ও বেরোতে পারতিস না । নাঃ, তুই ভেল্কী দেখালি—

[গোঁরাচাঁদ লণ্ঠন-হস্তে প্রস্থান করিলে রতন কথার জের টানিয়া বলিল—]

রতন ॥ পুরো ভেল্কী এখনও দেখিসনি গোরাচাঁদ ! (গোরাচাঁদের গমন-পথে নজর রাখিয়া) আয়—আয়, বেরিয়ে আয়—

[ময়না ঝোপের আড়াল হইতে চারিদিক দেখিতে দেখিতে বাহির হইয়া আসিয়া 'গোঁসাই, গোঁসাই' বলিয়া ডাকিল—]

রতন ॥ (ঘুরিয়া) সেই এলি যদি তো এত দেরী করে এলি কেন ?

ময়না ॥ কি করি বল না গোঁসাই ! বাবা ঘুমোলে তবে এলাম । কিন্তু এসেই বা কি হবে ! রাত দু'পহর তো ঝোপের মধ্যে মশার কামড় খেলাম । তোমাদের মাল বোঝাই আর শেষ হয় না । যা-ও বা শেষ হ'ল অমনি রওনা হচ্ছিলে । খুড়ীর কান্না দেখতে দেখতে এমন কান্না পাচ্ছিল আমার, যে আর একটু হ'লে আমিও ঠিক ডুক্‌রে কেঁদে ফেলতাম । ভাগ্যিস ওরা চলে গেল—তাই রক্ষে !

রতন ॥ আমি কিন্তু শেষ রক্ষে করতে পারলাম না ময়না। তোর জন্যে আনা অমন সুন্দর মাক্‌ড়ী, পাশ-চিরুণী আর কাপড়টা হাত খালি করে বিলিয়ে দিতে হ'ল। না দিলে যে ওরা নড়ে না। তোকে দেওয়ার আর কিছুই রইল না।

ময়না ॥ এই ভাল হয়েছে গোঁসাই, এই খুব ভাল হয়েছে···। আর আমি তো দেখেছি, তুমি আমায় দিতে কি কি এনেছিলে! তাতেই আমার সাধ মিটে গেছে।

রতন ॥ যাক্‌, তোর সাধ তো মিটেছে, এখন আমার সাধটুকু মিটিয়ে নি। সকাল থেকে বুকের মাঝে যা লুকিয়ে রেখেছি সেটা তোকে দিতে না পারা পর্যন্ত আর নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।

ময়না ॥ ওঃ! তা' হলে এখনও কিছু বাকী আছে! আমি ভাবলাম বুঝি আমার গোঁসাই সবই বিলিয়ে দিয়েছে।

রতন ॥ পাগল নাকি! সব জিনিষ কি সবাইকে দেওয়া যায়, না দেওয়া চলে? ঠিক লোকের হাতে দেওয়া চাই তো—

ময়না ॥ দেখ' কিন্তু—আমি আবার সেই ঠিক লোক তো?

রতন ॥ হ্যাঁ, তুইই ঠিক লোক।

ময়না ॥ জিনিষটা কি গো গোঁসাই?

রতন ॥ মালা রে ময়না, ফুলের মালা—

ময়না ॥ ফুলের মালা! বাঃ চমৎকার! দাও গোঁসাই—

রতন ॥ এই নে, আমার নিজের হাতে গাঁথা মালা। এটা তোর রাধারাণীকে পরিয়ে দিয়ে বলিস, 'ঠাকুরাণী, শুধু একটা ঘর বাঁধবার আশায় যে লোকটা সংসার ছেড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে, দেখো তার আশা যেন পূরণ হয়, সে যেন ঘর বাঁধতে পারে।'

[রতন মুখ ফিরাইয়া নিল। ময়নার চোখে জল, কিন্তু মুখে হাসি।]

ময়না ॥ ছিঃ! মন খারাপ করতে নেই গোঁসাই। যাওয়ার সময় মন খারাপ ক'রো না!

রতন ॥ কি করি ময়না, কেবলি মনে হচ্ছে—সত্যি যদি আর না ফিরি!

ময়না ॥ ইস্; ফিরবো না বল্‌লেই হ'ল নাকি—এখানে আমি লোকটা বসে আছি না!

রতন ॥ হয়তো আছিস্, কিন্তু—আমি আর আমাতে নেই··· এত খালি লাগছে—

[রতন চোখের জল লুকাইবার জন্য গামছা দিয়া মুখ আড়াল করিয়া চোখের জল মুছিতে চেষ্টা করিতেছিল, ময়না হঠাৎ দুইধার দেখিয়া খালের পাশ দিয়া অতি সন্তর্পণে নামিয়া গেল।]

রতন ॥ ···ভাবছি, ঝোঁকের মাথায় কেন এ-কাজ করতে গেলাম ···তার চেয়ে বরং···(চোখের জল মুছিয়া ময়নার জায়গায় গোরাচাঁদকে দণ্ডায়মান দেখিয়া)—কে রে? গোরা না?

গোরাচাঁদ ॥ হুঁ আমি। কিন্তু তুই হঠাৎ এমন ভাবে···একা একা কাঁদছিলি কেন রে?

রতন ॥ কাঁদছিলাম!—কোথায়?

গোরাচাঁদ ॥ ওই যে গাছ ধরে দাঁড়িয়ে বিড়্ বিড়্ করে কি বলছিলি—

রতন ॥ কি করি বল! ছোট বেলা থেকে একা একা। স্নেহ করে, আদর করে, ভালবাসে তেমন তো আমার কেউ নেই, তাই গাছটাকেই বলছিলাম, 'তোমার খুব বুদ্ধি, খুব সজাগ

তুমি ; ভাগ্যিস তোমার মন খারাপ হয়নি। ভাগ্যিস তুমি হাত-পা' ছড়িয়ে আমার মত কাঁদতে বসনি। তা'হলেই তো ফাঁস হয়েছিল আর কি! নাঃ, তোমার বুদ্ধি খুব সজাগ। এই জন্যেই তো তোমার গোঁসাই তোমায় এত ভালবাসে…'

গোরাচাঁদ ॥ এই রতন, কি ফাজলামি সুরু করলি? রাত-দুপুরে যাওয়ার সময় ধরেছিস মস্করা আর হেঁয়ালি?

রতন ॥ (হো-হো করিয়া হাসিয়া) মস্করা, ঠিকই বলেছিস্ গোরা, সবটাই হেঁয়ালি—

[ধর্মদাসের প্রবেশ]

ধর্মদাস ॥ কি রে, হাসির কি হ'ল? কাপড় পালটে এসেছি বলে? বাউলী ফেরেনি তো?

রতন ॥ না।

ধর্মদাস ॥ চল, তবে উঠে পড়ি নৌকোয়। নয় তো বাউলী এসে আবার খিচ্ খিচ্ লাগাবে—

[বাউলীর প্রবেশ]

বংশীবদন ॥ কই, তোবা সব চুপ্‌চাপ দাঁড়িয়ে! ভাবছিলি বুঝি, আমি দেরী করবো? আরে বাউলী হয়ে কি মন এত নরম করলে চলে? নেহাৎ রতন বল্‌লে—তাই। নে, সব ওঠ। আর দেরী করা ঠিক নয়। বাড়ীর ওঁয়ারা দাঁড়িয়ে আছে একটু আলো ফোটার অপেক্ষায়। ভোরের আলো দেখতে পাবে কি ছুটে আসবে ঘাটের পানে।

ধর্মদাস ॥ আর তাদের সাথে সাথে কোন না দু'পাঁচটা পাওনাদারও জুটে যাবে। রত্‌না, এই বেলা। জলদি—জলদি—

বংশী ॥ হুঁ, জলদি জলদি সব উঠে পড়! বদর বদর বলে নৌকো

ছেড়ে ভোর হবার আগেই খাঁড়ির মুখ ছাড়িয়ে নদীতে পড়তে হবে।

সমস্বরে ॥ সাজাইলাম সাধ করে শ্রীমন্তসদাগরের ডিঙা,
মধুকর সাজাইলাম গো;
ওমা, কালীদহে দিস দেখা গো মা চণ্ডী
এবার তোমার চরণ শরণ নিলাম গো।'

[নৌকার দিকে সব আলোগুলি থাকতে পশ্চাৎপট আলোকিত হইল। সকলেই নৌকাতে উঠিল। পাল টানাইবার বাঁশটাকে ধীরে ধীরে দাঁড় করান হইল। মঞ্চে অবস্থিত নোঙরের নিকট কেবলমাত্র বংশী ফিরিয়া আসিয়া হাকিল—]

বংশী ॥ তা'হলে নোঙর ওঠাই?

সমস্বরে ॥ গাজী, গাজী, আসানপীর—

বংশী ॥ আঃ রতন! তুই হালে বসেছিস্ কেন? হালে বসবো আমি। তুই নেমে আয়।

রতন ॥ (পাড়ে ফিরিয়া আসিয়া) আবার কি হ'ল?

বংশী ॥ হয়নি কিছুই, যাত্রার সময় হালে আমাকেই বসতে হবে।

রতন ॥ তার জন্য আবার নীচে নামালে কেন?

বংশী ॥ বলছি শোন, কান পেতে শোন—

রতন ॥ কি—কান পেতে শুনবো!

বংশী ॥ (নৌকার দিকে ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইয়া) বলছি,—একটু গোপনে বলছি, ওরা যেন শুনতে না পায়। তুই আমাকে গুরু বলেছিস—তাই তোকেই বলছি। বাঘ, সাপ, হরিণ, মানুষ—যেই হোক, মন্তরের জোরে বাউলীরা তা' টের পায়—তা জানিস তো?

রতন ॥ হুঁ।

বংশী ॥ সেইটে আমি শুনতে পেলাম, অথচ তুই পেলি না—

রতন ॥ উঁহুঁ।

বংশী ॥ দূর থেকে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েছেলে আসছে—তার পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি—এ তোর খুড়ী, নিঘ্‌ঘাৎ নকাইর মা।

রতন ॥ তাই না কি!

বংশী ॥ তুই দাঁড়া। এলে হাতে পায়ে ধরে মা-মাসী বলে, দশটা বাক্যি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখিস। নৌকো নিয়ে আমরা বেরিয়ে যাই—খাঁড়িতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোর নাম ধরে ডাকবো—আর সাথে সাথে তুই ছুটে গিয়ে নৌকো ধরবি, বুঝলি?

রতন ॥ বুঝলাম, কিন্তু—

বংশী ॥ আবার তক্ক! যাত্রার সময় বাউলীদের পিছু-ডাক শোনা ঠিক না। মায়ার বাঁধনে আটকা পড়ে তারা। তবু কি নকাইর মা তা বুঝবে? যাবার সময় এমন করবে যে মনটাকে একেবারে নরম করে দিয়ে ছাড়বে—মেয়েছেলেগুলোর যদি এতটুকুনও বুদ্ধি থাকতো—

[বংশীবদন নোঙর তুলিয়া লইল।]

সমস্বরে ॥ গাজী—গাজী—আসানপীর!

বংশী ॥ (নামিতে নামিতে) বল ভাই, বদর বদর—পানি খির—

সমস্বরে ॥ 'সাজাইলাম সাধ করে শ্রীমন্ত সদাগরের ডিঙা
মধুকর সাজাইলাম গো।
ওমা কালীদহে দিস দেখা গো মা চণ্ডী
এবার তোমার চরণ শরণ নিলাম গো॥'

[নৌকা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল। রতন অন্ধকার মঞ্চে একা দাঁড়াইয়া। দূর হইতে ময়নার ডাক শোনা গেল—]

ময়না ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও গো মাঝিরা—

রতন ॥ খুড়ী, চেঁচিও না। ও খুড়ী, এই যে আমি এখানে। চেঁচিও না। বাউলী শুনতে পাবে, পিছু ডাক ভাল নয়, ও খুড়ী—

[ছুটিতে ছুটিতে ময়নার প্রবেশ]

ময়না। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) বাব্বা রে বাবা —দূর থেকে দেখি নৌকোটা চলতে স্থরু করল—ইস্—ভাবলাম, আর বুঝি দেখা হ'ল না।

রতন ॥ (চুপ করিতে ইসারা করিয়া) স্-স্-স্—পাগল নাকি খুড়ী। দেখা না হয়ে পারে? আমি আছি না তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে—মা-মাসী বলে দশটা বাক্যি দিয়ে তোমায় ঠেকিয়ে রাখতে হবে না?

[ক্রমশঃ বৈঠার ছপাছপ্ শব্দ ও গান মিলাইয়া গেল। বিস্ময়ে হতবাক্ ময়না এতক্ষণ চুপ করিয়া রতনকে দেখিতেছিল।]

ময়না ॥ এমন বলছ কেন! তুমি আমাকে খুড়ী বলছ কেন!

রতন ॥ ব্যাপার আছে। (উৎকর্ণ হইয়া) নাঃ, আর শুনতে পাবে না। বাউলী তো মন্তর জানে কিনা—তাইতেই শুনতে পেলো—মেয়ে-ছেলের পায়ের আওয়াজ। মন্তরে জানতে পারলো—নকাইয়ের মা আসছে; আমায় বললে—দাঁড়া, নকাইর মাকে ঠেকিয়ে রাখিস। নৌকো ছাড়তে না ছাড়তেই হাজির হলি তুই। পাছে বাউলী আমাদের কথাবার্তা শুনতে পায়, তাই তোকে নকাইর মা বানিয়ে জোরে জোরে 'খুড়ী-খুড়ী' বলতে স্থরু করলাম।

ময়না ॥ বা-বাঃ! এতও পার! পারও বটে গোঁসাই—তোমার রঙ্গ শুনলে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়।

রতন ॥ তোরও হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে, আমারও খুব হাসি পায়। কিন্তু বেচারা বাউলী! ও তো কেঁদেই ফেলে আর কি! মাতব্বর আর গোরাচাঁদ—ওদেরও মুখ থম থম করছিল—টোকা দিলেই কাঁদত। আমি দেখি আর খালি হাসি—ময়না, আমি দেখি আর খালি হাসি।

ময়না ॥ কি করে বল না গোঁসাই! ঘরে স্ত্রী-পুত্তুর আছে তো। বেচারা বউগুলো কাঁদতে আরম্ভ করে, আর ওরাও কেমন যেন হয়ে যায়।

রতন ॥ দেখিস কিন্তু, তুই আবার ওদের মত—

ময়না ॥ পাগল! সে মেয়েই আমি না। আমি কাঁদবো কিসের দুঃখে বল তো? কত আনন্দ হচ্ছে আমার জান? আমার জন্যে এত বড় বিপদের ঝুঁকি তুমি ঘাড়ে নিয়েছো—আমার জন্যে সব বিলিয়ে দিয়ে তুমি উজানে ভাসছ; আমার আবার কিসের দুঃখ বল তো গোঁসাই!

রতন ॥ দুঃখ কিসের—কিছু দুঃখ নেই। আবার সব নিয়ে আসব রে শ্যামবাজারের ঘাট থেকে। শাড়ী, মাক্ড়ী, চিরুণী—সব নিয়ে আসব—

ময়না ॥ নিয়ে এসো, তাই নিয়ে এসো গোঁসাই। আর একটু মধু নিয়ে এসো—পদ্ম-মধু।

রতন ॥ পদ্ম-মধু!

ময়না ॥ (একটা কৌটা আগাইয়া দিয়া) হ্যাঁ, এটাতে ক'রে। এতে রাধারাণীর নির্মাল্য আছে। আসার সময় নির্মাল্য ফেলে দিয়ে এতে করে পদ্ম-মধু এনো। সেই মধু দিয়ে রাধারাণীকে স্নান করিয়ে চোখের জলে তাঁর পা ভিজিয়ে বলবো,

'ঠাকুরাণী, এমন করে মধু না আনলে কি তোমার হচ্ছিল না! তোমার সঙ্গে তো আমার কোন বাদ ছিল না—তবে কেন আমায় এমন করে কাঁদালে—কেন আমায় এমন করে কাঁদালে—

গোরাচাঁদ ॥ (দূর হইতে নেপথ্যে)—রতন! র—ত—ন—!!

রতন ॥ (থতমত খাইয়া) ময়না, নৌকো খাড়িতে পড়েছে—যাওয়ার ডাক এসেছে রে ময়না—

গোরাচাঁদ ॥ (নেপথ্যে) র-ত-না— !!!

ময়না ॥ না না না না, যাওয়ার ডাক আসেনি গোঁসাই, আমি যেতে দেব না। আমার কেউ নেই গোঁসাই—আমার কিছু নেই। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। আমি যেতে দেব না—আমি যেতে দেব না—

রতন ॥ আমার ভুল হয়েছে ময়না! এমন করে যাওয়া বুঝি আমার ঠিক হ'ল না। তবু তো যেতেই হবে। ওরা যে ডাকছে। তুই বাড়ী যা; আঁধার কেটে গিয়ে ভোর হয়ে আসছে। আঘাটায় না কেঁদে তুই ঘরে যা ময়না।

ময়না ॥ ঘর কোথায় গোঁসাই—ঘর আমার কই! তুমি যাওয়ার সাথে সাথে চারিভিতে যে আঁধার হয়ে এল। এমন আঁধার-করা দিনের আলো আমি কখনও ভাবতে পারিনি গোঁসাই—আমি কখনও ভাবতে পারিনি!

[দৃশ্য শেষ]

চতুর্থ দৃশ্য

[নিতাই বৈরাগীর শয়ন ঘর। ঘর-গৃহস্থালীর সজ্জা সাধারণ গৃহস্থেরই মত সুসজ্জিত! অসুস্থ নিতাই বৈরাগী আধ-শোওয়া অবস্থায়ই তিলক সেবা করিয়া ডাকিল—]

নিতাই ॥ ময়না—ময়না—ও ময়না—

ময়না ॥ (নেপথ্যে) যা-ই—

নিতাই ॥ ওরে, শুনছিস্—?

ময়না ॥ (নেপথ্যে) বললাম তো যাচ্ছি।

নিতাই ॥ একটু শুনে যা না—

[সদ্যস্নাতা ময়নার প্রবেশ। তাহার কপালে গিরিমাটির ছোট্ট একটি ফোঁটা, হাতে পিতলের একটি জলাধার।]

ময়না ॥ কি, হ'ল কি? একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়লে যে? বলছি আসছি, তা-না—ডাকের 'পর ডাক। কী?

নিতাই ॥ বলছিলাম, এইখানে একটু বোস্···। তোকে দুটো কথা বলবো—

ময়না ॥ বুঝেছি। হবে 'খন কথা। এই নাও—হাঁ কর দিকি—ঠাকুরের পাদোদক আর তুলসী।

[নিতাই ভক্তিভরে পাদোদক মাথায় ঠেকাইয়া পান করিল।]

নিতাই ॥ জয় রাধে! বলি আজ এত সকাল সকাল ঠাকুরের সেবায় গিয়ে জুটলি যে?

ময়না ॥ সকাল সকাল ঠাকুরের সেবা না হ'লে তোমাকে তো আর সকাল সকাল খাওয়ান যাবে না—তাই—।

[ময়না অতি দ্রুত প্রস্থান করিল।]

নিতাই ॥ দ্যাখ দিকি, শুধু শুধু—কি অন্যায় কথা—

[একহাতে আঁচলে ঢাকা বাটি ও অন্য হাতে এক গ্লাস জল লইয়া ময়নার পুনঃ প্রবেশ।]

নিতাই ॥ হ্যাঁরে, আমায় তাড়াতাড়ি খাওয়াবি বলে—এত ভোরে উঠে ঠাকুরের সেবা করতে গেলি কেন, বল দিকি—

ময়না ॥ (কর্মরত অবস্থায়) কি করব বল না ? শুধু তোমার ঠাকুর আর তোমার সেবা করলেই তো আমার হবে না। সংসারের সব পাট সারতে হবে, নিজের সেবার বন্দোবস্ত করতে হবে। নাও, আর মুখ-বাঁধি না করে এই শটিটুকু গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও দিকি।

নিতাই ॥ রাখ্—খাচ্ছি।

ময়না ॥ 'রাখ্—খাচ্ছি' বলে দেরী করবার সময় নেই আমার। তুমি খেলে পর—তোমায় একটু সুস্থির করে' একবার আমায় আবার কোবরেজ মশাইয়ের বাড়ী যেতে হবে, ওষুধ দেওয়ার কথা ছিল, অথচ কোবরেজ মশাই আসেননি—সে খেয়াল আছে ?

নিতাই ॥ থাকবে না কেন ? আমিই তো পরশুদিন তাকে বলেছি, ওষুধও লাগবে না, আর আপনার আসারও দরকার নেই।

ময়না ॥ তারপর ! ব্যারাম সারবে কিসে ?

নিতাই ॥ সারবে। ও আপনিই সারবে। আর না সারলেও এত দামী ওষুধ খাওয়া আমার চলবে না। আমার একটা পয়সা সঞ্চয় নেই—চারিদিকে ধার-দেনা—আর কোবরেজের দেনা আমি বাড়াতে পারব না।

ময়না ॥ ধার-দেনা সব শোধ হয়ে যাবে। রাধারাণী মুখ তুলে

চাইবেন—এত চিন্তা করতে নেই বাবা। নাও—শটিটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, আগে ওটুকুন খেয়ে নাও দিকি—

নিতাই ॥ (শটী খাইতে খাইতে) ময়না, বলছিলাম কি, এ বিয়েতে তুই রাজী হ'। তা' না হ'লে আমি স্বস্তি পাব না।

ময়না ॥ তার চাইতে বল না, তোকে মেরে না ফেলে আমি মরতে পারছি না।

নিতাই ॥ রাধে—রাধে—! বলিস্ কি তুই? মুখের আর আগল কিছু নেই!

ময়না ॥ থাকবে কি ক'রে? ওষুধ খাবো না, কোবরেজকে বারণ করে দিয়েছি, মোড়লের ছেলেকে বিয়ে কর—এ-সব কি আমায় বাঁচিয়ে রাখার জন্যে করা হচ্ছে?

নিতাই ॥ কিন্তু আমি কি করি? আমার যে উপায় নেই! আমি যে সনাতন মণ্ডলকে কথা দিয়েছি—

ময়না ॥ এমন কথা তুমি দিলে কোন ভরসায় বাবা? আমি তোমার জমি-বাড়ী, না জোত-জিরেত যে মহাজন তোমায় দিয়ে জোর করে কবুল করিয়ে নেবে—

নিতাই ॥ কে বললে? ও তো কবুল করায়নি! আমি নিজেই বলেছি। আমি নিজে কথা দিয়েছি—সে-কথা রাখবার দায় আমার—

ময়না ॥ সত্যিকারের দায় বুঝতাম যদি একশ'টা পাত্রের খোঁজে তুমি ঘুরতে, কিন্তু তা তো তুমি করলে না। পাছে মোড়ল মশাই চটে, সেই ভয়ে অন্যের নামও মুখে আনলে না। বাবা, আমি তোমার দায় নই, আসলে মোড়ল মশাইকেই তোমার ভয়। তুমি সত্যিকারের বৈরাগী নও বাবা। যে বৈষ্ণব, সে এত ভীতু হবে না কি!

নিতাই ॥ আচ্ছা, আমি সব মেনে নিচ্ছি। বেশ, আমি ভীতু। কিন্তু তাই বলে তুই কি সত্যি বিয়ে করবি না ?

ময়না ॥ করবো না কেন, নিশ্চয় করবো। তবে—এখন নয়, ক'দিন পরে···আর বিয়ে করবো কাকে জানো ?

নিতাই ॥ কাকে ?

ময়না ॥ বিয়ে করবো···

[নিতাইকে ডাকিতে ডাকিতে সনাতন মণ্ডলের প্রবেশ।]

সনাতন ॥ বৈরাগী, ও বৈরাগী—। এই যে বাপ-বেটীকে এক জায়গায়ই পেয়েছি। তাই তো ভাবছি—ডেকে ডেকে সাড়া পাই না কেন ? কই, এস গো কোবরেজ ! আঃ, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

[কবিরাজ মহাশয়ের প্রবেশ। ময়না একটু সরিয়া দাঁড়াইল।]

তা যাক্—তা ভাল। হ্যাঁ হে—এসব কি শুনছি ? আসার পথে কোবরেজকে তোমার খবর জিজ্ঞাসা করতে বললে, তুমি নাকি তাকে আসতে বারণ করেছো—ওষুধ নাকি তুমি আর খাবে না ?

নিতাই ॥ ঠিকই শুনেছেন। অসুখ আমার মনে, ওষুধ খেয়ে সে অসুখ কি সারবে ?

কবিরাজ ॥ সারবে ; ব্যামো হ'লে ওষুধেই তা সারে। ধন্বন্তরির মত হচ্ছে—

সনাতন ॥ হেঁ-হেঁ-হেঁ—ধন্বন্তরির মত—

কবিরাজ ॥ অবশ্যি তোমার মেয়ের যদি অমত থাকে—

ময়না ॥ চিকিৎসা করাতে আমার অমত নেই কোবরেজ মশাই। আমি নিজেই যাচ্ছিলাম আপনার কাছে ওষুধ আনতে। আর

সাথে সাথে এই কথাও বলতাম, 'রোগীর কথায় নির্ভর ক'রে ওষুধ বন্ধ করা আপনার ঠিক হয়নি।'

কবিরাজ ॥ ঠিক। কাজটা আমার অবিবেচকের মতই হয়েছে। তবে ও বলছিল, টাকা-পয়সার ব্যাপারে—আর সত্যিইতো জটিল রোগ, মূল্যবান ওষুধ দরকার। ওষুধ তো বন্ধ করবো না, কিন্তু—তুমি কি চালাতে পারবে মেয়ে?

ময়না ॥ টাকা যদি পরে দিয়ে দেওয়া যায়—

সনাতন ॥ বেশ, তার দায়িত্ব আমি নিলেম কোবরেজ—

কবিরাজ ॥ তবে আর কি নিতাই—ওষুধ নিয়ে আসি।

নিতাই ॥ কিন্তু মোড়ল মশাইয়ের করুণা, আপনার সুশ্রুত-চরক কিছুতেই কিছু করতে পারবে না। আমার ব্যামো-পীড়া সবই মনের।

সনাতন ॥ মনের? হেঁ-হেঁ—টাকার ভাবনা তো কমলো বৈরাগী—তবে আর তোমার মনের কষ্টটা কি?

ময়না ॥ মনের কষ্ট হচ্ছে এই, যদি—

নিতাই ॥ ধরুন আপনার কাছে যে শপথ করেছি···

সনাতন ॥ আমার কাছে আবার কিসের শপথ···

নিতাই ॥ কেন, আপনার ছেলে ফড়িং-এর সাথে—

সনাতন ॥ ওসব বিয়ে-সাদী এখন রাখ তো। এ হচ্ছে নির্বন্ধের কথা। কথায় বলে, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে—এ তিন বিধাতা নিয়ে—না কি বল কোবরেজ—

কবিরাজ ॥ সার কথা বলেছেন। সত্যি নিতাই, এই নিয়ে মনে মনে চিন্তা পুষে রেখে অথান্তরে পড়ে কোন লাভ নেই। ঠাকুরের যদি ইচ্ছে হয়। দেখি—নাড়ীটা একবার—

নিতাই ॥ (হাতটা আগাইয়া দিয়া) কিন্তু সত্যি যদি ভাল-মন্দ কিছু একটা হয়, মেয়েটা যে ভেসে যাবে—

ময়না ॥ বাবা, চুপ কর দিকি।

নিতাই ॥ তুই যদি রাজী হতিস তবে—

ময়না ॥ রাজী হ'লে তোমার এক কথায়ই রাজী হতাম, বার বার বলতে হতো না।

সনাতন ॥ এইবার আমার মুখ খোলালে বৈরাগী। মেয়ের তোমার পছন্দ অপছন্দ থাকবে না! তার যদি ফড়িংকে বিয়ে করতে ইচ্ছা না হয়, সে-কথা সে বলবে না? একি অন্যায় কথা!

নিতাই ॥ কিন্তু আর পাত্র জুটবে কোথায়?

সনাতন ॥ জুটবে—জুটবে। তা ছাড়া আমরা কি করতে আছি? হেঁ-হেঁ-হেঁ—বলি আমরা কি করতে আছি?

নিতাই ॥ আপনারা!

সনাতন ॥ হ্যাঁ, আমরা। তুমি ভাল হয়ে ওঠ, দেখবে অখন সাত গাঁয়ের ঈর্ষে করার মত পাত্তর তোমায় এনে দেব। ভয়ে সবাই বশ, মাস্যি দিতে জড়সড়—এমন পাত্র এনে দেব··· অবশ্যি তাকেও যদি তোমাদের মনে না ধরে—আবার খুঁজবো—আবার পাঁচটা দেখব। হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ, কথায় বলে, 'বাজার যাচিয়ে দর—আর হাজার বাজিয়ে বর।' কিন্তু সে তো পরের কথা। উপস্থিত এখন—

কবিরাজ ॥ নাড়ীটা কিঞ্চিৎ দ্রুত, হৃদ-কম্পন অনিয়মিত। সাবধান থাকতে হবে। ওষুধ-পত্র ঠিকমত খেতে হবে—

সনাতন ॥ কিছু বিরূপ বুঝছেন?

কবিরাজ ॥ সম্পূর্ণ বিরূপ। বুদ্ধি-শুদ্ধি, বল-ভরসা দেবার মত একজন লোক তদারক করলে ভাল হয়।

সনাতন ॥ তার জন্যে ভাবনা কি, ওর মেয়েই তো আছে।

কবিরাজ ॥ তা' হলে মেয়ে—

ময়না ॥ আমার কোন কথাই যে শুনতে চায় না কোবরেজ মশাই।

কবিরাজ ॥ তবে তো মুস্কিল হ'ল। মনের শান্তিই যে বেশী দরকার মোড়ল মশাই। তা আপনি যদি কাছে কাছে রাখতে পারতেন······

সনাতন ॥ বুঝলাম, কিন্তু এখানে বসে থেকে আমার দ্বারা কিছু করা—

নিতাই ॥ করবেনই বা কেন! আমরা কি ওর মুখ রেখেছি?

সনাতন ॥ দেখ, ও-সব কথা বলে আমায় লজ্জা দিও না বৈরাগী। গাছে কুল পাকলে পাড়ার ছোঁড়ারা দু'চারটে ঢিল ছোঁড়েই। তেমনি যুগ্যি ছেলে মেয়ে থাকলে দু'চারটে বিয়ের কথা ওঠেই—

কবিরাজ ॥ ছেলে মেয়ের বিয়েতে অত অধৈর্য হ'লে হয় না নিতাই। কিন্তু মোড়ল মশাই, এখন যে প্রয়োজন ওষুধ পথ্য, তদুপরি রোগীর তদ্বির সেবা—

সনাতন ॥ মুস্কিল হচ্ছে, আমার সংসারে তেমন তো কেউ নেই যে···থাকার মধ্যে আমার—পাশের বাড়ীতে থাকে এক বিধবা বোন। তবে যদি নেহাৎ এই অভাজনের কুটীরেই বৈরাগী থাকে তবে দেখব, তদ্বির করব। কিন্তু সেবা শুশ্রূষা—

কবিরাজ ॥ সেটা ওর মেয়েই করবে। কি গো মেয়ে—

সনাতন ॥ তবে চলুক বাপ-বেটীতে আমার বাড়ীতে, চিকিৎসা

করাতে থাকবে। তা'হলে বৈরাগী, আনব নাকি একটা গো-গাড়ী ?

[সনাতন উঠিতে যাইবে—ময়না বাধা দিয়া বলিল—]

ময়না ॥ দাঁড়ান। আপনার বাড়ীতে থাকাটা কি আমাদের উচিৎ হবে মোড়ল মশাই ? নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে—

সনাতন ॥ সে বিবেচনা তোমাদের। যদি নিতাইকে এখানে রেখেই চিকিৎসা করাতে, সে তো ভাল। আমাকে আর সাধ করে বেনোজল ঢোকাতে হয় না।

কবিরাজ ॥ উনি যখন নিঃস্বার্থভাবে এই উপকার করছেন—তখন আর আপত্তি করো না গো মেয়ে।

ময়না ॥ তা নয়, বলছিলাম, নিজেদের ঘর-দোর ছেড়ে আপনার বাড়ীতে থাকলে পাঁচজনে দশ-কথা বলবে—তাতে অনেক অসম্মান বোধ হবে আমাদের—

সনাতন ॥ কিন্তু দশ-কথা যারা বলবে, তারা তোমাদের আশ্রয় দেবে কি ? বেশ তো পরের বাড়ীতে থাকতে যদি অসম্মান বোধ হয়, তবে এ-বাড়ী ছেড়ে অসুস্থ বাপকে নিয়ে অন্য কোথাও থাকবার চেষ্টা দেখ।

ময়না ॥ অন্য কোথাও ! কেন ? মানে—বাবা—

নিতাই ॥ মোড়ল মশাই, দোহাই—

সনাতন ॥ এ-বাড়ী মাসখানেক থেকে আমারই সম্পত্তি, সে খবর রাখো ? সম্মান-বোধ বেশী হয়ে থাকলে—কাল থেকে বাড়ী ছেড়ে দিও—

[সনাতন হন্তদন্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।]

নিতাই ॥ মোড়ল মশাই, মোড়ল মশাই—

[বলিয়া ডাকিতেই ময়না নিতাই বৈরাগীকে ধরিয়া ফেলিল।]

ময়না ॥ বাবা—

নিতাই ॥ কোবরেজ মশাই, ওঁকে ফেরান—ওঁকে ফেরান। গাছ তলায় দাঁড়াতে হ'লে কোন ওষুধেই যে আমি বাঁচব না—

কবিরাজ ॥ (হন্তদন্ত হইয়া) যাচ্ছি—যাচ্ছি। ও মোড়ল মশাই, ···ও মোড়ল মশাই—

[কবিরাজ মহাশয়ের প্রস্থান।]

নিতাই ॥ ওঁকে ফেরা মা—ওঁকে ফেরা—

ময়না ॥ (জোর করিয়া পিতাকে বসাইয়া দিয়া) এ তুমি আগে বলনি কেন বাবা ?

নিতাই ॥ বল্লেই বা তুই কি করতে পারতিস মা ! পারতিস কি সুদশুদ্ধু অত টাকা জোগাড় করে দিতে ? তাই, চারিদিকে অকুলান দেখে দু'মাস আগে ওঁর হাতে সব তুলে দিয়ে ঘরে এসে শয্যা নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ঘর-বাড়ী, জমি-জিরেত সবই তো ওঁর হাতে তুলে দিয়েছি—তোকেও যদি ওঁর ছেলের হাতে তুলে দিতে পারতাম তবে অন্ততঃ দুর্ভাবনা নিয়ে মরতে হ'ত না। কিন্তু সে প্রস্তাবও তুই ভেঙে দিলি। এখন যে পথে দাঁড়াতে হবে—

ময়না ॥ পথে দাঁড়াতে আমার ভয় নেই বাবা, কিন্তু তোমার অসুখ তা'হলে তো সারবে না—তোমার চিকিৎসা তা'হলে তো হবে না—।

নিতাই ॥ এই দু'মাস ধরে যে-কথা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, তা-ই যখন প্রকাশ হ'য়ে গেল, তখন আমার বাঁচা-মরা সমান কথা। তোকে যে আমি ভাসিয়ে দিয়ে গেলাম—এখন যে সনাতনের কথা শোনা ছাড়া উপায় নেই। ওঁর বাড়ী

গিয়ে ওঠা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমার ভুল হয়েছিলরে ময়না—আমার ভুল হয়েছিল—

[দৃশ্য শেষ]

পঞ্চম দৃশ্য

[জঙ্গল,—নিবিড় জঙ্গল। দিনের বেলায়ও আলো-আবছায় জনমানুষ নাই। চারিদিকে একটা নিথর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। পশ্চাৎ পটে খালের মধ্যস্থিত নৌকার ছৈ ও পালের অংশ দৃশ্যমান। ডাঙায় উপস্থিত কেহই নাই। নীচের দিক হইতে ধর্মদাস ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে, আর তাহাকে অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে বাউলী, রতন ও গোরাচাঁদ। তাহাদের সকলেরই চেহারা কিম্ভূত-কিমাকার। ক্ষৌরকর্মের অভাবে মুখে দাড়ি, চুল বিপর্যস্ত। গায়ে খড়ি উড়িতেছে, পরিহিত বস্ত্র শতচ্ছিন্ন! প্রায় সর্বাঙ্গেই আঘাত-জনিত ঘা —তাহা পট্টি জড়ান রহিয়াছে। খালের দিক হইতে ধর্মদাস ছুটিয়া আসিয়া নোঙর উঠাইতে যাইবে—]

ধর্মদাস॥ সহ্য করব না, কিছুতেই সহ্য করব না এ অত্যাচার। আজ তিন মাস হয়ে গেল জঙ্গলে হেদিয়ে মরছি, ফিরে

যেতেই হবে আজ। আঠারো ভাটি বাদা জঙ্গলে পরাণটা দিয়ে দেবার জন্যে আসিনি। আমি নোঙর তুলবই—

বংশী॥ ধর্মদাস! ধর্মদাস, খবরদার। নোঙর তুলো না। সবার মত না হ'লে ফেরা ঠিক হবে না। আমি বাউলী, আমি বলছি—এই আমার আদেশ।

ধর্মদাস॥ তোমার আদেশ আমি মানব না। তুমি বাউলী না, তুমি গরু ভেড়ার সামিল। তোমার নিজের বুদ্ধিতে চল্‌লে আমি তোমায় মানতাম। কিন্তু তুমি চলেছ রতনের বুদ্ধিতে! এক মাসের কড়ারে এসেছি জঙ্গলে, আর আজ তিন মাস হয়ে গেল, সঙ্গের খোরাকিতে টান ধরেছে! দেড়মাস হ'ল আধপেটা করে খাচ্ছি, গায়ে খড়কি উড়ছে! ঘরের অবস্থাটা একবার চিন্তা কর বাউলী? তারা কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে—সেটা চিন্তা কর?

বংশী॥ কথাটা মন্দ বলনি মাতব্বর! কিন্তু কি করা যাবে বল! মরশুম এবারে বড় খারাপ—তাইতেই মৌ-মাছিরা গহীনে ভিন্ন চাক বাঁধতে পারেনি। তাইতেই মেহন্নত হচ্ছে বেশী।

ধর্মদাস॥ এ মেহন্নতের মজুরী পোষাবে না বংশীবদন। কাঠ বা গোল পাতার নৌকো সব ফিরে গেল হাসতে হাসতে। ফিরে গেল পেতেল আর কাঠুরেরা মাল বোঝাই করে। আর দিনের পর দিন আমরা এসে পৌঁছুলাম এই নির-মনিষ্যির রাজ্যে। কাছে ভিতে সাড়া পাওয়া যায় না কারও। রতনের মধুর নেশা আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ নিশির ডাকে পাওয়ার মত গহীন জঙ্গল থেকে গহীনে যাচ্ছি—তবুও ফেরার নাম নেই। কোন সাঁই ফকিরের

অভিশাপ লেগেছে বাউলী। প্রাণে বাঁচতে চাও তো গলুইর মুখ ঘরের দিকে ফেরাও—

বংশী ॥ একটু ঠাণ্ডা হও মাতব্বর। কথাটা তোমার একশ'বার সত্যি। মানছি তোমার কথা, কিন্তু কাজের বশে চলতে হবে তো, রাগের বশে চললে চলবে না। দেখি—বুঝিয়ে বলি ওদের—

ধর্মদাস ॥ যা খুসী ওদের বোঝাও, আমি আর একদণ্ডও বুঝব না। আমি উঠালাম নোঙর···। ঘরে আমায় ফিরতেই হবে। যে বাপের বেটা বাধা দিতে আসবে সে ভূমিতে শয়ন লিবে—

[ধর্মদাস নোঙরে হাত লাগাইলে বংশীবদন বারণ করিবার পূর্বেই রতন গর্জাইয়া উঠিল—হাতে তার উঁচান বর্শা]

রতন ॥ খবরদার! নোঙরে হাত দিয়েছ কি নোঙরের মত ভূঁয়েতে মিশে যাবে—

বংশী ॥ (গর্জাইয়া) রতন, বল্লম নামা—

রতন ॥ রুখো না বাউলী; যে রুখতে আসবে তারও রেহাই নেই। হাত ওঠাও বলছি নোঙর থেকে—

ধর্মদাস ॥ (নোঙর ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া) শোন বাউলী! মান্যি চেয়েছিলে না!

রতন ॥ মান্যি দেব। প্রয়োজনে মান্যি দেব, কিন্তু ভুল করতে গেলে বাধা দিতে হবে বৈকি। তুমি খুসি মত নোঙর তুলে ফিরে যাবে—আর এত পেরসানী, বাপ-পিতেমোর রক্ত জল-করা জমিন বাঁধা-দেওয়া টাকা নয়-ছয় করে তোমার সাথে জসন করতে করতে ফিরে যাব কিংবা তোমাদের লব্‌জবানিতে নাচার হয়ে চুপ মেরে যাব—সে বান্দা আমি না।

বংশী ॥ কিন্তু, মনে মনে বিচার কর রতন—এক মাসের যায়গায় তিন মাস কেটে গেল—দেড়মাস যাবৎ আধ-পেটা খেয়ে ঘরের কথা চিন্তা ক'রে এদের মাথাটা যদি খারাপ হয়েই থাকে—

রতন ॥ তাই বলে আমি মাথা খারাপ করতে পারি না। এক মাস ধরে ঘুরে যখন সামান্য মধু সংগ্রহ হ'ল, তুমি বল্‌লে, মরশুম খারাপ—এবার আর কিছু হবে না। বল তুমি—বলনি ?

ধর্মদাস ॥ বলেছিল,—তাতে হয়েছে কি ?

রতন ॥ সেই এক মাসের পর থেকে আজ পর্যন্ত তোমাদের এমনি ভাবে ধরে রেখেছিলাম বলেই তো প্রায় সব পাত্তরই মধুতে ভর্তি হয়েছে—

বংশী ॥ এখন তো সব পাত্তরই ভর্তি, সামন্য দু'একটা পাত্তর মাত্র বাকী। এবার ফেরার মত করছে যখন সবাই—তখন তো ফিরলেই হয়।

রতন ॥ বাউলী, গুরু মেনেছি তোমায়, কিন্তু বুদ্ধির দাস-খৎ দিই নি। তুমি বিচার কর কথাটা। সব পাত্তর ভর্তি থাকলে লাভ যদি হয়, আয়টা তোমাদের বাড়বে না ? মেহন্নৎ যখন হলই, জান কবুল করে আর ক'টা দিন খেটে নৌকো ভর্তি মৌ নিয়ে গেলে ক্ষতিটা কি। তা নয়তো যদি চড়া সুদে মহাজনের টাকা হ'ত, তা' হ'লে উঠতো তোমাদের চালের খরচ।

বংশী ॥ রতন কথাটা মন্দ বলেনি মাতব্বর বুদ্ধি-ভ্রংশ না করে সবাই কথাটা একবার বিচার কর। খালি আছে আর মাত্র

তিনটা কলসী। গোরা, কলসী নিয়ে আয়! তিন জনে তিন কলসী নিয়ে বেরিয়ে পড়। আমি ফেরেস্তা দিচ্ছি, চৌহদ্দি ঘিরছি মন্তরে। তোমরা গিয়ে মৌ ভর্তি করে নিয়ে এস। (গোরা কলসী লইয়া আসিল)।

ধর্মদাস॥ যাব না আমি গহীনে। কাল সারাটা বিকেল গাছের ওপরে কাটিয়েছি—বাঘের চলার পথ পড়েছিল গাছের তলা দিয়ে। দক্ষিণরায় স্বয়ং যেন ক্ষেপে গিয়েছিল আমাদের লোভের আস্কারা দেখে। আজ অঘটন একটা ঘটবেই। আমি যাব না, আমি ফিরবই—

বংশী॥ কে তোমাকে বল্‌ল, এ বাঘ দক্ষিণরায়ের? এ দক্ষিণরায়ের সীমামা নয়, এ বন বিবির সীমানা—

'দক্ষিণরায়েরে বিবি কেঁদোখালি দিল
সেমানা সরহদ্দ মত দাখিল করিল,
সাজিল যতেক সেই বনের প্রধান
বাঁটওয়ারা করিয়া সবারে করে দান,
যার যে সরহদ্দ লিয়া খুশীতে রহিল
কেহ কার সীমানা না হরণ করিল॥

আর তুমি বললে কিনা—বন-বিবির আওতায় দক্ষিণরায় বাঘ হয়ে এলো! এ হয় না, শাস্তরে আছে—এ হয় না।

ধর্মদাস॥ না হোক, আমি যাব না।

গোরা॥ আমি একটা কথা ফেলি এই কাজিয়ার মধ্যে। বেশ, যা—হবার হবে—আজই শেষ। আমারও মন বলছে, এবার ফেরা দরকার।

রতন॥ গোরা! গোরাচাঁদ!

গোরা ॥ চোখ রাঙ্গাস না রতন! বড় ছেলেটার কান্না আজ তিন মাস ধরে বুকের মধ্যেটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে, কোলেরটার জ্বর দেখে এসেছি'। তিন কলসী ছাড়া আর সব পাত্তরেই যখন মৌ উঠেছে—মোম যখন উঠেছে অনেক, তখন আর বাড়তি লোভ না করে আজ সাঁঝ পর্যন্ত যেটুকু মৌ জোটে তাই নিয়ে আগ রাতটা চুপচাপ থেকে কাল ভোর-রাতে নৌকো ভাটি-মুখে খুলে দেওয়া হবে। কি বল গো বাউলা, ভোর না হ'তে হ'তে ফুলতলি হেড়ভাঙ্গ, রায়মাতলা, রায়মঙ্গল্ ছাড়িয়ে যাব না আমরা?

বংশী ॥ গোরাচাঁদ মাঝে মাঝে তর্ক দেয় ভাল, বেশ তর্ক দেয়। রতন, তা হ'লে আজই শেষবার মৌ খুজতে বেরো' আমদের তিন জনারই যখন মত হয়েছে, তখন আজই যা যোগাড় হবে, তাই নিয়ে কাল ভোর-রাতে নৌকা ছাড়ব,—কেমন?

রতন ॥ বেশ। আজই শেষ বারের মত মৌ আনতে বেরোনো হোক। তবে—গোরাচাঁদ, মাতব্বর, মরুব্বী, একটা কথা তোমাদের বলবো। তোমাদের মনে ভয়, তোমাদের কলিজা ছোট,-বড় আনন্দের স্বোয়াদ তোমরা কখনও পাবে না, অবশ্যি বড় দুঃখের হদিসও তোমরা কোন দিন পাবে না। দিন-মজুরী করে দিনান্তরে মজুরী টুকুই তোমরা বোঝ, ধান রোপাইয়ের সময় প্রাণ ধরে সব টাকা বিলিয়ে দিতে পারবে না কোন দিন। কেন না, তোমরা ভরসাই করতে পারবে না যে, সেই বিছনের গাছেই আবার ধান হবে—সেই ধানে গোলা ভরবে! তোমরা দিন মজুর অন্ন-দাস, তোমরা অন্ন-দাসই থাকবে।

ধর্মদাস ॥ বেশ—বেশ, তাই থাকব। নগদ পেলে গতর লাড়ব, না পেলে শুয়ে থাকব।

রতন ॥ শুয়ে থেকে আলসেমি করে থালা জোটাতে পারনি! লজ্জা করে না তোমার, এক মিনিটে মাথায় খুনের রক্ত চড়ে, পরের মিনিটেই তোমরা পায়ে ধরে চোখের জল ফেল—

গোরা ॥ রতন, মুনিস জনের জাত ধরে তুই গাল দিচ্ছিস!

রতন ॥ দেব, আলসেদের গাল দেব। ভাগ্য ফেরাতে এসে যারা সুযোগ নষ্ট করে, শুয়ে থাকে, মিথ্যে কাজিয়া করে—তাদের গাল দেব। গাল দেব গোরাচাঁদ—

'দুঃখের অভাব নাই বসিয়া খাইলে
বসিয়া খাইলে উপে রাজার টাকশালে
মদ খেলে বুদ্ধি-নাশ হয় যে সবার
আর নিশ্চিন্ত মানুষ হ'লে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

ধর্মদাস ॥ হোক ভবিষ্যৎ অন্ধকার—তবু আমি যাব না।

বংশী ॥ ধর্মদাস, রতন গোরা যাচ্ছে···

ধর্মদাস ॥ আমি যাব না—

রতন ॥ আজ তবে তোমার ভাত বন্ধ—

ধর্মদাস ॥ খাব না—খাব না তোর ভাত। আমি কিনে খাব নিজের খানা—

রতন ॥ টাকার গেঁজে আমার ট্যাঁকে। ভিক্ষে ছাড়া কিছুই জুটবে না তোমার।

ধর্মদাস ॥ ভরম আর থাকবে না তোর পাল্লায়—আমি বুঝেছি। বুঝেছিরে আইবুড়ো অকর্মন্য ভরম-নাশা। আজ জান তোর লিব—তবে আমার নাম ধর্মদাস।

[ধর্মদাস সড়কী উঠাইতেই গোরাচাঁদ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল]

গোরা ॥ মাতব্বর !

ধর্মদাস ॥ তুই বাধা দিলি গোরা ! তোর আমার আর বাউলীর স্বার্থ এক কিনা বিচার কর—

গোরা ॥ স্বার্থ এক। তবে রতন আমার দোস্ত। তুমি তার জান লিবে আমি তা দাঁড়িয়ে দেখব না—

রতন ॥ হাঃ হাঃ হাঃ। মাতব্বর, বেশ, যেও না তুমি। তুইও যাসনে গোরাচাঁদ। কিন্তু ভোরের আগে যখন যাওয়া নেই তখন সারাটা দিন বসে থেকে আলসের খানা আমি খাব না। কলসী নিয়ে চললাম—তবু তো কিছুটা মৌ জমবে। টাকা যখন আমার, গরজ তখন আমারই বেশী। কৌটোটা দে তো গোরাচাঁদ।

[গোরাচাঁদ ময়নার দেওয়া নির্মাল্যের কৌটাটা আগাইয়া দিলে রতন উহার ভিতর হইতে ফুলগুলি ফেলিয়া দিল।]

গোরা ॥ (চীৎকার করিয়া) এই রতন, ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ ফেলে দিলি ! এত সাহস তোর। আজ তুই একটা অঘটন ঘটাবিই দেখছি। যাস না আজ—আজ থাক—

রতন ॥ থাকতাম আজ—যদি না কালই রওনা হবার দিন ঠিক করতিস। যাবার মুখে এত ঝগড়া করার সাধ আমার ছিল না, কিন্তু সেবাইতের কড়ার আছে—এই কৌটোতে মধু নিয়ে যেতে হবে। এবার তোরা চিন্তা কর, যাবি কি না যাবি। আমি রওনা হ'লাম। ও মুরুব্বী, ও বাউলী, বন্ধন দাও বনবিবির, দোহাই দাও—গুলাল বিবি—ইব্রাহিমের ; দোহাই দাও দণ্ডবক্ষ-নারায়ণীর, বন্ধন দাও—দক্ষিণ রায়ের। আজই শেষবারের মত মৌ আনতে চললাম।

বংশী ॥ (মন্ত্র) জয় বিবি রূপা দেবী, জয় বিবি ওর পরী
জয় জগবন্ধু মহাদেব, মনসা মাতা,
পুত্র যার দুধরাজ, মনি, ধনি, ভীম শঙ্খচূড়,
জয় জয় রক্ষা চণ্ডীমাতা
বন্ধন, বন্ধন দিনু কালীমায়া কামেশ্বরী,
কালী আর বুড়ি ঠাকরুণ পদ স্মরী।
গাজী সাহেব, পীর চাওয়ার পুত্র যার রামগাজী
বন্ধণ, বন্ধন দিনু কালু গাজীর নামে ॥
মোব্‌রা গাজীর চেলা বংশী বাউলী আমি,
বন্ধন বান্ধিলাম গাজীর নামে ॥

[নেপথ্যে রতনের গলার গান শুনা গেল—
‘ সইলো তোর তরে হইলাম বনবাসী-’]

গোরা ॥ হাঁ করে কি শুনছো মুরুব্বী।

বংশী ॥ রতনের এই গানটায় বুকে জ্বালা ধরে। একটা শোষানি মত লাগে বুকে—

গোরা ॥ বুকের শোষানি পরে শুনো। আগে বন্ধন দাও, ও তো গেল বলে গহীনের মাঝে।

বংশী ॥ ‘এড়োজাল সীমানা করিল দক্ষিণেতে,
তা বাদে পৌঁছিল বিবি ‘ভবানীপুরে-তে,
রাজপুরে গেল বিবি খাল পার হইয়া,
তাহা বাদে বিয়াড়িতে পৌছিল যাইয়া
মাখাল-গাছা’-য় গেল সেখান হইতে
করিয়া বাদার সৃষ্টি পৌছে আসারি’-তে,
‘ময়নাডাঙা’ সে আনলানি সৃজন করিল
তাহা বাদে ‘হাসনাবাদে’ যাইয়া পৌছিল।

সেখানে 'পাটালি গ্রাম' 'কাটাখালি' গিয়া
বসাইল ছাঁটি বাদা সরূহদ্দ করিয়া,
তোমরাই দয়ায় বনবিবি বন্ধন জড়িনু
তারি সাথে কেঁদোখালি'র দক্ষিণরায়েরে স্মরিণু॥

আজ মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল রে গোরা। একা একা রতন গেল, আর আমরা সবাই বসে বসে দিন গুজরাব—কাজটা ভাল হ'ল না।

গোরা॥ বসে বসে দিন গুজরাব কেন? আমিও চললাম—

[গোরাচাঁদ বিপরীত দিকে রওনা হইল]

বসে খাওয়া হারাম। আর রতন আমার দোস্ত, কাজেই বেইমানী আমি করব না। তবে বাউলী, আজই শেষ দিন। কাল ভোরে নৌকো খুলো কিন্তু, নইলে কাল আর বেরুব না।

[গোরাচাঁদের প্রস্থান]

ধর্মদাস॥ জন্মের শোধ আজ ঘুরে আয়, তার পর কালের কথা মুখে নিস্। বাঘের পাল্লা দেখেছি গতকাল, কেউ শুনলো না সে-কথা—কেউ শুনলো না সে-কথা!

বংশী॥ খবরদার মাতব্বর! আজ শেষ দিনটায় তুমি শাপমান্যি করো না।

ধর্মদাস॥ শেষদিন, শেষদিন, শেষদিন বলে—রোজই হচ্ছে এই এক চিত্তির। আজ আমি যাব না, যাব না—

বংশী॥ না যাবে চুপ করে বসে থাক, শাপমান্যি করো না। বন্ধনীর জোর, মন্তরের জোর—সব কেটে যাবে। শাপমান্যি করলে অঘটন ঘটে যেতে পারে—পিছন থেকে ডাক কাড়লে—

ধর্মদাস ॥ অঘটন ঘটে যেতে পারে! তাইতো তুমি চাইছো বংশী! যা'তে আমাদের দু'টোর একটার অঘটন ঘটে—আর তোমাদের বখরায় বেশী করে লাভ হয়!

বংশী ॥ ধর্মদাস! মুখ সামলে কথা বলবে। বাউলীর নামে এতবড় অপবাদ দাও তুমি! মুখ তোমার খ'সে পড়বে।

ধর্মদাস ॥ খ'সে যাক আমার মুখ—তবু জানটা বাঁচুক। হাটে বাজারে সর্বত্র গিয়ে বলে দেব, বনকরের সীমানা ছাড়িয়ে অথান্তর গহানে বাঘের মুখে নিত্যি আমাদের ছেড়ে দিয়ে এই—এই বাউলা নিশ্চিন্দি হয়ে নৌকোয় বসে বসে দিনের পর দিন তামাক ফুঁকেছে।

বংশী ॥ ধর্মদাস! রতনাকে চটিয়েছ, গোরাকে চটিয়েছ—আমাকে খুঁচিও না। বলছি তো, কাল ভোরে যাবই। এবাব শান্ত হও। জানি—মেহন্নতে, ক্ষিদায়, ভয়ে, শরীরের ক্লেশে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে; কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ হ'লে মরণের পাখা গজায়—সেটাও তুমি জেনে রেখো—

ধর্মদাস ॥ আর তুমিও জেনে রেখো বাউলী—কাল ভোরে যদি রওনা না হও, সারা মৌ-তে বিষ মিশিয়ে দেব আমি—

বংশী ॥ (ধর্মদাসকে জোর করিয়া ধরিয়া) খবরদার! তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছ! চুপ্!

ধর্মদাস ॥ চুপ কিসের? বিষ মিশিয়ে দেব মধুতে, আর বিষ-কাঁটা মারব রতনের বুকে।

বংশী ॥ (ধর্মদাসের মুখ চাপিয়া ধরিয়া) তুমি! তুমি সব করতে পার! বুদ্ধি তোমার ভ্রংশ হয়ে গেছে। আর তোমায় ছেড়ে রাখা যাবে না মাতব্বর। টাঙ্গি দিয়ে কেটে

তোমায় জলে ভাসাতেই হবে। আমি বাউলী, তুমি আমার জঙ্গলের চেহারা দেখনি মাতব্বর !

[বংশী টাঙ্গি হাতে ধর্মদাসকে খালের ধারে টানিতে লাগিল]

ধর্মদাস ॥ বংশী !

বংশী ॥ এস ! এস ! এস—

[পর পর বন্দুকের তুইটী গুলির আওয়াজ হইল। দূর হইতে উচ্চকণ্ঠে গান গাহিতে গাহিতে জনৈক ফকিরের মঞ্চে প্রবেশ।]

ছোটপীর আর বড়পীরের দ্বন্দ্ব উপজিল।
হাতা দিয়া থাকা নিয়া বিরোধ বাঁধিল ॥
মানিকপীর বলিল ভাই রাগ উপশম।
দয়া না করিলে পূজা পাবে কি রকম ॥
ছোটপীরের মিনতিতে সন্তোষ হইয়া।
গজ-পীরের গোঁস্‌সা গেল ত্বরিতে মুছিয়া ॥
দেখাইতে লীলা খেলা জগত সংসারে।
গজ-মানিক উপজিল কিনু ঘোষের দ্বারে ॥
কিনু ঘোষের বহু (বউ) ছিল তুয়ারের ধারে !
ফকিরে আসিতে দেখি লুকাইল ঘরে ॥
মানিকপীর বলে, 'মা গো কিছু ভিক্ষা চাই'।
উত্তর দিল ঘোষজায়া, 'ঘরে কিছু নাই' ॥
আধমন তুগ্ধ তার গোহালেতে ছিল।
মিছা বলি ঘোষান তবে মানিকে ভাঁড়াল ॥
ভিখারীর বেশে আল্লা আর ভগবান।
জগতের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চেয়ে যান ॥
তাঁরই সৃষ্টি সাধু-সন্ত সাঁই ও ফকির।
মুস্কিল আসান লাগি আজ দ্বারে মানিকপীর ॥

ফকির ॥ বাবা, মুস্কিল আসান কর—ঝগড়া কাজিয়া বন্ধ কর। জঙ্গলে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করতে নাই। জঙ্গলে মোমিনে হিন্দুতে বিবাদ করতে নাই। এখানে আল্লা রসুল আর ভগবান নারায়ণ ভাই ভাই হয়ে বাস করে বাবা! বাবা, মুস্কিল আসান কর—দোহাই মানিকপীর।

বংশী ॥ কাজিয়া বিবাদ করব না পীর, তোমার কথায় চেতন পেয়েছি। তবে আসানও করতে পারলাম না। তপিলদার নাই—তপিল তার কাছে—

ধর্মদাস ॥ দিয়ে দাও না বংশী একটু মোম আর মৌ—

ফকির ॥ দাও বাবা দাও, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। মানিক তোমার আশা পূরণ করবেন—

বংশী ॥ মৌ আর মোম, চাল আর পয়সা—সবই তপিলদারের বাবা। এক মাসের জায়গায় তিনমাস বনে কাটাচ্ছি—আমাদের কারো কাছে কিছু নেই। আমি বাউলী এই নৌকোর, তপিলদারের দ্রব্য চুরি করে তোমায় দিতে পারি না বাবা!

ফকির ॥ সাঁই ফকিরের সেবার জন্যে তোমার তপিলদার কিছু রেখে যায় না?

ধর্মদাস ॥ রাখবে কি? দু'মাস ধরে আধ-পেটা খাওয়াচ্ছে। বাউলীর হুকুম অমান্য করে! জানো ফকির, ও কাউকে বিশ্বাস করে না; এমন কি বাউলীকেও না। বলে,—'ভরসা আমার বুকের পাটা আর কব্জির জোর!'

ফকির ॥ বড় অহঙ্কার তো তোমার তপিলদারের!

বংশী ॥ না না, ও ছেলে-মানুষ!

ধর্মদাস ॥ ছেলে-মানুষ কিসের? ওর অহঙ্কার। দেব-দেবী, মন্তর-তন্তর, পীর-পয়গম্বর কিচ্ছু মানে না। বলে,—সব জালিয়াতি; বলে,—সাঁই-ফকির রোজা-বাউলী—সব ঠগ, সব জালিয়াৎ—

ফকির ॥ নিকেশ হবে, ধ্বংস হবে—এই অহঙ্কার চূর্ণ হবে—

বংশী ॥ ফকির!

ফকির ॥ কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে কাফনে ঘুমুবে। গরম রক্ত বাঘের পেটে যেয়ে ঠাণ্ডা……

বংশী ॥ ফকির, শাপ-সাপান্ত করো না। ওকে জঙ্গলে আমি এনেছি—

ফকির ॥ গজ ফকিরের রোষে তার নিকেশ হয়ে যাবে—

[বাঘের ডাক শোনা গেল।]

জলিল ॥ (নেপথ্যে) আল্লা-মা ফকির—

ফকির ॥ হো-হোই……

জলিল ॥ (নেপথ্যে, কিন্তু খুবই নিকট হইতে) 'ফকির'—

ফকির ॥ হোই—

[জলিল কাঠুরিয়ার দ্রুত প্রবেশ।]

জলিল ॥ এই যে ফকির বাবা, গোড় ধরি মোনাজাত করি বাবা। বেঁচে যে আছি বাবা খোদা তালার দয়ায় তাহাই মঙ্গল!

ফকির ॥ হ'ল কি?

জলিল ॥ হাসনাবাদে যাবে বলেছিলে না?

ফকির ॥ হ্যাঁ!

জলিল ॥ তবে আর দেরী করো না—শীগ্‌গীর আমার সাথে

এসো। পুলিশ-বোট ফিরছে হাসনাবাদে। এস বাবা, চব্বিশ ঘণ্টায় পৌঁছে যাবে তোমার দরগায়। এক্ষুনি ছাড়বে বোট। নতুন শিকারী নিয়ে আসতে যাচ্ছে সদর থেকে।

ধর্মদাস ॥ কেন জলিল ? কেন ?

জলিল ॥ এই মাত্তর, এই রশিটাক্ দূরে—এই খাড়ির বাঁক থেকে একটা মানুষকে বাঘে নিয়ে গেল !

ফকির ॥ ইয়ান্ আল্লাহ্, বিস্মিল্লা—খোদা রসুল।

বংশী ॥ কোন্ খাড়ির মুখে জলিল ?

জলিল ॥ ঐ খাড়ির মুখে। লোকটা চাকের মোম আর মৌ জোগাড়ে বেরিয়েছিল। সট্ করে খাড়ির মুখ থেকে বাঘে ধরে নিলে বেটপ্কা, তারপর কাঁধে ফেলে ছুট। পুলিশ-বোট থেকে দাঁড়িয়ে সবাই দেখলাম। গায়ে কাঁটা দিয়ে গেল। দারোগাবাবু গুলি করলে দু'-দুটো ! আওয়াজ শোন নি ?

ধর্মদাস ॥ শুনেছি, তারপর ?

জলিল ॥ তারপর আর কি ! গুলি লাগে নি। আরে—শিকার ধরা বাঘ আর হাওয়াই জাহাজ—মানুষে নাগাল পায় নাকি কখনও !

বংশী ॥ পুলিশ-বোটে দাঁড়িয়ে দেখেছ বলছ········লোকটা দেখতে কেমন জলিল ?

জলিল ॥ তাজা জোয়ান, তামাটে রং—এক হাতে বল্লম, আর হাতে মৌয়ের কলসী। যেমন ভাবে ধরা ছিল তেমনি ভাবে ধরাই আছে। ঝাঁকড়া চুল, খাটো করে-পরা ধুতি পরনে—গামছা টামছা নয়। (ফকিরকে) এস বাবা।

ধর্মদাস ॥ রতনরে—রতন—

বংশী ॥ বাবা ফকির! এ তুমি কি অভিশাপ দিলে বাবা! মুখের কথা বেরুতে না বেরুতেই এমন সর্বনাশ ঘটে গেল!

ফকির ॥ শাপান্ত করতে চাইনি বাবা! তোমাদের লোকের প্রাণ যাক তা চাইনি বাবা! রতন না কি বললে, তার যে এমন অঘটন ঘটবে—এ আমি ভাবিনি বাউলী!

[দূরে ষ্টীম-বোটের সিটি শোনা গেল।]

জলিল ॥ চল বাবা, দাঁড়িয়ে যদি থাক তবে বোট চলে যাবে কিন্তু—

ফকির ॥ চল চল············

বংশী ॥ শোন! শোন ফকির, সর্বনাশ যা করলে তা তো করলেই, কিছু মন্তর তন্তর বলে যাও—যাতে ফিরে আসে—

ফকির ॥ এর আর মন্তর নেই বাবা! খোদা রসুলকে ডাক!

বংশী ॥ কাল ভোরে আমাদের দেশে ফেরার কথা ছিল (কিন্তু) একি হ'ল! ···ধর্মদাস, ধর্মদাস—বুদ্ধি বল—কি করি—

জলিল ॥ চল ফকির।

ফকির ॥ চল চল। চল্‌লাম বাউলী।

বংশী ॥ চলে যাচ্ছ? যদি আমার দেশের কেউ শুধায়, এ-সব কথা বলো না। বলো,—তাদের কাল পরশু ফেরার কথা আছে। বুঝেছ···?

[জলিলের সঙ্গে ফকিরের প্রস্থান।]

ধর্মদাস, ধর্মদাস! আর কিছু বলতে হবে দেশে?

ধর্মদাস ॥ কিছু বলতে হবে না। বংশীবদন, তুমি বিশ্বাস করো,

সত্যি সত্যি রতনকে আমি কোনদিন খুন করতে চাইনি। আমার মনোবাঞ্ছা আমি এ-ভাবে মিটাতে চাইনি—

বংশী ॥ তা কি আর জানি না মাতব্বর। তুমি আমি রতন গোরা কি আলাদা? আলাদা নয়। রোদের তাপে মাটি যেমন ফেটে আলাদা হয়, দুঃখের তাতে আমরাও তেমনি আলাদা হয়ে পড়ি। আবার যখন বর্ষা আসে—জমিন যখন সরস হয়, সে মাটির সব ফাটল বুজে যায়। সবাই আমরা এক—সেকি আমি জানি না মাতব্বর! ···কিন্তু···আর কি বলতে হবে দেশে বলে দাও—।

ধর্মদাস ॥ তুমি যা বলেছ তাই। আমরা সবাই ভাল আছি—।

বংশী ॥ সবাই ভাল আছে! ···ও হো-হো—সে-কথা তো বলিনি! (হঠাৎ দৌড়াইয়া গিয়া খালের পাড়ে দাঁড়াইয়া সচিৎকারে) ও আউলিয়া বাউলিয়া, ও মানিকপীরের ফকির! আমাদের কথা যদি কেউ শুধায়,—বলো,—সবাই ভাল আছে। বংশীবদন, ধর্মদাস, গোরাচাঁদ আর রতন—বলো,—রতন খু-ব ভাল আছে, রতন খু-ব ভাল আছে।

[দৃশ্য শেষ।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[সনাতন মণ্ডলের বসতবাটীর উঠান। ইঁটের পাকা বাড়ী, সিমেণ্ট-বাঁধান দাওয়া। দাওয়ার উপর শাল কাঠের খুঁটি ও ফ্রেমের উপর টিনের চাল। উঠান ভাল করিয়া গোবর দিয়া নিকান। এক কোণে মড়াইয়ের কিয়দংশ দৃশ্যমান। সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা চতুর্দিক পরিবেষ্টিত। বাহিরে যাইবার দরজা দর্শকদের দক্ষিণ দিকে। ঘরের মধ্যটা অন্ধকার। বাহির হইতে প্রায় কিছুই দেখা যায় না, তবে মঞ্চ মধ্যে ঘরের যে দরজাটা দেখা যাইতেছে, তাহা খোলা থাকিলে কখনও কখনও ময়নাকে দেখা যাইলেও যাইতে পারে।

এক হাতে জলন্ত হুকা ও অন্য হাতে একটা শাবল লইয়া সনাতন মণ্ডল উঠানে দণ্ডায়মান। সে মাঝে মাঝে তামাক টানিতেছে আর পা মাপিয়া মাপিয়া শাবল দিয়া দাগ কাটিতেছে।]

সনাতন॥ কোথায় গেলি! ও ফড়িং! দেখি এদিকে আয়। ভাল করে দাগ মেরে শাবলটা তুলে রাখ ফড়িং।

ফড়িং॥ (নেপথ্যে) এইতো, আমি এখানে—

সনাতন॥ তা—ওখানে কি করছিস্—মড়াইয়ের পেছনে? আয় —আয় এদিকে আয়……।

ফড়িং॥ (মুখ বাড়াইয়া) আমার লজ্জা করছে যে ওখানে যেতে—

সনাতন॥ লজ্জা! বলিস কিরে! তোরও লজ্জা! আয় দেখি —আবার লজ্জার কি হ'ল?

ফড়িং॥ বাবা, কাপড়টা খুলে যাচ্ছে—ভাল করে বেঁধে দাও তো?

[কাপড় সামলাইতে সামলাইতে ফড়িং-এর প্রবেশ।]

সনাতন ॥ কি আশ্চর্য। তুই কাপড়টা পর্যন্ত—

ফড়িং ॥ এতবড় কাপড় আমি পরেছি নাকি কখনও?

সনাতন ॥ পরেছি নাকি কখনও! কখনও পরিসনি বলে চিরকাল গামছা পরেই কাটাবি, না?

ফড়িং ॥ আমায় বকো না বাবা—তা' হ'লে কিন্তু আমি কাপড় খুলে ফেলব—

সনাতন ॥ সর্বনাশ! সর্ব্বনাশ করে দেখ! হারামজাদা, তুই দিগম্বর হয়ে থাকবি নাকি? না বাবা ফড়িং, ছি! বাড়ীতে অতিথি আছে; তুমি ভাল হয়ে থাকবে—সভ্য ভব্য হয়ে থাকবে। একেবারে বোকামি করবে না, বুঝেছ?

ফড়িং ॥ হুঁ!

সনাতন ॥ যাও—শাবলটা রেখে এস দিকি!

ফড়িং ॥ শাবল দিয়ে কি হবে বাবা?

সনাতন ॥ গর্ত খোঁড়া হবে—

ফড়িং ॥ গর্ত কেন খোঁড়া হবে বাবা?

সনাতন ॥ তোমার মুণ্ডুর জন্যে। এই গর্ত খোঁড়া হবে—বাঁশ পুঁতে চাঁদোয়া খাটান হবে বলে।

ফড়িং ॥ কেন?

সনাতন ॥ আজ পাকা কথা, আশীর্বাদ হবে কিনা।

ফড়িং ॥ বিয়ে হবে না?

সনাতন ॥ হবে। যা তো ওটা রেখে আয় দিকি।

[ফড়িং রওনা হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল।]

ফড়িং ॥ বাবা, ওই যে বুড়ো ও-ঘরে আছে না—ওকে আমি

জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে বলেছি, 'দাদু, কেমন আছ' ?

সনাতন ॥ দেখ দেখ! তোকে আমি বারণ করেছি না ও-ঘরে যেতে—

ফড়িং ॥ ঘরে যাব কেন ? জানালা দিয়ে বললাম, তাইতে বুড়ো আমায় ডাকলে ; জিজ্ঞাসা করলে, নাম কি ? তারপর বললে, 'আমায় দাদু বলছো কেন' ? আমি বললাম, তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বাবার বিয়ে হবে যে। শুনে বুড়োটা হাউ-হাউ করে কেঁদে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরলে—আর ছাড়তে চায় না।

সনাতন ॥ ইস্‌স্‌! ওর মেয়ে ছিল না তো সেখানে ?

ফড়িং ॥ হুঁ, ছিল বাবা। ওর মেয়েকে বললুম, তোমাকে না—বিয়ে না হ'লে মা বলতে লজ্জা করে। মেয়েটা বল্‌ল, 'তোমাদের আবার লজ্জা আছে না কি ?' আমি বল্‌লুম, আমার কাউকে লজ্জা নেই। তবে বাবা বড় কাপড় কিনে দিয়েছে—আর তোমাদের লজ্জা করতে বলেছে—

সনাতন ॥ এ্যাঁ! এই সব বলে ফেললি ? তুই এ-সব কথা বলতে গেলি কেন ? কে বল্‌লে তোকে এ-সব ?

ফড়িং ॥ ওঃ আমি যেন জানি না! তোমার সঙ্গে ঐ মেয়েটার বিয়ে হবে না বুঝি ? আমাকে ফাঁকি দিতে এসেছে! ভেবেছ পিসীমা বলেনি বুঝি আমাকে কিছু ?

সনাতন ॥ (ব্যঙ্গ কণ্ঠে) পিসীমা বলেনি বুঝি আমাকে ? ফের যদি তোমাকে ও-ঘরে যেতে শুনেছি তো······

ফড়িং ॥ পিসীমা! ও পিসীমা! ও পিসীমা—

সনাতন ॥ কি হ'ল কি ? ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস্‌ কেন ?

ফড়িং ॥ বাবা আমাকে বকছে পিসীমা, দেখে যাও একবার, দেখে যাও—

সনাতন ॥ বকবে না আদর করবে! ব্যাটা গোমুখ্যু! জ্যান্ত বৃষকাষ্ঠ—

[এলোকেশীর প্রবেশ।]

এলোকেশী ॥ কি হ'লো রে ফড়িং? এমন করে কাঁদছিস্ কেন বাবা?

ফড়িং ॥ বাবা আমাকে মারতে যাচ্ছিল—

সনাতন ॥ শোন্ কেশী, শোন্ একবার তোর আহুরে ফড়িং-এর কথাখানা! যা না, হাঁ করে শুনছিস্ কি? শাবলটা রেখে আয়—

ফড়িং ॥ ইস্, চলে গেলে তুমি যদি আমার নামে মিথ্যে মিথ্যে নালিশ করো—

সনাতন ॥ শোন্, শোন্—ওকে মারছি, ওর নামে মিথ্যে বলছি—নাই দিয়ে দিয়ে কি করেছিস দ্যাখ। চোখ বুজলে ওর যে কি গতি হবে ভেবে আমি কূল পাই না!

এলোকেশী ॥ ওঃ ফড়িং—যা, একটু ফাঁকে থেকে ঘুরে আয় দেখি। বেটাছেলে অত দিনরাত বাড়ীতে থাকতে নেই। যা—আমার দাওয়ায় গিয়ে বোস্। দরজা কপাট সব হাঁ করে খোলা আছে, যা—(ফড়িং শাবলটা হাতে লইয়া একটু পরেই দুরুম করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল।)

এলোকেশী ॥ ওই দ্যাখ, হাতটাত কেটে খুন হবে একদিন, বলি শাবলটা নিয়ে কি করছিলি আবার?

ফড়িং ॥ (যাইবার মুখে ফিরিয়া) শাবল দিয়ে আমি কি করবো?

বাবাই তো শাবল দিয়ে বিয়ের জন্যে খুঁটি পুঁতছিল।

[ফড়িং-এর প্রস্থান।]

সনাতন ॥ শোন্ শোন্! একবারে যা-ই মুখে আসে তাই বলে! কি করেছে জানিস্?

এলোকেশী ॥ কি করেছে?

সনাতন ॥ বৈরাগী আর ওর মেয়েকে বলেছে এই সব কথা।

এলোকেশী ॥ বটে!

সনাতন ॥ আর বলে,—তুই-ই নাকি ওকে এ-সব বলেছিস্।

এলোকেশী ॥ বলেছিই তো। ওই কচি ছেলেটাকেই তো সৎমায়ের ঘর করতে হবে। ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে না ব্যাপারটা?

সনাতন ॥ তা ঠিক। তবে—ওদের গিয়ে বলে ফেলল···

এলোকেশী ॥ বলেছে ভাল করেছে; কাজ তোমার এগিয়ে গেছে দাদা। ভরসা করে মুখ খুলে তুমিও বলতে পারছো না, তোমার কোবরেজও তা-না-না-না করছে; আর আমি যাও বা ঠারেঠোরে বলেছি—মাগী যেন বুঝেও বুঝতে চায় না। হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ন্যাকার মত, যেন কচি খুকিটি—কিছুতেই রাজী হয় না। মুখই খোলে না!

সনাতন ॥ এলোকেশী, কোন উত্তর দেয় না—না?

এলোকেশী ॥ উত্তর দেবে! ঠ্যাকার কত! দশ কথা বললে—তবে একটার উত্তর দেয়।

সনাতন ॥ তা' হলে আজ আর পাকা কথাটা······মানে—আশীর্বাদটা হয়ে উঠবে না, কি বলিস্? তবে বেরিয়ে পড়ি তাগাদায়—কি বলিস্?

এলোকেশী ॥ তাই বেরিয়ে পড় দাদা। তাই কর দাদা—সোনাকুলি, স্যাঁকড়া হাটির তাগাদা দু'টো বরং সেরে ফেল।

সনাতন ॥ কি আর করা! তবে আজ দিনটা ভাল ছিল, তা' ছাড়া তুই এ-ব্যাপারটা নিয়ে এত হন্যে হচ্ছিস! ভাবছিলাম—আশীর্বাদের দিন তোকে দু'ভরির একছড়া হার দেব। সেটা পেছিয়ে গেল। ভাবছিলাম—মন না মতি—হেঁ-হেঁ-হেঁ!

[প্রস্থানোদ্যত]

এলোকেশী ॥ ও দাদা, বলি—সাবেকি নমুনার গোট বিছে—না হালফিলের ফাঁস গাঁথনি ?

সনাতন ॥ অত নমুনা কি বুঝিরে ? দু'ভরি সোনা আছে তাই জানি। কিন্তু ঘরের মধ্যে কোবরেজটা কি করছে এতক্ষণ বসে! ও যে বেরুবার নামও করে না। যাক্‌গে—তুই গিয়ে ছাখ—আমি চলি।

এলোকেশী ॥ দাঁড়াও দাদা! বলি ব্যাপারটা রোজ রোজ ফেলে রাখা ঠিক নয়। আজই আশীর্বাদ হয়ে যাক্। বলব আজ পষ্টাপষ্টি, হয়ে যাক একটা হেস্ত নেস্ত। বলি ভয় কি? তুমি কিছু একটা অপাত্তর নও। তোমার হাতে পড়লে বর্তে যাবে! কেন? এত দেমাক কিসের? ও কোবরেজ মশাই, কোবরেজ মশাই!

সনাতন ॥ ও এলোকেশী, বলি চামুণ্ডা মূর্তি ধরিসনি। মানে—একেবারে বেঁকে বসে না যেন। মানে—আমিই—হেঁ-হেঁ—গোড়ায় একটু কাঁচা চাল দিয়ে ফেলেছিলুম।

এলোকেশী ॥ আমি সব পাকিয়ে দিচ্ছি। ও কোবরেজ মশাই।

[কবিরাজ মহাশয় হন্তদন্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন।]

কবিরাজ ॥ কি হয়েছে ? কি হ'ল মোড়ল মশাই—?

এলোকেশী ॥ হয়নি কিছুই। কিন্তু বলি হচ্ছে কি ? বলি—কোন পাচনের জাবর কাটা হচ্ছিল ?

কবিরাজ ॥ এ কেমন ধারা কথা তোমার গো মেয়ে ! মানে—কি বলতে চাইছ ?

সনাতন ॥ কেশী, দাঁড়া আমি বলি। কোবরেজ, রোগী তোমার কেমন ?

কবিরাজ ॥ উপশম হচ্ছে না, নাড়ী কিঞ্চিৎ ক্ষীণ। তবে এই ওষুধেই উপশম হবে, কিন্তু মনের জোরটা বাড়াতে হবে—

সনাতন ॥ মনের জোরও বাড়াতে হবে ! যে কথাটা তোমায় বলতে বলেছিলাম, সেটা বললে হয়তো মনে জোর ······

কবিরাজ ॥ মোড়ল মশাই, লোকটা খালি মুখ ভার করে আছে, মনে হয় গোপনে যেন কান্নাকাটি করছে। এই অবস্থায় কি ও-সব প্রস্তাব করা যায় ?

এলোকেশী ॥ তবে আপনাকে টাকা দেওয়া হচ্ছে কেন ?

কবিরাজ ॥ শোন গো মেয়ে, টাকা দেওয়া হচ্ছে চিকিৎসার জন্যে। আমি ঘটক নই—আমি বদ্যি।

এলোকেশী ॥ বদ্যি না গো-বদ্যি ! বুদ্ধি থাকলে বুঝতে—দাদা টাকা দিচ্ছে ঘটকালির জন্যে। চিকিৎসার জন্যে নয়—

কবিরাজ ॥ থাম গো মেয়ে। মোড়ল মশাই—!

সনাতন ॥ মানে — কেশী বলছিল, আজ দিনটা ভাল ছিল—আজ আশীর্বাদটা হলে······

কবিরাজ ॥ এ অবস্থায় রোগীকে এ-সব কথা বলা যায় না। তা'ছাড়া আপনি একজন প্রবীণ ব্যক্তি হয়ে ওই কিশোরী

মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাইলেই তার বাপের মনে আঘাতটা কেমন বাজবে একবার ভেবে দেখুন তো !

সনাতন ॥ তা—আঘাত লাগতে পারে বৈকি ! কিন্তু কোবরেজ, হেঁ-হেঁ-হেঁ, এ-কথাটা তুমিই বলেছিলে—

কবিরাজ ॥ আমি বলেছিলাম ! ও হ্যাঁ, বিলক্ষণ। আমি বলেছিলাম যে, আপনার বিবাহ বরং সমর্থন করা যায়, কিন্তু আপনার জড় ছেলে—ওই ফড়িংয়ের বিবাহ আয়ুর্বেদ মতে (কিছুতেই) সমর্থন করা যায় না। তা'ছাড়া নিতাইকে আপনিই বলেছিলেন, ফড়িংয়ের সঙ্গে ময়নার বিয়ের কোন বাধ্যবাধকতা রইল না।

এলোকেশী ॥ বেশ, দাদা তো সে-কথা রেখেছে। ফড়িংয়ের সঙ্গে তো (আর) বিয়ে হচ্ছে না। তা'হলে দাদার সঙ্গে বিয়ের কথাটা পাড়ুন না।

কবিরাজ ॥ তুমি থাম মেয়ে !

সনাতন ॥ কিন্তু—তুমি প্রস্তাব তুলবে বলেছিলে—

কবিরাজ ॥ বলেছিলাম ; ভেবেছিলাম, প্রস্তাব তুলব তুলব করে আপনাকে ক'টা দিন ঠেকিয়ে রাখব—

সনাতন ॥ ওঃ ! আমার উপরেও চাল চেলেছিলে !

কবিরাজ ॥ চেষ্টা করেছিলাম। কারণ—ওদের এখানে আনার ব্যাপারে আমিও কিছুটা দায়ী। তবে আপনার সদিচ্ছাকে কোন সময় চক্রান্ত বলে ধরতে পারিনি। তাই বলেছিলাম, এখানে এলে চিকিৎসা ভাল হবে ! আর সে-চেষ্টাও করেছিলাম—যাতে সত্যি বৈরাগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হ'য়ে উঠতে পারে। কিন্তু সবই বানচাল হয়ে গেল। তবু আপনার

সঙ্গে ময়নার বিয়ের প্রস্তাব আমি করতে পারব না! আমি চললাম—

সনাতন ॥ কোবরেজ! হেঁ-হেঁ-হেঁ, আমি—আমি তো নিতাই বৈরাগী নই—আমার নাম—সনাতন মণ্ডল।

কবিরাজ ॥ মানে!

সনাতন ॥ তোমায় যখন মধ্যস্থ করেছি, আশার্বাদের দিনটা তোমায় ঠিক করে দিয়ে যেতেই হবে ; আর আশীর্বাদের সময় থাকতেও হবে—

কবিরাজ ॥ এ দস্তুর মত অন্যায় কাজ, এ রাক্ষস বিবাহ। আমাকে লোকে এখনও সম্মান করে।

সনাতন ॥ তোমাকে লোকে সম্মান করে বলেই তো এ-কাজটা করবার জন্যে তোমার পেছনে টাকা খরচা কবতে হ'ল। দরকার হয়—আরও কিছু না হয়—

কবিরাজ ॥ আমি চললাম মোড়ল মশাই। আমার এ-সব কথা শোনবাব একতিল প্রবৃত্তি নেই।

এলোকেশী ॥ প্রবৃত্তির কথা আর বলবেন না। আপনার সব কীর্তী-কথা···হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব—

কবিরাজ ॥ মানে—কি বলছ তুমি মেয়ে?

এলোকেশী ॥ ধমকাচ্ছেন কিসের? কিসের ভয় আপনাকে? ঘরের মধ্যে একটা সোমত্ত মেয়ের সঙ্গে আপনার কিসের এত গুজ্-গুজ্ ফুস্-ফুস্?

কবিরাজ ॥ কি করছো মেয়ে? এ-সমস্ত বদনাম! মানে—আস্তে —কথা বল। লোক জমে যাবে যে—

এলোকেশী ॥ লোক জমবে না তো কি? মাথা কামিয়ে ঘোল

- ঢেলে ছেড়ে দিতে হয়। বুড়ো মিনসে, রোগী দেখার নাম করে একটা বয়স্থা গেরস্থ মেয়ের সর্বনাশ করতে লজ্জা করে না তোমার ?

কবিরাজ ॥ মোড়ল মশাই, এ কি ব্যবহার! এ কি অন্যায় কথা বলছে আপনার বোন্ ?

সনাতন ॥ বলেছি তো কোবরেজ, আমার নাম নিতাই বৈরাগী নয়, আমার নাম সনাতন মণ্ডল! ওকে বারণ করব কি ? সত্যি যদি তোমার কোন বেচাল ও দেখে থাকে—মানে—মেয়েদের চোখ তো—

এলোকেশী ॥ আমার চোখ এড়াবে ভেবেছ মিনসে? আমি হচ্ছি—কড়ে রাড়ী! এত বচ্ছর পর্যন্ত ব্রহ্মচারীর জীবন আমার! আমার চোখে ফাঁকি ?

কবিরাজ ॥ ও দোহাই তোমার মেয়ে—থামো—থামো! নিতাই, শোন একবার কথাটা। (গৃহাভ্যন্তরে গমনোদ্যত)

এলোকেশী ॥ ঘরে ওঠো না একবার, দিচ্ছি সব শুদ্ধ শেকল তুলে—

কবিরাজ ॥ নিতাই, নিতাই, শোন—শোন একবার কথাটা এদের। আমি নাকি—তুমি তো ঘরে ছিলে বৈরাগী ; একবার এস, বল এদের—

[নিতাই বৈরাগী টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল।]

নিতাই ॥ কি হয়েছে—কোবরেজ মশাই কি হ'ল ?

এলোকেশী ॥ হবে আবার কি? তোমরা জাত-বোষ্টম—না ভেকধারী ? লজ্জা নেই তোমাদের ?

কবিরাজ ॥ মেয়ে, তুমি থামো। এ অসুস্থ! সৎলোক বৈরাগী—

এলোকেশী ॥ বলি তোমার মেয়ের সঙ্গে কোবরেজের কিসের

এত ফষ্টি-নষ্টি ?

নিতাই ॥ রাধে···রাধে···! এ-সব কি কথা—?

এলোকেশী ॥ সব বোঝাচ্ছি। লোক জড় করে ঝেঁটিয়ে সব বিদেয় করছি। বিয়ে দিতে পারনি মেয়ের সময় মতন··· ?

নিতাই ॥ আমি অক্ষম, অশক্ত লোক······

এলোকেশী ॥ অক্ষম ! ঘরে মেয়ে পুষছিলে কেন ? অক্ষম—তো বাইউলী করে দাওনি কেন ? ভরায় তুলে দাওনি কেন মেয়েকে ?

নিতাই ॥ মোড়ল মশাই, কি অপরাধ করেছি আপনার কাছে যে, এই ভাবে মেয়েটার সম্পর্ক নিয়ে···আমি তো আপনাকে বলেছিলাম···আপনার ছেলের সঙ্গে···

এলোকেশী ॥ ইস্—ফড়িংয়ের সঙ্গে ? ওই নচ্ছার মেয়ের সঙ্গে আমার ফড়িংয়ের বিয়ে ! কক্ষনো না—

কবিরাজ ॥ তোমাদের ফড়িং ! সে বুঝি মানুষ ? একটা জড়, একটা অন্ধ পশুর সামিল।

এলোকেশী ॥ বেশ বেশ, সে যা আছে—ঘরে আছে। সে তো যাচ্ছে না তোমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে ! জানি না বুঝি তোমার মেয়ের কাণ্ড ! শুধু কি কোবরেজ ? এর আগে ভোর বেলায় আঘাটায় শুয়ে থাকতে দেখেনি তাকে লোকে ?

নিতাই ॥ মোড়ল মশাই, ওকে থামতে বলুন। আর—যা হয় আপনি একটা বিহিত করুন—

এলোকেশী ॥ কে যাচ্ছে তোমাদের কথার মধ্যে থাকতে ? আমার ঘর-দোর আতুর পড়ে আছে, আমি চললাম। শোন দাদা, ফড়িংয়ের নাম যেন এর মধ্যে আমি শুনতে না

পাই। বেনোজল ঢুকিয়েছ তুমি—সেই নোনা জলে যদি হাবুডুবু খেতেই হয়, যদি সম্মান বাঁচাতে টোপর মাথায় দিতেই হয়—সে দেবে তুমি, তাব মধ্যে আমাব ফড়িংকে জড়াতে পারবে না। (দ্রুত পদক্ষেপে প্রস্থান)

নিতাই ॥ মোড়ল মশাই, আপনিই বরং ময়নাকে বিয়ে করুন।

সনাতন ॥ আমি! সে কি করে হয়!

কবিরাজ ॥ কেন? আপনাব জড় ছেলেব চাইতে বরং আপনার সাথেই ময়নার বিয়ে আমি সমর্থন করি। আব আজই আপনি আশীর্বাদের দিন ঠিক করুন।

সনাতন ॥ আমি—মানে বৈরাগী······বলছিলুম কোবরেজের কথা—তোমার কথা আমি ফেলতে পাবি না। তা'হলে আজই আশীর্বাদ হবে—কি বল? মানে—কোন চালচুলো নেই আমার—সেই শিবের সঙ্গে উমার বিয়ের বৃত্তান্ত হবে যে—

[ইতিমধ্যে ময়না আসিযা সজলচক্ষে পশ্চাতে দাঁড়াইযাছিল।]

ময়না ॥ সে তো ভালই হবে মোড়ল মশাই—

নিতাই ॥ মা ময়নাবে—আমার অহঙ্কার ছিল, চোখের জল না ফেলে আমি সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে ভিখারী হতে পারব। তাই বোধ হয় ভগবান এমনি করে কাঁদিয়ে আমার কাছ থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নিলেন—

ময়না ॥ বাবা, তুমি কেঁদো না; তোমার অহঙ্কার বজায় থাকুক। তুমি তোমার ভগবানকে বলো, 'ছিনিয়ে তুমি নিয়েছ ঠাকুর আমার গায়ে জোর নেই বলে, কিন্তু আমিও হেরে যাইনি। দেখছ না—এত দুঃখেও কাঁদিনি, আমার চোখে জল নেই। আমায় হারিয়েছ ঠিক কিন্তু বশ করতে পারনি'—

নিতাই ॥ ওরে ময়না, ওরে মা, ওরে—যদি বুকের মধ্যেটা দেখতে পেতিস, তা'হলে বুঝতিস্, সেখানে কি আগুনটা জ্বলছে। তোর সর্বনাশ করে সেখানে কি আগুনটা জ্বলছে—

ময়না ॥ বাবা গো বাবা। কোবরেজ মশাই, একটু ধরুন এঁকে— (কবিরাজ মহাশয় নিতাইকে ধরিলেন।)

সনাতন ॥ আমি ধরব ?

ময়না ॥ থাক্ ; দরকার নেই। কোন দরকাব ছিল না মোড়ল মশাই এইভাবে আধমরা লোকটাকে দগ্ধানোর। অন্ধ বিশ্বাসে লোকটা আপনাকে তাঁর সব সম্পত্তি দিয়েছে। তাঁর বাড়ী, জমি, তাঁর তাবৎ সঞ্চয় ; তবু লালচ মিটল না আপনার ! তাঁর মনের শান্তি আর তাঁর মেয়ের মনের আনন্দটুকু ছিনিয়ে না নিলে আপনার সাধ মিটছিল না ! আপনি সুখী হবেন না—মোড়ল মশাই—আপনি সুখী হবেন না। ভগবান বলে যদি কেউ থাকেন আজ আশীর্বাদের দিনে আমি অভিশাপ দিচ্ছি, আপনার যেন সর্বনাশ হয়—আপনার যেন সর্বনাশ হয়। (ময়নার গৃহভ্যন্তরে প্রবেশ।)

এলোকেশী ॥ (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) দাদা গো দাদা ! শোন —শোন ! তোমাব সর্বস্ব গিয়েছে, সর্বস্ব গিয়েছে—তোমার স-ব টাকা বববাদ হয়ে গেল—সর্বনাশ হ'ল তোমার !

সনাতন ॥ এঁ্যা। টাকা গেল ! কোথায়—কোথায় ?

এলোকেশী ॥ ঐ যে—কি যেন নাম,—ও-গাঁয়ের খাতক তোমার ? —মাবা গেছে—শোন না, শোন—

সনাতন ॥ কে রে ? কে মরে আমার সর্বনাশ করলে ? বল্—বল্ বাবা, জোরে বল্—

ময়না ॥ জানতাম! জানতাম—সর্বনাশ হবে—

সনাতন ॥ জঙ্গলে কে—? বংশী বাউলী—?

[মাণিকপীরের ফকিরের প্রবেশ।]

ফকির ॥ না, সে নয়।

সনাতন ॥ তবে—? ধর্মদাস—? গোরাচাঁদ—?

ফকির ॥ না বাবা—ই তারা নয়—

সনাতন ॥ তবে—? রতন—?

ফকির ॥ হ্যাঁ, রতন—রতন।

ময়না ॥ না না না, রতন নয়, রতন নয়, রতন নয়।

ফকির ॥ হ্যাঁ বাবা, সেই রতন। তাকে বাঘে খেয়েছে। আর সবাই সহসা আসছে—তাদের শুধিয়ো, শুনবে—রতনকে বাঘে খেয়েছে।

ময়না ॥ না না ফকির, তুমি মিথ্যে করে বলছ! তুমি মোড়ল মশাইয়ের শেখান লোক—তুমি মিছে কথা বলছ। গোঁসাই মরতে পারে না ফকির—গোঁসাই মরতে পারে না। তাঁর সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই—তাঁর তো এতবড় ক্ষতি হতে পারে না! তুমি কিছু জানো না ফকির, তুমি কিচ্ছু জানো না। গোঁসাই যে আমার জন্যে পদ্ম-মধু নিয়ে আসবে। সেই মধু দিয়ে রাধারাণীকে স্নান করিয়ে চোখের জলে তাঁর পা ভিজিয়ে বলব, 'ঠাকুরাণী! তোর সঙ্গে তো আমার কোন বিবাদ ছিল না! তবে কেন আমায় এমনি করে মধুর স্বপ্ন দেখিয়ে আমার সব মধু বিষ করে দিলি! আমার সব মধু বিষ করে দিলি!'

[দৃশ্য শেষ]

সপ্তম দৃশ্য

[জঙ্গলের সেই পূর্বোল্লিখিত স্থান। পঞ্চম দৃশ্যের পুনঃ সংস্থাপন। রতনের বৈঠা উল্টো-ক'রে পোঁতা। তাহাতে গামছায় চাল বাঁধা। ডাঙায়-বসা শোকার্ত বংশীবদন, গোরাচাঁদ ও ধর্মদাসের দিকে আগাইয়া আসিযা—]

বংশীবদন ॥ কি গো মাতব্বর! সর্বনাশ যা হবার—তা' তো হ'ল ; এবার সবাই ওঠো—

ধর্মদাস ॥ বাউলী! রতন আমার ছেলে—রতন আমার অন্নদাতা। বাপের কাজ করেছে সে—ওর কথা মনে করে খালি কান্না পাচ্ছে আমার।

বংশী ॥ দ্যাখ ধমদাস, শাস্ত্রে আছে—

গোরাচাঁদ ॥ বাউলী! আসার পথে তুমি শাস্তরের কত না গল্প বলেছিলে, জঙ্গল বন্দী করতে পার—বাঘকে জ্বালাবাণ, পালাবাণ, ঘরবন্দী বাণ মারতে পার ; কত বাণ তোমার জানা আছে! কই—কিছুই তো হ'ল না! রতনকে তো বাঘের মুখ থেকে বাঁচাতে পারলে না! তুমি বাউলী, শাস্তর মন্তরে তো কিছুই করতে পারলে না!

বংশী ॥ দ্যাখ গোরাচাঁদ, তর্ক দিলে সব কিছুই উড়িয়ে দেওয়া যায়। এমন যে জল-জ্যান্ত ভগবান—তর্ক দিলে সেও তিষ্ঠিতে পারে না। তাই শাস্তরে বলে,—'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ…

গোরাচাঁদ ॥ তুমি থাম বাউলী! তোমার শাস্তরের ভাল কথা —আমার শুনতে ভাল লাগছে না।

বংশী॥ তাহ'লে এবার আমাব খারাপ কথাই শোন। আর দেরী করা যাবে না। খোরাকী নেই, লাইসেন্সের মেয়াদ ফুবিয়েছে এক মাস আগে। মাস কড়াবে জন প্রতি দশ টাকা কবে খাজনা লাগে—সে খেয়াল আছে? ছ'মাসের আশী টাকা তো আগেই গেছে—এখন জঙ্গল থেকে বেরুলে দিন পনেবোব খাজনা হয়তো বা হাতে পায়ে ধরে মাপ করিয়ে নেওয়া যাবে—তা নয়তো···

ধর্মদাস॥ মাপ করাবে তো মধু কম হলে। আব মধু যদি মাথা পিছু দেড় মনেব অধিক হয়—মোম যদি হয় আধ মনের বেশী, তা'হলে ছাডবে নাকি বনকরেব দারোগা তোমাকে—মাসিক দশ টাকার কড়ারে?

বংশী॥ তর্ক দিও না—তর্ক দিও না মাতব্বব। তিন মাঝির নৌকো—রশে বসে, ভাবে-স্বচ্ছন্দে না চললে ধ্বংস হবে অনিবার্য; মতান্তব হ'লে সবাইকে পড়তে হবে অথান্তরে। তাই বলি, কথাব ভিয়েন না চড়িয়ে নৌকোতে চড় গিয়ে সবাই—জোয়াব এসেছে, এই বেলা নৌকা খুলতে হবে—

ধর্মদাস॥ তা' হলে—এবারের ক্ষেপে রতন জঙ্গলে থাকল—কি বল বাউলী?

বংশী॥ নিজের মনকে শুধাও, আমাকে অনর্থক বিড়ম্বনায় ফেলো না। রতনের গুরু হয়ে আমার হয়েছে ত্রিনাথের গুরুর অবস্থা। ওঠ, ওঠ,—আর হেদিয়ে লাভ নেই—

কালী দহে দিস দেখা গো মা চণ্ডী
এবার তোমার চরণ শরণ নিলাম গো···

গোরাচাঁদ॥ বাউলী! ফিরবেই যদি—তোমরা ফিরে যাও,

রত্তনকে না নিয়ে আমি যাব না। কি করে ফিরে যাব বল—দোস্তকে জঙ্গলে রেখে? আমি যেতে পারব না বাউলী।

বংশী॥ ধর্মদাস। এমন করে মন নরম করে দিলে সর্বনাশ ঘটবে সবারই বলে দিলাম। জঙ্গলে মানুষ রেখে যাবার দুঃখ কখনও পাইনি আমি। তার উপর যদি তোমরা সবাই মিলে কেঁদে-কেটে আমায় কমজোরী করে দাও তা' হলে আর কেউ ভালমতে ফিরতে পারবে না বলে দিলাম।

ধর্মদাস॥ গোরাচাঁদ, অমন করিসনি বাবা!

গোরাচাঁদ॥ আমি ফিরব না মাতব্বর। হাত মিলিয়ে এসেছি জঙ্গলে—নিমক খেয়েছি রতনের—জান মিটিয়ে দেব ওর খোঁজে। তোমরা ফিরে যাও ডাঙায়—গিয়ে এই কথাই সবাইকে বলো—গোরাচাঁদ স্ব-ইচ্ছায় থেকে গেছে। লাভের অঙ্ক ভারী হবে জেনেও দোস্তকে জঙ্গলে রেখে আসতে পারেনি গোরাচাদ। আমি রতনকে জঙ্গলে রেখে তোমাদের সাথে ফিরে গেলে লোকে আমায় দোষ দেবে না—তা আমি জানি বাউলী; কিন্তু বন্ধু আর বন্ধুকে বিশ্বাস করে কোনদিন বিপদের ভাগীদার হবে না।

বংশী॥ বুদ্ধি-ভ্রংশের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে মাতব্বর। গোরাচাঁদ, উদল হুকুম কর যদি আমার—সাপকে যেমন করে বশ করে—তেমনি করে বশ করব তোমাকে। তুমি আমার জঙ্গলের চেহারা দেখনি। (ধর্মদাসকে দেখাইয়া) সে দেখেছে—

ধর্মদাস॥ গোরাচাঁদ, গোরা! বাউলী! মুকুন্দ!! বংশীবদন!!!

বংশী॥ বাধা দিও না মাতব্বর; (কোমর হইতে ছোরা খুলিয়া) বুদ্ধি-ভ্রংশ মানুষ জানোয়ারের সামিল।

গোরাচাঁদ ॥ বাউলী। মুরুব্বী···!!

ধর্মদাস ॥ বংশীবদন !!!

বংশী ॥ যদি ওকে বাঁচাতে চাও, ওব মাগ-পুতের কাছে যদি ওকে পৌঁছে দিতে চাও—নৌকোয় উঠতে বল—

গোবাচাঁদ ॥ মুরুব্বী ! বাউলী !! আমার ছেলে-বউ আছে। বাউলী—বাউলী—বাউলী !

বংশী ॥ (হাতের ছোরা নামাইয়া বাখিয়া গোরাচাঁদকে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতে দিতে) শুনতে পাচ্ছিস ? (আবাব ছুটিয়া আসিয়া ধর্মদাসেব হাত ধবিয়া পূর্ববৎ ঝাঁকুনি দিতে দিতে) শুনতে পাচ্ছ মাতব্বর ? শুনতে পাচ্ছ না ?

ধর্মদাস ॥ বাউলী, কি শুনব ?

বংশী ॥ ওই যে, ওই যে ডাকছে—ডাকছে—বতন। বতন ·· বতন ডাকছে—

রতন ॥ (নেপথ্যে বহুদূব হইতে) বাউলী—! মুরুব্বী—।

[পশ্চাতে উহা প্রতিধ্বনিত হইল—'লী-লী-লী—। ব্বা-বা-বা—!!']

গোরাচাঁদ ॥ বতন ! রতন ! রতনেব গলা বাউলী ! কি—বলেছিলাম না, রতনকে না নিয়ে ফিরব না ? তাই—তুমি আমায় মাবতে এসেছিলে—তাই তুমি আমায় খুন করতে এসেছিলে। (রতনেব উদ্দেশ্যে অগ্রসব হইতে হইতে চীৎকার করিয়া) রতন—বতন !

বংশী ॥ ধর ধর, ধর ওকে মাতব্বব। দিশেহাবা হয়ে যাবে যে—

[ধর্মদাস দৌড়াইয়া গোরাচাঁদকে ধরিয়া ফেলিল।]

গোরা ॥ না না, দিশেহারা হব না। এ-দিকে—এ-দিক থেকে আসছে—খুঁজে না পেলে আবার ফিরে যাবে রতন—

বংশী ॥ ধর, মুখটা চেপে ধর ওর—

রতন ॥ (নেপথ্যে) বা—উ—লী—! গো—রা !

[প্রতিধ্বনি ॥ লী—লী—লী—! রা—রা—রা—!]

গোরাচাঁদ ॥ তোমরা চাও না বুঝি ও ফিরে আসুক ? ছাড় আমায়—

বংশী ॥ ছেড় না—ওর মুখ ছেড় না—

গোরাচাঁদ ॥ ওকে ফিরিয়ে আন বাউলী—ওকে ফিরিয়ে আন—

বংশী ॥ আঃ ! জঙ্গলের কানুন জানে না কোনটা ! শুধু শুধু আমায় ভুগিয়ে মারবে—

ধর্মদাস ॥ গোরাচাঁদ ! বাউলী রতনকে ফেরাতেই চাইছে ! তুই ডাকিস না—ডাকিস না। জঙ্গলে ডাক ঘুরে বেড়াবে—দিশেহারা হয়ে যাবে রতন—

বংশী ॥ ভোগান্তি কপালে থাকলে তাই হবে। পারবি দিক্-নিশানা ঠিক করতে ? ওই ডাকের ফাঁকার মাঝে ডাক দিলে—চার দিকে ঘিরে ডাকের প্রতিধ্বনি আসে—সে খেয়াল তোর আছে ? যত আন্‌কোরা মৌলী জুটেছে আমার কপালে ! তুমি ঠিকই বলেছিলে মাতব্বর। রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে, নির্ঘাৎ কোন সাঁই ফকিরের অভিশাপ লেগেছে। আমার কপালে তা' না হ'লে এত দুর্ভোগ ঘটছে কেন ? যাদের জন্যে যত বেশী চিন্তা করি—তারাই বা আমায় অবিশ্বাস করছে কেন ?

[সর্বাঙ্গে কাদামাটি মাখা অবস্থায় রতনের প্রবেশ। চক্ষে তাহার ভীত চাহনি, হাতের উপর আধখানা জামা চাপান, বল্লম বা কলসী কিছুই নাই। রতন প্রবেশ করিতেই বংশীবদন নৌকার দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।]

গোরাচাঁদ ॥ রতন—রতন ফিরে এসেছে বাউলী—

[বংশীবদন আড়চোখে একবার রতনকে দেখিয়া লইয়া ধীরে ধীরে খালের দিকে নৌকায় নামিয়া গেল।]

রতন, তোকে না নিয়ে ফিরে যাব না বলেছিলাম বলে বাউলী আমায় খুন করতে চেয়েছিল; তুই ফিরছিস্ না দেখে—ওরা তোকে ফেলেই চলে যাচ্ছিল—

ধর্মদাস ॥ বদনাম দিসনি—বদনাম দিসনি গৌরাচাঁদ। বংশীকে তুই কতটুকু চিনিস! যদি চলে যাওয়ার মনই করতো বাউলী—তাকে রোখার কেউ ছিল নাকি? তা' ছাড়া—

গোরাচাঁদ ॥ কিন্তু মতলব কি ছিল তোমাদের? (রতনকে) বনবিবির কেচ্ছা শুনিস্‌নি তুই? তাতে কি ফরজ আছে বাউলীদের উপর—মনে নেই? গড়খালিতে ধোনাই মৌলীর ওপর দণ্ডবক্ষের বেটা দক্ষিণরায়ের আদেশ হ'ল,—কিস্তি নৌকোর মাঝি দুখেকে ছুঁয়েছি আমি—তাই গড়খালিতে রেখে যাবে দুখেকে। ধোনাই তাই করেছিল। দক্ষিণরায়ের তেষ্টা মেটাতে দুখেকে রেখে গিয়েছিল গড়খালিতে। সে তাবৎ মৌলী কিস্তির বাউলীদের ওপর ফরজ আছে—যাকে বাঘে ছোঁবে তাকে রেখে যাবে বাউলীরা দক্ষিণ রায়ের তেষ্টা মেটাতে। এই বাউলী-ও তাই বলেছিল—তোকে বোধ হয় বাঘে ধরেছে—

রতন ॥ নারে গোরাচাঁদ! বাঘে ধরেনি—

ধর্মদাস ॥ বল্‌ল কিনা সে কাঠুরেটা তিন দিন আগে—যে তোকে বাঘে ধরেছে—

রতন ॥ মিথ্যে কথা খুড়ো! মিথ্যে বলেছে সে। এই

কৌটোতে করে পদ্ম-মধু আনতে গিয়েছিলাম। আর ছ্যাখ—এতে পদ্ম-মধু আছে—

ধর্মদাস॥ এ-তল্লাটে পদ্ম-মধু ?

রতন॥ পাওয়া যায় না শুনেছ তো ? কিন্তু—তিন দিন তিন রাত্তির খোঁজার পর এক ডোবার মাঝে দেখেছি কিছু পদ্ম-ফুল; বিশ্বাস কর খুড়ো, তারই পাড়ের এক চাক ভেঙে নিয়ে এসেছি আমি। বাঘে ধরেনি আমাকে—তোমরা ভুল শুনেছ।

ধর্মদাস॥ ভুল শুনে থাকলেই মঙ্গল রতন। সত্যি বাঘে ধরলেই কিন্তু মুস্কিল হ'ত। বংশী বাউলীটা এমন একরোখা। গেল কোথায় আবার বাউলী ? মুখ কালো করে নৌকোয় নেমে গেল নাকি ? শুনলও না তো যে, ও মধু আনতে গিয়েছিল—ওকে দক্ষিণরায় ছোঁয়নি—

রতন॥ কিন্তু শোন খুড়ো, বাঘে আমায় ছোঁয়নি ঠিকই; কিন্তু যদি—ধরতো আমায় বাঘে—আর আমি বরাৎগুণে তার মুখ থেকে ছাড়ান পেতাম, তারপর ধর যদি—ক্ষিদেয় তেষ্টায় চলবার ক্ষমতা থাকত না আমার—জ্বর টাটিয়ে উঠতো—বিষিয়ে উঠতো সমস্ত কামড়ের ঘা, তা' হলেও কি দুখের মতই আমাকে দক্ষিণরায়ের তেষ্টা মেটাতে তোমরা ফেলে যেতে ? আমাকে ফেলে যেতিস্ তোরা গোরাচাঁদ ?

গোরাচাঁদ॥ ছ্যাখ দেখি!

ধর্মদাস॥ এ কথা উঠছে কিসে ? এ তো বাউলীর বিচার করার কথা। দক্ষিণরায়ের নিরীখ থেকে থাকে যদি কারও উপর—তাকে সে নেয়ই; আর তাকে সামলাতে যারা যায় তাদের

উপরেও কোপ পড়ে দক্ষিণরায়ের। শুধু বাউলীরাই পারে সে ঝুঁকি নিতে। এ হচ্ছে বাউলীর বিচারের কথা—

বংশী ॥ (উপরে আসিতে আসিতে হাঁকিয়া) হ্যাঁ, সে হচ্ছে বাউলীর বিচারের কথা। তোরা কেন ওকে হয়রাণি করছিস্?

গোরাচাঁদ ॥ ওকে বাঘে ধরেনি বাউলী!

ধর্মদাস ॥ বাঘে ধরেনি বংশীবদন! ও পদ্ম-মধু এনেছে—

বংশী ॥ রতন!

রতন ॥ বাঘে ধরেনি বাউলী! খুড়ো! গোরাচাঁদ!!

বংশী ॥ এদিকে আয়—

রতন ॥ (কিছুটা আগাইয়া আসিয়া) বাউলী—

গোরাচাঁদ ॥ তিন দিন অনাহারে গেছে ওর—

বংশী ॥ জানি।

ধর্মদাস ॥ বনে পথ হারিয়েছিল—

বংশী ॥ জানি।

রতন ॥ আমি মৌ এনেছি বাউলী—

বংশী ॥ জানি। আর জানি—তোর শরীর টাটিয়ে জ্বর এসেছে। বিষিয়ে উঠেছে সমস্ত শরীর, ডান হাতের কাঁধে—তোর বাঘের কামড়ের ঘা।

রতন ॥ না—বাঘে ধরেনি আমাকে।

বংশী ॥ ধরেছিল বেটপকা সামনের ঐ বাঁকের মুখে। শিকারীর গুলির আওয়াজ শুনে, কাঠুরেদের তাড়া খেয়ে—ফেলে দিয়েছে তোকে। পথ হারিয়ে তিন দিন বনে বনে ঘুরে মধু নিয়ে এসে ভোলাতে চাইছিস আমাদের?

রতন ॥ না বাউলী, না। তোমার পায়ে ধরছি, আমায় বাঘে

ধরেনি।

[রতন বংশীবদনের পায়ে ধরিবার জন্য নীচু হইল।]

বংশী ॥ সরা দেখি তোর হাতের কাপড় (হঠাৎ ক্ষিপ্রতার সহিত হাতের কাপড়টা সরাইয়া ফেলিল।)

রতন ॥ বাউলী ! বাঘে ছুঁয়েছে আমায় ঠিকই; কিন্তু শাস্তরের ফরজ মেনে তোমরা আমাকে ফেলে যেও না জঙ্গলে। তা' ছাড়া আমি শাস্তর মানি না বাউলী !

বংশী ॥ কিন্তু—আমি শাস্তর মানি।

রতন ॥ (ভয়ার্ত কণ্ঠে) তা'হলে— ?

বংশী ॥ তা'হলে আবার কি ! আমি শাস্তর মানি—দেব-দেবী মানি। বনবিবি, ওলাবিবি, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, সত্যপীর, মানিকপীর, ত্রিনাথ, গোরক্ষনাথ, দক্ষিণরায়, ধর্মঠাকুরকে মানি—মানুষকে বাঁচাবার জন্যে ! একটা মানুষের বুকে হেলাফেলা করে ছুরি মারতে পারি—দশটা মানুষকে বাঁচাবার জন্যে, কিন্তু মাটির মানুষকে মেরে আমি ভগবানকে বাঁচাতে চাই না রতন। পড়শীকে বাঁচাবার জন্যে—নিজের বেটা, ছেলে, চেলাকে বাঁচাবার জন্যে—আমি তামাম দুনিয়ার সাথে বেশুমার পাঞ্জা লড়তে পারি; সেই আমি মাটির মানুষকে বাঁচাবার জন্যে আশমানের দেবতাদের সাথে মোকাবিলা করতে পারব না ? তাদের ফরজের ভয়ে আমি ঘরের ছেলেকে ভাসিয়ে দিয়ে তাদের পট পূজো করব ?

রতন ॥ তা' হলে—আমায় নিয়ে যাচ্ছ বাউলী !

বংশী ॥ নিয়ে যাচ্ছি মানে ! বুক আগলে তোকে নিয়ে যাব রতন। তুই আমার তাজ ! তোকে মাথায় করে নিয়ে যাব। ডাঙায়

গিয়ে গরব করে দেখিয়ে বলব,—সাপ, বাঘ, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, দানব—আজ পর্যন্ত কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেনি বংশী বাউলীর মাল্লাদের। মানুষকে বাঁচাতে, আপনার জনকে বাঁচাতে—তার কল্‌জে হামেসা খুন দিতে তৈয়ার। ওরে রতন, আশ্রিত মানুষকে ঘরে জায়গা দিতে পারি না বটে, কিন্তু বুকের মাঝে জায়গার অভাব আমার কখনও হয় নি।

[দৃশ্য শেষ]

অষ্টম দৃশ্য

[সনাতন মণ্ডলের বসত বাটী। কোন একটি ঘরের ভিতরের দৃশ্য। একটি বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের গৃহসজ্জা। ঘরের মধ্যে এলোকেশী একটি পুরাতন ট্রাঙ্ক ঘাঁটিয়া কিছু জিনিষ-পত্র বাহির করিতেছিল। ময়না বাহির হইতে দ্রুত পায়ে আসিয়া—কয়েকটি শাড়ীর পোঁটলা ও গহনার বাক্স ফেলিয়া দিয়া চাপা ক্ষোভের সঙ্গে বলিল—]

ময়না ॥ এই নাও, এই নাও তোমার শালটী শাড়ীর পাঁজা—এই নাও নথ, মাকড়ী, হার আর রুলী, বালা, চুড়ি! এ-সব দিয়ে দগ্ধিয়ো না আমাকে, সরাও এ-সব আমার সামনে থেকে।

এলোকেশী ॥ সে কি! একেবারে রুখে এলে যে! বলি—পাগল হ'লে নাকি? বেশ তো; এতেও যদি মন না উ'ঠে থাকে—বলব'খন দাদাকে, আনিয়ে দেবে'খন একজোড়া আড়াই-পেঁচী বেঁকী অনন্ত।

ময়না ॥ চাই না ওসব। কি হবে আমার ও দিয়ে—?

এলোকেশী ॥ ন্যাকামো! কি হবে—? বলি—গায়ে পরবে। অমন ভারী গয়না তো বাপের কালে কখনও পরনি। প'রে দেখ—দেহে বইতে পারবে কিনা—!

ময়না ॥ দেহ-মনে ও ভার আমি বইতে পারব না; অত জোর দেহে নেই।

এলোকেশী ॥ না থেকে ভালই হয়েছে—

ময়না ॥ তোমার পক্ষে তো বটেই! হাত দু'টো নিস্‌পিস্ করলেও—তোমার গলা টিপে ধরতে পারে না।

এলোকেশী ॥ (প্রস্থানোদ্যত ময়নাকে) দাঁড়াও! আমার কথার ঠাস্ ঠাস্ জবাব? আমার নাম এলোকেশী। বেশী চড়া কথা বললে—ঝামায় মুখ ঘসে দেব।

ময়না ॥ জানি,—সে গুণ তোমার আছে। (প্রস্থানোদ্যত)

এলোকেশী ॥ তাই যদি জান, অত ছুটোপাটি করো না। গলা আমার চ'ড়ে যাবে—ক্ষার কথা বেরোবে মুখ থেকে। ভালয় ভালয় এ-সব কুড়িয়ে নাও বলছি! কাল বাদে পরশু মেয়ের বিয়ে—আজ এসেছেন রঙ্গ করতে!

ময়না ॥ রঙ্গ! রঙ্গ!

এলোকেশী ॥ রঙ্গ নয় তো কি! আমি হচ্ছি, কড়ে রাড়ী। এত বচ্ছর বয়স থেকে ব্রহ্মচারীর জীবন আমার—সে আমি পর্য্যন্ত

দেখিনি—গয়না নিয়ে এমন ছেলে-খেলা করতে বাপের জন্মে। দেখিনি কোনও আইবুড়ো মেয়েকে নিজের বিয়ের দিন ভণ্ডুল করার জন্যে কান্নাকাটি করতে।

ময়না ॥ তুমি কিছুই দেখনি। সাত বছর বয়স থেকে শুধু টাকাকড়িই ভালবেসেছ, মানুষকে ভালবাসনি—মানুষের ভালবাসা পাওনি। তুমি বুঝতে পারবে না—তুমি বুঝতে পারবে না।

এলোকেশী ॥ বুঝতে আমি চাইও না। বসে বসে কান্না শোনার সময় আমার নেই। বিয়ের হাজারো কাজ পড়ে আছে।

ময়না ॥ এ-বিয়ে হবে না।

এলোকেশী ॥ কি বললে? (সনাতনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া) শোন দাদা শোন, কি বলছে পাগলের মত। (প্রস্থান)

ময়না ॥ ঠিকই বলছি। এ-বিয়ে হতে পারে না, এ-বিয়ে হবে না।

সনাতন ॥ হবে।

ময়না ॥ না !!

সনাতন ॥ হবে। লোক-জানাজানি হয়ে গেছে। আশীর্বাদও একরকম হয়ে গেছে। টাকাও খরচা হয়েছে ভারী ভারী গয়নাগুলো গড়াতে। আরও গয়নার বায়না দেওয়া হয়েছে।

ময়না ॥ লোভ দেখাচ্ছেন?

সনাতন ॥ নিশ্চয়ই। গয়নার লোভেই যে মেয়েমানুষরা ভোলে—

ময়না ॥ সব মানুষেই ভোলে না। সব মানুষই এক ছাঁচের নয়।

সনাতন ॥ (সহাস্যে) সব এক ছাঁচের।

ময়না ॥ আপনি ভুল করছেন মোড়ল মশাই—

সনাতন ॥ ভুল করছ তুমি! সে-দিন তোমার ভুল ভাঙলেও—

ভুলের রেশ এখনও কাটেনি। জানি আমি, কোন্ ভরসায় তুমি বুক বেঁধেছিলে! আমি জানি, কার ভরসায় তুমি নিজেকে ভরসা দিচ্ছিলে! আমি জানি, সে হচ্ছে রতন; কিন্তু রতন তো আর ফিরছে না।

ময়না ॥ ফিরবে, ফিরতেই হবে তাঁকে। তাঁর সঙ্গে যে আমার ইহকাল পরকালের সম্বন্ধ!

সনাতন ॥ ভাল কথা! কিন্তু—ইহকালে সে যখন নেই, তখন ইহকালের ভারটা (না হয়) আমার ওপরই ছেড়ে দাও। আর, আমি কথা দিচ্ছি, পরকালে তোমার আর রতনের মধ্যে আমি বাধা হব না।

ময়না ॥ আপনি অত্যন্ত নীচ; আর···

সনাতন ॥ থামলে কেন? বল—বল, ইতর—শয়তান, বল! থামলে কেন? বল, হেঁ-হেঁ-হেঁ—

ময়না ॥ দোহাই আপনার, আমায় আপনি রেহাই দিন। ছেড়ে দিন আমাদের বাপ মেয়েকে—

সনাতন ॥ যাবে কোথায়?

ময়না ॥ পথে।

সনাতন ॥ খাবে কি?

ময়না ॥ নাম গেয়ে যা জুটবে।

সনাতন ॥ ক' দিন?

ময়না ॥ যত দিন ঠাকুরের ইচ্ছে।

সনাতন ॥ সে-ইচ্ছেটা ঠাকুর এখানেই ঘটাতে চাচ্ছেন। তোমার বয়স কম বলে ভগবানের লীলা বুঝতে পারছ না।

ময়না ॥ আপনি দুর্জন—অতি দুর্জন—

সনাতন ॥ আমি দুর্জন বটে ; তাই বলে তোমাদের তো আর পথে ছেড়ে দিতে পারিনে। দেশটা বৃন্দাবন নয় যে, পথে-ঘাটে গান গেয়ে বেড়ালে—লোকে গান শুনেই চলে যাবে! আর এ-দেশে আমাদের মত লোকে শুধু গানই ভালবাসে না, যে গায়—হেঁ-হেঁ-হেঁ—তাকেও ভালবাসে। গান আমিও ভালবাসি, আমি একেবারে অভাজন নই—আমি রসগ্রাহী মহাজন।

ময়না ॥ আপনি অতি শঠ। ভাববেন না, চিরদিনই আপনার সমান যাবে।

সনাতন ॥ আর তুমিও ভেবো না যে, বাঁদরের মত আমায় নাচাবে। পরশু ২৪শে, ঐ দিনেই বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। আর—বিয়ে হবেই।

ময়না ॥ না, হবে না। আমি পষ্টাপষ্টি বলছি, আমি বেঁচে থাকতে এ-বিয়ে হবে না।

সনাতন ॥ যাতে বেঁচে থাকো সে ব্যবস্থা আমি করব। (কবিরাজকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া) —আর যে বাঁচিয়ে রাখবে সে এসে গেছে। এই যে কোবরেজ! বলি, তোমার ব্যাপারখানা কি? সাতদিন ধরে যে তোমার পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না!

কবিরাজ ॥ ভিনগাঁয়ে বিসূচিকার চিকিৎসায় গিয়েছিলাম, সবে এসে পৌঁচেছি। সঙ্গে সূচিকাভরণ থেকে আয়ুর্বেদীয় বিষের পুটলিটা পর্যন্ত রয়েছে। বাড়ীতে রেখে আসবার সময়ও পাইনি। গ্রামে ঢোকবার মুখেই খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে আসছি। কি—হয়েছে কি?

সনাতন ॥ কি হয়েছে তাকিয়ে দেখ। সাতদিন থেকে নিরম্বু

উপবাসে চলছে, কাল বাদে পরশু বিয়ে—বলছে, এ-বিয়ে হবে না। তুমি শুধু চিকিৎসক নও, এ-বিয়ের তুমি একজন সাক্ষীও বটে। পরশু পর্যন্ত একে বাঁচিয়ে রাখার, বিনা ওজরে বিয়ের মত করানোর দায়িত্ব তোমার। যদি অঘটন কিছু একটা ঘটে—তাতে তোমার নিষ্কৃতি নেই। আমি আগেভাগেই থানায় একটা ডায়েরী করে রেখেছি যে, কোবরেজের সঙ্গে মেয়েটির একটা অবৈধ সম্পর্ক আছে। কোবরেজ বিষটিষও খাইয়ে দিতে পারে—

কবিরাজ ॥ এ-সব কথা আপনি থানায় বলেছেন ?

সনাতন ॥ হাঁ, এই কথাই আমি থানায় বলেছি। আর তোমার বাড়ীতে খবর পাঠিয়েছি, পরশু পর্যন্ত কোবরেজ এখানেই থাকবে। ভালয় ভালয় বিয়ে চুকে না যাওয়া পর্যন্ত তোমাকে এখানে থাকতে হবে কোবরেজ—

কবিরাজ ॥ আমি থাকব না—

সনাতন ॥ যেতে তোমায় দেওয়া হবে না। উপস্থিত ফড়িং দোর আগলাচ্ছে, পরে—গুরুচরণ আর হরনাথ দরজা পাহারা দেবে। বেরোবার চেষ্টা না করে তুমি বরং বুঝিয়ে রাজী কর। ফড়িং—ফড়িং—!

[সনাতন মণ্ডলের প্রস্থান।]

কবিরাজ ॥ কি করি! এ যে মহা সমস্যায় ফেললে দেখছি—

ময়না ॥ কোবরেজ মশাই, আপনি আমার ওপর দয়া করুন। এ জ্বালা আমি আর সইতে পারছি না—এ-ভাবনা আমি আর বইতে পারছি না—

কবিরাজ ॥ ছিঃ মা! অত অস্থির হয়ো না। আর—এ তুমি কি

করছ। সাতদিন নিরম্বু উপবাস! এ থেকে কঠিন ব্যাধি হতে পারে, মূর্ছা হতে পারে। শরীরে মনে শক্তি হারালে তো চলবে না। শোন মা, তোমাদের কোন আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান আমায় দিতে পার? কিম্বা বরুনের কোন আত্মীয়ের?

ময়না॥ কেউ নেই, ত্রিভুবনে কেউ নেই; একুলে ওকুলে—কোন কুলে কেউ নেই আমার—

কবিরাজ॥ কিন্তু এ-কথাটা যদি আগেও বলতে—

ময়না॥ বলবার সুযোগ হয়নি। আর বলিনি লজ্জায়। তাই বোধ হয় লজ্জাহীনার মত ডেকে ডেকে জনে জনে এ-কথা শোনাতে হচ্ছে। এক মাসের মধ্যে ফিরে আসবে বলেছিল, কিন্তু দিনের পর দিন গড়িয়ে যেতে থাকে—এদের কথায় উত্যক্ত হ'য়ে, নিজের মনে নিরও যুঝতে যুঝতে সে-দিন অভিমান হয়েছিল; সে-দিন মনে হয়েছিল—ফিরে আসার যার সাধ নেই, ভুঁয়ের ভাবনা যে ভুলেছে, সেই ভেসে-পড়া মানুষের জন্যে কেন সবাইকে কষ্ট দিচ্ছি? তাই ভেবেছিলাম, কপালে আমার যা ঘটে ঘটুক—বাবাকে নিশ্চিন্ত করা চাই। আমি ভেবেছিলাম, কিন্তু একান্ত করে এ আমি চাইনি—আপনি বিশ্বাস করুন—

কবিরাজ॥ জানি মা! এ কি অবিশ্বাসের কথা!

ময়না॥ তবে কেন এমন হ'ল? মনে প্রাণে যা আমি কখনও চাইনি, অভিমানে যা আমি ভেবেছিলাম—মাত্র তারই জন্যে ভগবান কেন এমন শাস্তি আমায় দিলেন! কি করে এমন হ'ল বলুন তো! এ আমি কেমন করে মেনে নেব! দিনরাত উঠতে বসতে—এক চিন্তায় আমি পাগল হয়ে গেছি।

কেন, কেন—আমার গোঁসাইয়ের এমন সর্বনাশ হ'ল ?

কবিরাজ ॥ তুমি থাম মা—তুমি থাম।

ময়না ॥ আপনি আমায় পালিয়ে জঙ্গলে নিয়ে যেতে পাবেন ?

কবিরাজ ॥ (আপন মনে) পালিয়ে ?

ময়না ॥ (মাথা নাড়িয়া) হ্যাঁ—

কবিরাজ ॥ জঙ্গলে ?

ময়না ॥ হ্যাঁ, জঙ্গলে। জানেন ? গোঁসাইকে বাঘে ধরেনি ; ওই ফকির মোড়ল মশাইয়ের লোক—বানিয়ে বলেছে। গোঁসাইকে বাঘে ধরতে পারে না কোবরেজ মশাই, গোঁসাইকে বাঘে ধরতে পারে না—

কবিরাজ ॥ এত বিচলিত হয়ো না মা। যা ঘটে তা মেনে নিতে হয়।

ময়না ॥ এ আমি মেনে নিতে পারব না। এ চিন্তায় আমি পাগল হয়ে যাব। আপনার পুঁটুলিতে যে বিষ আছে দয়া করে আমাকে একটু দিন। দোহাই আপনার, বিষ দিয়ে আমাকে বাঁচান !

কবিরাজ ॥ বাঁচাব। সত্যিই তোমাকে বাঁচাব। তুমি আমায় বাইরে যাবার কোন উপায় করে দিতে পার না ? আমি একবার চেষ্টা করে দেখি—

ময়না ॥ কিন্তু—

সনাতন ॥ (প্রবেশ করিতে করিতে) বলি যাচ্ছ কোথায় কোবরেজ ?

কবিরাজ ॥ আমি—আমি·····

সনাতন ॥ বলি—তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

কবিরাজ ॥ (ঘরের দাওয়ায় উঠিতে উঠিতে ময়নার দিকে তাকাইয়া) বৈরাগীকে একবার দেখতে—আপত্তি আছে ?

সনাতন ॥ আপত্তি ? মানে—এদিকের কিছু—

কবিরাজ ॥ রাজী ; ওকে জিজ্ঞাসা করুন (ময়নাকে ইসারা)

সনাতন ॥ হ্যাঁ, যদি কিছু সাধ আহ্লাদ থাকে বৈরাগীর মনে—শুনে নাও। সে-গুলোও করতে হবে তো।

কবিরাজ ॥ আজ্ঞে—তাই যাচ্ছি।

[কবিরাজ মহাশয়ের প্রস্থান।]

সনাতন ॥ বেশ—বেশ! তা' হলে আর কোন ঝঞ্ঝাট রইল না। এ্যাঃ—তা' হলে তুমি রাজী তো ?

ময়না ॥ আমার মতামত জিজ্ঞাসা করছেন কেন ? নিজের খুশী মতই তো সব কিছু ঘটাচ্ছেন! বলির বাজনার তাণ্ডবে প্রাণের সব কাকুতি মিনতিই তো ডুবিয়ে দিয়েছেন!

সনাতন ॥ তা বটে! তবে—তুমি নিজে থেকে রাজী হলে—এই ঢাক-ঢোল বন্ধ রেখে ঘরের মঙ্গল শঙ্খই বাজাতাম—

[নেপথ্যে তিনবার শাঁখ বাজিয়া উঠিল।]

সনাতন ॥ (স্বগতঃ) কি হ'ল ? শাঁখ বাজাচ্ছিস কেন ? ও এলোকেশী! ও কেশী ; (শাঁখ হাতে এলোকেশীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া) বলি—শাঁখ বাজাচ্ছিস কেন ?

এলোকেশী ॥ বারে! কোববেজ বললে,—ময়না, রাজী হয়েছে, বৈরাগী রাজী হয়েছে—শাখ বাজাব না। বল কি দাদা!

[এলোকেশী শাঁখে ফু দিতেই শাবলহাতে ফড়িং-এর প্রবেশ।]

সনাতন ॥ তা'হলে—তা'হলে তো—

ফড়িং ॥ পিসিমা, পিসিমা,—কই আমার মিষ্টি ?

এলোকেশী ॥ মিষ্টি কিসের ?

সনাতন ॥ দোর ছেড়ে এলি কেন ?

ফড়িং ॥ যাচ্ছি। তা' হলে মিষ্টি নেই ?

সনাতন ॥ আঃ !

ফড়িং ॥ বাঃ ! কোবরেজ মশাই বললে, তোমার বাবার বিয়েতে সবাই শাঁখ বাজাচ্ছে, মিষ্টি খাচ্ছে, সবাই তোমায় মিষ্টি খেতে ডাকছে'—

সনাতন ॥ আর তুই—কোবরেজের সামনে দোর খোলা রেখে চলে এলি ! তোকে বললাম না, কোবরেজকে বেরোতে দিবি না। বেটা জানোয়ার—মিষ্টির লোভে—

ফড়িং ॥ ইস্ ! তুমি বিয়ে করছ, পিসী শাঁখ বাজাচ্ছে—আর আমি মিষ্টি খেতে এলেই দোষ !

[উত্তেজিত সনাতন ফড়িং-এর গালে জোর এক চড় বসাইয়া দিলে ফড়িং ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল।]

এলোকেশী ॥ দাদা !

সনাতন ॥ থাম্ ! চল শীগ্গীর আমার সঙ্গে—কোবরেজকে দৌড়ে গিয়ে ধরে আনব।

[ফড়িং প্রস্তুত হইবার পূর্বেই সনাতন দ্রুত প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে ময়না দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইল।]

ময়না ॥ না। কেউ যেতে পারবে না।

সনাতন ॥ (উত্তেজনা বশে ময়নার হাত ধরিয়া হেঁচকা টান মারিয়া) সর্—সর্ বল্ছি—

ময়না ॥ না—।

সনাতন ॥ সর্—!!

ফড়িং ॥ (শাবল তুলিয়া লইয়া) বাবা ! মেয়েদের গায়ে হাত দিও না বলছি—

[এলোকেশী সভয়ে ফড়িং-এর নিকট আসিল ।]

সনাতন ॥ (ভ্যাবাচাকা খাইয়া মুহূর্তে থামিয়া শান্ত কণ্ঠে ফড়িংকে) ফড়িং ! তাই ল তোর হাত থেকে কোবরেজ পালিয়ে যাবে ? তাকে আমাদের ধরতে হবে না ?

ফড়িং ॥ ইস্ ! পালালেই হল ? ধরব না কোবরেজকে । (ময়নাকে) দরজা ছেড়ে দাও মেয়ে—

ময়না ॥ না । কি হবে—কোবরেজ মশাইকে ধরে ? কি হবে তাকে আটকে রেখে ?

সনাতন ॥ তোমাকে বিনা ওজরে বিয়েতে রাজী করাবে—

ময়না ॥ তার জন্যে কোবরেজ মশায়ের প্রয়োজন নেই । বিনা ওজরেই এ-বিয়েতে আমি রাজী ।

সনাতন ॥ তুমি রাজী ?

ময়না ॥ হ্যাঁ । ···মনের দুরাশা নিয়ে এই প্রথম আমি জোর গলায় বলছি,—এ-বিয়েতে আমি রাজী—রাজী—রাজী ।

এলোকেশী ॥ তা—রাজীই যদি—তবে চোখ ছল্ ছল্ করছে কোন দুঃখে ?

ময়না ॥ দুঃখ ! দুঃখ কিসের ! ভাগ্য যাকে দু'হাত উজাড় করে বিষ খাইয়েছে—সাপের বিষে তার ভয় কি ! বাজের আগুনে যে পুড়ে মরেছে—চিতায় পুড়তে তার ভয় কি এলোকেশী—চিতায় পুড়তে তার দুঃখ কি—!

[দৃশ্য শেষ]

নবম দৃশ্য

[বনকর অফিসের কাছাকাছি কোন ঘাট। নৌকার দিক হইতে গোরাচাঁদ দৌড়াইয়া পারের দিকে আসিতেছে। হাসিতে হাসিতে তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম।]

গোরাচাঁদ ॥ (হাসির ঝোঁক কাটাইয়া) শোন—শোন, পৃথিবীর কে কোথায় আছ—তাজ্জব খবর শোন! রতনার মনের মানুষ বলেছে,—সে রতনাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। ও খুড়ো, শোন—শোন হাসির খবরটা—

[লজ্জিত রতন গোরাচাঁদের পিছন পিছন উঠিয়া আসিল।]

রতন ॥ এই, এই গোরা! কি হচ্ছে কি? এই জন্যে এতদিন তোদের কিছু বলিনি! ভুষিয়ে বুষিয়ে যেই একটু খবর শুনেছিস—অমনি তাই নিয়ে লাফাতে সুরু করলি!

গোরাচাঁদ ॥ আলবৎ করব। তুই কিরে—এ্যাঁ! একটা মেয়ে—তুই তাকে বিয়ে করবি সে তো বর্তে যাবে—তা না, উল্টো সে বলেছে,—'আমি তোমায় বিয়ে করব'—তাই শুনে তুই বর্তে গেছিস! তুই কি রে—এ্যাঁ! এক নম্বরের মেগো—

রতন ॥ তুই থাম, তুই আর কাউকে মেগো বলিস না।

গোরাচাঁদ ॥ আলবৎ বলব। তোর বুদ্ধি গোল্লায় গেছে। একটা মেয়ে বলেছে বলে—

রতন ॥ হ্যাঁ, একটা মেয়ে বলেছে বলে,—আর সে যে-সে মেয়ে নয়—ময়না।

গোরাচাঁদ ॥ নিতাই বৈরাগীর মেয়ে ময়না? অঁা—অঁা—

পাখীরে—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাকে ভালবাসা যায়। তাই বলে, সে সমানে সমানে—

রতন ॥ তুই ভালবাসার কি জানিস?

গোরাচাঁদ ॥ সে কি রে! আমার দু-দুটো ছেলে—আর আমি জানি না! আমার বউ যদি মুখ ফুটে অত বড় কথা বলতো—

রতন ॥ বলবে কি রে গোরাচাঁদ, তার মুখে কথা ফোটার আগেই যে তুই তাকে গলায় ঝুলিয়েছিস! তার মুখে রঙ্গের কথা শুনবিই বা কি করে, আর তুই ভালবাসার মর্ম বুঝবিই বা কি করে?

হায় গো ভালবাসার নিধি,
ক্ষণে ক্ষণেই মনে হয়—
তোমারে হারিয়ে ফেলি যদি—

গোরাচাঁদ ॥ ভালবাসা হলেই অমন মনে হয়—না?

রতন ॥ হুঁ। জানি, যে তারও আমাকে ছাড়া গতি নেই—তবু মনে হয়, এই বুঝি গিয়ে আর দেখা পাব না, হয়তো রাগ ক'রে কোথায় চলে গেছে। হয় তো—

গোরাচাঁদ ॥ ঠিক—ঠিক। আমারও অমনি মনে হয়। আরে আমার কেন? সব মৌলীদেরই মনে হয় যে, ঘরে গিয়ে বোধ হয় বউকে আর দেখবে না; হয় তো বা কাউকে নিয়ে ভেগেই গেছে—কিম্বা নিকা সাঙ্গা করে কণ্ঠি বদলে বসে আছে। তাইতেই তো গান বেঁধেছি—

ভাতার গেল মৌ আনতে, তারে নিক বাঘে।
শাশুড়ী দজ্জাল মাগী, ফেটে মরুক রাগে।

রতন ॥ এইবার যাবি কোথায়—গোরাচাঁদ? ফিরে গিয়ে

তোর বউকে বলব,—তোমার নাম করে বেলেল্লা কেচ্ছার গান বেঁধেছে গোরাচাঁদ—

গোরাচাঁদ ॥ এই—এই সব গিয়ে বললে ভাল হবে না বলছি। আচ্ছা—আচ্ছা, আমিও তবে সব ফাঁস করে দিচ্ছি। ও খুড়ো, খুড়ো ! ও মাতব্বর—

[হুকাহাতে ধর্মদাসের প্রবেশ।]

ধর্মদাস ॥ কি রে,—কি হ'ল ?

গোরাচাঁদ ॥ রতন ভালবেসেছে—ময়নাকে বিয়ে করছে—

ধর্মদাস ॥ বেশ করেছে ! নেঃ—তামাক খা—

গোরাচাঁদ ॥ তামাক খাব ! যাঃ—তুমি সব ভেস্তে দিলে ! বাড়ী ফিরছি—একটু খোস মানাচ্ছি, তুমি অমনি 'তামাক খা' বলে সব আমোদটাতে জল ঢেলে দিলে ! বলি—তোমার কি হয়েছে—বল তো মাতব্বর।

ধর্মদাস ॥ (পারে উঠিয়া আসিয়া) মনটা খারাপ লাগছে। বংশীবদন এখনও এলো না—

রতন ॥ তাতে মন খারাপের কি হ'ল ? এ তো আর জঙ্গলে নেই যে বাঘে খাবে।

ধর্মদাস ॥ ওরে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা ; আর অঙ্ক-জানা বাবু-ভেয়েরা ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। নাকের ওপর দেখলি তো কাষ্টম্‌সের পাহারাদার কেমন নিল ! তার ওপর অর্ধেক মধু আর মোম জমা দিয়ে আসতে হ'ল বনকর অফিসে—তার যে কি বন্দোবস্ত হবে—

গোরাচাঁদ ॥ তাতে চিন্তার কিছু নেই। বনকর অফিস তো আর মাগনা নেবে না—

[বিষন্নবদনে বংশীবদনের প্রবেশ।]

ধর্মদাস ॥ কি হ'ল—বংশীবদন ?

বংশী ॥ শালারা টাকা আর দিতে চায় না। দর দিলে মনকরা মাত্র ত্রিশ টাকা।

ধর্মদাস ॥ বাজারের আধা দর ?

গোরাচাঁদ ॥ বলছ কি ! অর্ধেক মাল ওই দরে দিয়ে দিলে :

বংশী ॥ না দিয়ে উপায় কি বল। বকেয়া খাজনাটা দিয়ে আসতে নগদ টাকার দরকার ছিল যে। সব মিটিয়ে হাতে আছে মাত্তর ষাট টাকা।

গোরাচাঁদ ॥ এঁ্যা—তা' হলে ?

রতন ॥ কানুন যা—তাই তো মানতে হবে। নৌকোতে অর্ধেক যা আছে, আর সুখো হাজিয় না গেলেই আমি খুসী। বনকরের পাট তো চুকেছে। এখন ওই টাকা দিয়ে ইজারাদারদের ছাড় নিয়ে কলকাতা যাবার খালে ঢুকতে পারলেই হয়।

[বনকর অফিসের চাপরাশীর ডাক—'মাঝি ও মাঝি। মাঝি'।]

গোরাচাঁদ ॥ কে ডাকে ?

বংশী ॥ বনকর দারোগার চাপরাশী—

গোরাচাঁদ ॥ ইস্ ! শালার ডাকের চোট কি ! যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ—

[বনকর অফিসের চাপরাশীর প্রবেশ।]

চাপরাশী ॥ কিরে মাঝি, ডাকতে ডাকতে গলা যে ফেটে গেল, দাঁড়াসও না, একবার ঘুরেও দেখিস না ! আমাকে চিনিস, আমি কে ?

বংশী ॥ আজ্ঞে না—

চাপরাশী ॥ তা চিনবি কি করে! সাতদিন নৌকো আটকে রাখলে, ঘরের খোরাকী ভেঙে সাত দিন খেতে হ'লে বুঝতিস্ —আমি কে। আমি হচ্ছি ফরেষ্ট অফিসারের চাপরাশী। এই ক্যানেস্তারা ছ'টোতে বনকর দারোগা বাবুর দস্তুরী দিয়ে দে।

ধর্মদাস ॥ দিয়ে দেবে! মধু কি মুফতের নাকি?

চাপরাশী ॥ জরুর মুফতের। তোর কোন্ বাবা জঙ্গলে গিয়ে মৌচাকের চাষ করেছিল রে?

ধর্মদাস ॥ তার জন্যে খাজনা দিয়েছি—

চাপরাশী ॥ খাজনা দিলেও দস্তুরী দিতে হয়—তা নয় তো ফ্যাসাদ আছে। ওরে ও বাউলী, তুইও কি জংলী হয়ে গেলি নাকি! সভ্য সমাজের আচার ব্যবহার সব ভুলে গেলি!

বংশী ॥ ধর্মদাস, আধসেরটাক মধু দিয়ে দাও—

চাপরাশী ॥ আধসের! বলিস কি রে! দু-দুটো আধ-মনে ক্যানেস্তারা কোথায় বোঝাই করে দিবি—তা না আধসের! বলি, ভিক্ষে দিচ্ছিস নাকি? হুজুর কি ভিক্ষে চাইতে পাঠালেন? ছোটলোকের ছোট প্রবৃত্তি—হাত একেবারে উঠতে চায় না! কলিকাল আর বলে কাকে! একটা ধর্মাধর্ম পর্যন্ত নেই! তাইতেই তো এত দুর্দশা তোদের—

গোরাচাঁদ ॥ থামুন, থামুন; মাল নেবেন ফাউ—আবার বক্তৃতা শোনাচ্ছেন! মধু দেব না আমরা—

চাপরাশী ॥ দিবি না? তোর ঘাড় দেবে—তোর বাপ দেবে—

গোরাচাঁদ ॥ কণ্ট্রোল দরে যা দেবার দিয়েছি; বাড়তি মধু দেবার আইন নেই—

চাপরাশী ॥ আইন! আইনের কি জানিস রে তুই?

গোরাচাঁদ ॥ জানি—জানি মশাই, আলিপুর সদর ঘুরে এসেছি। আইন জানতে আর বাকী নেই আমার—

চাপরাশী ॥ ও বটে! তবে—তুই হচ্ছিস একজন আইনবাজ! বেশ! তা'হলে আইনের কসরৎই চলুক! দেখা যাক—দেখা যাক তুই কত আইন জানিস আর আমিই বা কত আইন জানি। শালা, তোম্‌ভি মিলিটারী হাম্‌ভি মিলিটারী, চলা আও—

ধর্মদাস ॥ (চাপরাশীর হাত ধরিয়া) ক্ষ্যামা দাও দাদা, ক্ষ্যামা দাও। ও অবুঝ—আইনের ও জানে কি? তোমাদের হাতে হাজারো আইনের প্যাঁচ, ক'টা ঠেকাবে ও আবাগের বেটা—

[বংশীবদন দুই টিন মধু লইয়া আসিল।]

বংশী ॥ এই নাও ভাই, আইনের প্যাঁচে আর দরকার নেই।

চাপরাশী ॥ ওরে ও আইনবাজ! দস্তুরী তো দারোগা বাবুর—সেটাও কি আমি কাঁধে করে নেব?

বংশী ॥ ওকে আর কেন ভাই! আমি নিয়ে যাচ্ছি চল—

চাপরাশী ॥ এখন যাচ্ছিস কেন? ওই বেটা না আইন জানে! আর তুই না আধসের মধু দিবি বলেছিলি?

গোরাচাঁদ ॥ বাউলী, বনকরের গার্ড ঠকিয়ে নিলে সের ত্রিশেক, কাষ্টম্‌সের পাহারাদার নিলে মণ খানেক, এই খাস্তা খাঁকে দিচ্ছ মনটাক তবে আর থাকবে কি? আমরা কি ঘরে গিয়ে কলা চুষব?

চাপরাশী ॥ হ্যাঁ, তাই চুষবি। বেটা জংলী—মুখে মুখে তর্ক! আইন দেখাচ্ছিলি না আমাকে—আইনবাজ? এই দ্যাখ তবে তোর আইন, এবার সামলা—

[বলার সঙ্গে সঙ্গেই চাপরাশী গোরাচাঁদের গালে জোর এক চড় বসাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বংশীকে অনুসরণ করিল। অপরদিকে গোরাচাঁদ হঠাৎ চড় খাইয়া হকচকাইয়া গিয়াছিল ; পরমুহূর্তেই দ্বিধা কাটাইয়া টাঙ্গি লইয়া আসিবার জন্য নৌকার দিকে ছুটিতেই রতন উহাকে বাধা দিল।]

রতন ॥ গোরা ! থাম থাম ভাই, সয়ে যা। ঘরের কাছে এসে রাগের মাথায় খুনোখুনী করে হ্যাপা বাড়াস না। খামকা ফৌজদারী করে হাজত ঘুরে বাড়ী ফিরে লাভ কি !

গোরাচাঁদ ॥ বলিস কি রতনা—সয়ে যাব ! সয়ে সয়ে মেহন্নতের মাল ঠগ জো-চ্চোরকে বিলিয়ে দিয়ে ক্লান্ত শরীরে, গালে অপমানের দাগ আর চোখে জল নিয়ে ঘরে ফিরে যাব ?

ধর্মদাস ॥ (চটিয়া গিয়া) যাবি না তো কি ? করবি কি তুই—শুনি ? গিয়েছিলি তো আইনের কচাকচি করতে—আর—তার জন্যেই তো অত মধু লোকসান হ'ল। আইনবাজ হয়েছেন ! আইন ওরা জানে না জানিস তুই শালা—হেরো মাতব্বর কোথাকার—

রতন ॥ খামকা গাল দিও না খুড়ো ! গোরা কিছু অন্যায় বলেনি। ফাউ মধু নেবার আইন নেই। অন্যায় জুলুম করে মধু নিলে—কি করতে পার তুমি শুনি ?

ধর্মদাস ॥ তবে অহঙ্কার করে—আইন জানি বলে রুখে গেল কেন ? পারল ও লোকটাকে ঠেকাতে—?

গোরাচাঁদ ॥ কেন ঠেকালি রতন ? কেন আমাকে ঠেকালি ? আজ বে-আইনী করে ঠেকিয়ে দিতাম ওই ঠগবাজকে। বুঝিয়ে দিতাম যে, পৃথিবীতে আরও একটা আইন আছে, যে

আইনে—জানের বদলে জান নেওয়া যায়। (কাঁদিয়া ফেলিল।)

রতন॥ গোরাচাঁদ! ছিঃ!

গোরাচাঁদ॥ মার খেয়ে আমার লাগেনি রতন—মার খেয়ে আমার লাগেনি। কিন্তু এই জুলুমের প্রতিবাদ না করতে পারার দুঃখে আমার সমস্ত বুকটা খাঁক হয়ে জ্বলে যাচ্ছে—।

[বিপরীত দিক হইতে ইজারাদারের কেরাণীর প্রবেশ।]

কেরাণী॥ কি হয়েছে রে মাঝিরা—?

[গোরাচাঁদ চক্ষের জল লুকাইতে নৌকার দিকে নামিয়া গেল।]

ধর্মদাস॥ আজ্ঞে আমাদের ওপর বড় জুলুম হয়েছে। ওই বনকর অফিসের চাপরাশী—

কেরাণী॥ ও বেটারা হচ্ছে গে এক নম্বরের চামার। আমাদের খালের ইজারাদার-আফিসে অমন লোক হ'লে দূর করে দিতাম!

[উৎকণ্ঠিত বংশীবদনের পুনঃ প্রবেশ।]

বংশী॥ নমস্কারবাবু!

কেরাণী॥ কে রে—বংশী না?

বংশী॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

কেরাণী॥ কি ব্যাপার?

বংশী॥ আমাদের নৌকোটা ছাড় করে দিতে হবে বাবু!

কেরাণী॥ হ্যাঁ, ছাড় তো করতেই হবে। তবে তোরা আধ মাইল বেয়ে আফিসের কাছে চল।

বংশী॥ বাবু, নৌকোর যা গাদি লেগেছে! লাইন বরাদ্দে চল্‌লে—ঘরের ভেঙে সাত দিনের খোরাকী খেতে হবে।

তাই বলছিলাম বাবু—আপনাকে কিছু—

কেরাণী ॥ পান খেতে দিবি ! ক' টাকা ?

বংশী ॥ দু' টাকা।

কেরাণী ॥ দু' টাকা ! তারপর চুন, খয়ের, শুপোরী, এলাচ লাগবে না ? শুধু দু'টাকার পা কি হবে ? মশ্‌লা-পাতির জন্যে আরও আট টা া—সব শুদ্ধ দশ টাকা লাগবে। তা ছাড়া নৌকোর টোল—

বংশী ॥ আচ্ছা, তাই নিন বাবু। এই নিন আপনার দশ টাকা। নৌকোর টোল আমি গিয়ে আফিসে জমা দিচ্ছি।

কেরাণী ॥ (টাকা লইয়া) বেশ ! তবে তুই আয়। হ্যাঁরে—নৌকো কিসের ?

ধর্মদাস ॥ আজ্ঞে মধুর।

কেরাণী ॥ কি মধু ?

ধর্মদাস ॥ আজ্ঞে—খলসে, বাণী, গর্জন, সরান, কেওড়া—

কেরাণী ॥ ভেজাল-টেজাল দিসনি তো ?

রতন ॥ আজ্ঞে, আমাদেরটায় একটু ভেজাল হয়ে গেছে—পাঁচ রকম মেশান হয়েছে—

কেরাণী ॥ বেশ করেছিস্। না মেশালে তোদের লাভ হবে কেন ? দেখি—ওই বড় কলসীটা নিয়ে আয় তো দিকি—

বংশী ॥ আজ্ঞে—ও-সব মহাজনের—

কেরাণী ॥ তাতে কি হয়েছে ? নগদ দাম দেব আমি—নিয়ে আয় বড় কলসীটা। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? নায্য দাম পাবি, তেমন লোক নই আমি যে ঠকাব, জোচ্চুরি করব।

[বংশীবদন নীচে নামিয়া নির্দিষ্ট কলসীটা লইয়া আসিল।]

কেরাণী ॥ (কলসীটা লইয়া) তা'হলে তোরা কেউ চলে আয় আফিসে, টাকা জমা দিয়ে ছাড় নিয়ে যাবি—

বংশী ॥ নায্য পয়সাটা দেবেন বলেছিলেন·—

কেরাণী ॥ ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। এই নে বাবা—এই নে—

[কেরাণীবাবু বংশীরই দেওয়া সেই দশটাকার নোটটা দিলেন।]

বংশী ॥ (সবিস্ময়ে) বলছেন কি ! তিরিশ সেরের কলসী, কিছু না হোক—ষাট টাকা তো দাম হবেই।

কেরাণী ॥ হ্যাঁ তা—ষাট টাকা দাম হবে। তবে তোকে কি দাম বলে দিচ্ছি ভেবেছিস ? ওটা তোর ছেলেপিলেকে মিষ্টি খেতে দিয়েছি। আমরা মধু খাব আর তারা মিষ্টি খাবে না !

[কেরাণীবাবুর প্রস্থান।]

ধর্মদাস ॥ কেন তুই ভেজালের কথা বলতে গেলি ? খাঁটি বললে—খাঁটীর দাম পাওয়া যেত—

বংশী ॥ তা'হলে আর রক্ষে ছিল না ধর্মদাস। খাঁটী বললে—বেবাক মধু তুলে নিত।

রতন ॥ যা হবার হয়েছে। নৌকো ছাড়-পত্র নিয়ে শ্যামবাজারে চল। এখনও যা মাল আছে, বেচলে সব শোধ হয়ে হাতে কিছু থাকবে।···মনটা বড় খারাপ লাগছে বাউলী ! চারিদিকে একটা কুগ্রহের নজর—শীগ্‌গীর চল। আর—এ তো জানা কথা, আইন যাদের হাতে—নিজেদের স্বার্থের জন্যে তারা একটু বে-আইনী কাজ করেই থাকে। এ নিয়ে বোঝা-বুঝি করতে গেলে চলে না।

ধর্মদাস ॥ বে-আইনীই যদি বুঝেছিলি, তবে মধু দিলি কেন ওকে ? বল বাউলী—কেন দিলে ওকে মধু ?

বংশী ॥ না দিয়ে কি উপায় বল দিকি! সাত দিন দেরী হবে। রতনের টাকা উস্‌ুল হ'তে দেরী হবে। জমি ছাড়িয়ে টাকা শোধ দিয়ে ওরা ঘর বাঁধবে। পরশু যে ২৪শে, এ-মাসের শেষ বিয়ের তারিখ। ওর কত আশা, আমি ওর গুরু—আমায় সেটা দেখতে হবে না।

ধর্মদাস ॥ তাই বলে বে-আইনী করে, জুলুম করে সবাই ঠকিয়ে নেবে বংশীবদন?

বংশী ॥ চাঁদের মধ্যে যেমন কালো কলঙ্কের চৌওকি, আইনের মধ্যেও তেমনি এ-সব বে-আইনী কলঙ্কের চৌওকি মাতব্বর!

ধর্মদাস ॥ কিন্তু তুমি! তুমি শাস্তর জান, তুমি মন্তর জান, চাঁদের বুকের এই কলঙ্কের চৌওকি তুমি মুছে দিতে পার না বাউলী?

বংশী ॥ ধর্মদাস! এ-সব নেকা-পড়া-জানা আকাশের চাঁদ। আমরা জংলী, আমরা মুখ্যু মেঠো, আমরা মাটির লোক; আকাশে হাত বাড়িয়ে চাঁদের নাগাল পাব কি করে যে, তার কলঙ্ক মুছিয়ে দেব? আমরা যে বামন মাতব্বর! তাই চাঁদের সাথে সাথে চাঁদের বে-আইনী কলঙ্ককে সেলাম না জানিয়ে আমাদের উপায় নেই!

[দৃশ্য শেষ]

দশম দৃশ্য

[শ্যামবাজারে খালের ঘাট। বংশী, ধর্মদাস, রতন ও গোরাচাঁদের প্রবেশ। মনে হয়, তাহারা সহরের দিক হইতে আসিতেছে এবং সকলেই একটু উত্তেজিত। বংশীর হাতে টাকা ও চালান।]

ধর্মদাস ॥ বলি—ও বংশীবদন, গোন না টাকাটা—

বংশী ॥ নৌকোতে গিয়ে গুনব।

গোরাচাঁদ ॥ কত দর পাওয়া গেল মুরুব্বী ?

বংশী ॥ ওহ্‌হো, অধৈর্য হয়ে গেলি যে তোরা! নে—ত্মাখ, যা পাওয়া গেছে এই রসিদ-কাগজে লেখা আছে। দোকানদারের ব্যাপার—নে পড়।

[বংশীবদন চালানটা গোরাচঁদের হাতে দিলে সে তাহাতে চোখ বুলাইয়া লইয়া উহা ধর্মদাসের হাতে দিয়া বলিল—]

গোরাচাঁদ ॥ নাও না, পড় না খুড়ো। বলি—কত হয়েছে দেখ না তোমরা প্রাচীন লোক—

ধর্মদাস ॥ (পড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া) তেমন নজর চলে না কিনা ; ওঃ—যে ক্ষুদে ক্ষুদে লেখা—দেখতে পাব ? বলি—ও বংশীবদন, প'ড়ে তুমিই শোনাও না!

বংশী ॥ আমি পেন্সিলের লেখা দেখতে পাই ? তার চেয়ে বরং রতন—

রতন ॥ ডান দিকের কোণের দিকেই তো টাকা ?

বংশী ॥ কেন ? কি হ'ল ?

রতন ॥ ঐ—১১৪০৲ ;—কি হ'ল—মোট ওজন, না টাকা—?

ধর্মদাস ॥ আমি বলি,—অত ঝঞ্ঝাট করছ কেন বাউলী!

একজন চালান পড়বে, হিসেব করবে আর একজন, অত ঝঞ্ঝাটের কি? মোট টাকা তো তোমার কাছেই—গুনেই দেখ না—কত হয়েছে?

বংশী॥ সে কি আর গুনে নিই নি? দিয়েছে—এক হাজার এক শ' চল্লিশ টাকা। তাই বলছিলাম,—চালানের হিসেবটা দেখে নিলে পরে—

রতন॥ চালানেও তো ওই এগারশো চল্লিশ টাকাই······

বংশী॥ তবু কী পড়তা করলে, সেইগুলো যদি—এই সব হিসেব-টিসেব গুলো—আমার মাথায় আবার ঠিক আসে না—

গোরাচাঁদ॥ তুমি বাউলী. জঙ্গলে বাঘ আর ডাঙায় একেবারে কেঁচো!

বংশী॥ হাঃ হাঃ হাঃ! যা বলেছিস্! গোরাচাঁদ তর্ক দেয় ভাল—

রতন॥ কিন্তু, হাজারে হাজার লাভ হবে বলেছিলে—হ'ল মাত্র এক শ' চল্লিশ টাকা!

বংশী॥ আর নৌকোটাও তো তিন-চার শ'-র সামগ্রী। কিন্তু তুই-ই বল্ রতন, পথে এই চোট না খেলে ব্যবসাটায় লোকসানের কিছু আছে? বল্— আমার দোষে কিছু······

রতন॥ আমি দোষ দিচ্ছি না বাউলী। বলছি, আমার কপালটাই খারাপ, তোমার আর দোষ কি!

ধর্মদাস॥ দুঃখ করিস না রতন। এই হাজার টাকা শোধ দিয়ে—আট শ' টাকার খৎটা ফিরিয়ে নে। একশ' চল্লিশ টাকা আমরা ভাগ ক'রে নি। তার পর নৌকোটা সুবিধে মত বেচে দিয়ে যা হোক একটা তোর কিছু······

গোরাচাঁদ॥ সেই ভাল। আগে তো তোর নিজের

বাঁচা, তার পর নিতাই বৈরাগীরটা চেষ্টা করিস। হাত-পা গুটিয়ে বসেছিলি এমন কথা ত্রিভুবনে কেউ বলতে পারবে না। আর কে যায় গো—অমন নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে মনের মানুষের ঘর সামলাতে ?

রতন ॥ ঠিক আছে ঠিক আছে, থাম। চলো, নৌকো ছাড়। গিয়ে দেখি—সেখানে আবার কোন চিত্তির হয়ে আছে! তার চেয়ে—কাঠের চালান আনলে……

['বংশী! ও বংশী,' লয়া ডাকিতে ডাকিতে অন্ধ জলিলের প্রবেশ।]

জলিল ॥ বংশী! ও বংশী!

বংশী ॥ আরেঃ! জলিল যে! কি খবর ?

জলিল ॥ খবর! খবর কিছু নেই। তামাম দুনিয়ার রোশনাই আমার চোখের সামনে নিভে গেছে বংশীবদন!……

বংশী ॥ সে কি! চোখে দেখতে পাচ্ছ না মিঞা ?

জলিল ॥ না বাউলী! কাঠের কিস্তির নৌকোয় ছিলাম। জঙ্গলে গেমো গাছ কাটতে গিয়ে তার কষ লেগে চোখ দুটো একেবারে অন্ধ হ'য়ে গেছে……

রতন ॥ গেমোর কষে চোখ অন্ধ!

বংশী ॥ হ্যাঁ, গেমোর কষে অন্ধ হ'য়, আর তার বাসে জন্ম-কাশি ধরে থাকে। তারপর—?

জলিল ॥ তারপর! নিজের রোজগারের অন্ন মাগ-পুতে খেয়েছি, দোস্ত-দরদীদের ছিয়েলি । তাদের চোখের সামনে কি ভিক্ষের অন্ন খাওয়া যায় বংশীবদন! তাই সবার চোখের আড়াল হয়েছি। বাড়ীতে যাইওনি—যাবার ইচ্ছেও নেই।

এই অন্ধ চোখের ওপর ভেসে উঠছে আমার গরীবের সংসার। কার রোজগারের অন্নে গিয়ে ভাগ বসাব বল তো! তাই ঘাটে ঘাটে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বংশী ॥ তা' আমায় খুঁজছ কেন ভাই!

জলিল ॥ এঁ্যা!···ও হঁ্যা। মোক্‌সেদ আমাদের বাউলী ছিল। সে লোকটাকে বললাম,—আমাকে মেডিকেল কলেজে পৌঁছে দাও, চোখটা দেখিয়ে যাব। সে বল্‌লে,—'ঘরে ফিরব, আমার সময় নেই।' তারপর আমার দশ-টাকার নোটটা বদ্‌লে শুধু একখানা সাদা কাগজ নাকি দিয়ে গেছে। তার চোখে দৃষ্টি আছে, সে টাকার বদলে কাগজ দিয়ে গেল! সে আমায় ফেলে চলে গেল! তাই তোমায় খুঁজছিলাম বংশী বাউলী, যে বাউলীর চোখেও দৃষ্টি আছে—মনেও দৃষ্টি আছে—তাকেই খুঁজছিলাম। আমায় দশটা টাকা দেবে ভাই? আর লোক দিয়ে আমায় পৌঁছে দেবে একবার মেডিকেল কলেজে?

বংশী ॥ আমাদের বড় তা্শ ছিল, একটা বিপদ মতন—

জলিল ॥ ওহ্‌ হোহো, হঁ্যা, জানি তো, তোমার মাল্লা রতনকে বাঘে নিয়েছে—

বংশী ॥ কে বললে? মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা—

জলিল ॥ জঙ্গলে যে বললে,—রতনকে বাঘে নিয়েছে। এখানেও তো কে বলেছিল যে, তার ঠিক-করা কনের বিয়ে হচ্ছে সনাতন মোড়লের বাড়া। এ-মাসের শেষ লগনসায় —বুঝি বা আজই হবে সে-তারিখ।

রতন ॥ তুমি ঠিক জানো?······বাউলী!

বংশী ॥ দাঁড়া, দাঁড়া ; ঘাবড়াস না !···তুই ···এক কাজ কর। তুই নম্বর বাসে চেপে বৌবাজারের মোড়ে জলিলকে মেডিকেল কলেজে পৌছে দে। তারপর তুই আবার সোজা দেশের বাসে ক'রে হাসনাবাদ যাবি। তারপর লঞ্চে ক'রে পৌছে যাবি সনাতন মণ্ডলের বাড়ী। তারপর—

রতন ॥ (জলিলের হাত ধরিয়া) চল জলিল !

বংশী ॥ দাঁড়া, টাকা নিয়ে যা—

রতন ॥ টাকা তোমার কাছেই থাকুক মুরুব্বী—পরে সব হিসেব নেব—তোমার কাছেই সব থাক, তা নয় তো পথে-ঘাটে যদি—অত টাকা······?

বংশী ॥ তবু, তোর কিছু কেনা-কাটা, টিকেট ভাড়াপত্তর লাগবে না—?

রতন ॥ ওহ্‌হো, দাও।

বংশী ॥ (রতনকে একটা দশ-টাকার নোট দিয়া) আর জলিলকে দশটা টাকা দেব ?

রতন ॥ তুমি দেবে আর আমি বারণ করব বাউলী ! তোমায় না গুরু মেনেছি— ?

বংশী ॥ (জলিলকেও একটা দশ-টাকার নোট দিয়া) এই নাও জলিল টাকা। এ রতন, এরই টাকা—এরই তপিল, আমি দিলাম মাত্র।

জলিল ॥ রতন, তোমার গুরুর কিছুই নেই, শুধু অন্তরটাই আছে। চাইলে—তোমার গুরু জীবনটাও বিলিয়ে দিতে পারে।

[অন্ধ জলিলের হাত ধরিয়া রতনের প্রস্থান।]

বংশী ॥ (হাতজোড় করিয়া) জয় বনবিবি, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী !

জয় মা কালী, কালিকা দক্ষিণাকালী! …মাতব্বর, গোরা, কিরে—চুপ হয়ে গেছিস যে— ?

ধর্মদাস ॥ ভাবছি—আর কি দেখতে হবে এ-যাত্রায় ?

বংশী ॥ আর কিছু দেখতে হবে না। আমি আর কিছু দেখতে দেব না ধর্মদাস! বখড়া আজ আর হবে না। টাকা কিছু কিছু তুমি আর গোরা নাও। টুকি-টাকি কেনার যা আছে চট্ ক'রে সামনের দোকান থেকে কিনে আন। এক্ষুনি নৌকো ছাড়ব।

ধর্মদাস ॥ আমার হাজারো কেনার দরকার। সে-সব না হয় না-ই নিলাম, কিন্তু একখানা থালা চাই-ই।

গোরাচাঁদ ॥ আমার ছেলেটা বড় বায়না ধরেছিল—একটা বাঁশী আর……

বংশী ॥ যা হয় এই নে, তোরা দু'জনে দশ টাকা। তাড়াতাড়ি সেরে আয়—কেনা-কাটা যা করার আছে—

[ধর্মদাস ও গোরাচাঁদ টাকা লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিলে বংশীবদন আকাশের দিকে হাত জোড় করিয়া বলিল—]

মা—মা গো দক্ষিণাকালী, মুখ রাখিস মা!

[বলিয়া টাকাটা তপিলে ভরিতে ভরিতে বংশীবদন ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে যাইয়াই যেন হঠাৎ কিছু দেখিয়া ভয় পাইয়া —'না-না-না' বলিয়া পিছন হঠিতে লাগিল। একটু পরেই ঘাটের দিক্ হইতে সনাতন মণ্ডল ও গুরুচরণ প্রবেশ করিল।]

সনাতন ॥ খবরদার! দাঁড়া, দাঁড়া বলছি। হারামজাদা পালাচ্ছিস্ কোথায় ?

বংশী ॥ (দাঁড়াইয়া) পালাব কেন ? অন্যায় তো কিছু করিনি !

[বংশীবদন তাড়াতাড়ি টাকার গাঁজিয়াটা ট্যাঁকে গুজিয়া লইল ।]

সনাতন ॥ দেখি তোর হাতে কি ? চালানে কত দরে কত টাকা পেলি ? (চালান দেখিয়া লইয়া) উস্ এগারোশ' চল্লিশ টাকা ! এ থেকে আমার হিস্সা পাওয়া তো দূরের কথা—আসল দেনাই যে শোধ হবে না। কই ? টাকা কোথায় ?······ তোর জের বাকী তিনশ' পঞ্চাশ টাকা দে—

বংশী ॥ টাকা রতনের ; সে-ই তপিলদার।

সনাতন ॥ আরও ভাল কথা ! তার কাছে দাদন আছে নগদ আটশ' ; কড়ার আছে—হাজার হিসেবে—সে দেবে দু'হাজার টাকা। খতে তাই লেখা আছে—দেখতে পারিস ।

বংশী ॥ খত কি আমি অস্বীকার করছি ? বলছিলাম, সে তো নেই······

সনাতন ॥ জানি—তাকে বাঘে খেয়েছে। টাকা দে। চালান তোর কাছে আছে—আর টাকা কি বাঘের পেটে থাকবে ?

বংশী ॥ রতন বেঁচে আছে। আপনার বাড়ী গেছে। আপনার বাড়ীতে বিয়ে তাই শুনে--

সনাতন ॥ হ্যাঁ, আমার বাড়ীতে বিয়ে—আর পাত্তর আমি নিজেই। বিয়ের বাজার করতেই এসেছিলাম কাল ; ঘাটে শুনলাম—তোরাও আসছিস। তাই রাত পুইয়ে টাকা উসুল করার জন্যে বসে আছি। দেরী করাস না টাকা নিয়ে। খাতায় ওয়াশীল তুলে তবে বাসে করে গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসবো। রতনের দাদন বাবদ কড়ার দু'হাজার, তোর জের বাকী তিন শ' পঞ্চাশ টাকা, ধর্মদাসের কাছে জের বাকী পঁচাশি টাকা, এই একুনে—দু'হাজার চারশ' পঁয়ত্রিশ টাকা নগদ গুনে দিবি এখানে। তা নয় তো তোর নামে সদর

থেকে যে হুলিয়া করা আছে—তারই বলে পুলিসে খবর দিয়ে ধরিয়ে হাজতে পাঠাব তোকে।

বংশী॥ হাজত! টাকার জন্যে?

সনাতন॥ হ্যাঁ, হাজত তঞ্চকতা করার জন্যে।···গুরুচরণ—!

[অন্যমনস্ক বংশীবদনের পশ্চাতে দণ্ডায়মান গুরুচরণ বংশীর ট্যাঁক হইতে টাকার গ্যাঁজিয়াটা হঠাৎ ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইতেই]

বংশী॥ (আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া) গুরুচরণ!

[ইতিমধ্যে গুরুচরণ টাকার গ্যাঁজিয়াটা সনাতনকে ছুড়িয়া দিলে সনাতন উহা কোমরে গুঁজিতে স্থুরু করিল দেখিয়া—]

বংশী॥ মোড়ল মশাই, মোড়ল মশাই! এই হাজার একশ' দশ টাকা রতনের। রতনের কাছ থেকে বুঝে নেবেন। এখন টকাটা নেবেন না—আমি জিম্মেদার—

সনাতন॥ বেশ তো, আমি জিম্মেদার হ'লাম, তুই রেহাই পেলি!

বংশী॥ তা'হলে মোড়ল মশাই—ওই খতগুলো দিয়ে যান।

সনাতন॥ তোকে দেব কেন? দরকার হয় সে আমি রতনকে দেব।

বংশী॥ তবে—এই হাজার টাকার একটা রসিদ দিন।

সনাতন॥ রসিদ! ওঃ, তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না?

বংশী॥ বিশ্বাসের কথা নয়। আমাকে বিশ্বাস ক'রে এত টাকা সে গচ্ছিত রেখে গেছে। আমি বাউলী, আমার উচিৎ নয় তার বিনা-অনুমতিতে···তা'ছাড়া—মাতব্বর, গোরা—তাদের অসাক্ষাতে···তাই যদি—

সনাতন॥ টাকাটা আমি মেরে দি—কেমন? তাই রসিদ চাই—এই তো?

বংশী॥ তাই যদি ভাবেন—তা' হলে তা-ই; কিন্তু রসিদ আমার চাই—

সনাতন ॥ তুই আমায় চোর ভাববি—আর আমি তোকে রসিদ দিয়ে যাব ! দেবো না। দেখি—তুই কি করতে পারিস ?

বংশী ॥ মোড়ল মশাই

সনাতন ॥ হারামজাদা ! আমি চোর .

বংশী ॥ (সনাতনের পায়ে ধরিয়া) আপনার পায়ে ধরছি, অবস্থাটা বুঝুন। চটবেন না, দোহাই ! দয়া করে রসিদটা দিন।

সনাতন ॥ ফের সেই কথা ! জুতো মেরে গরু দান ! ছাড় পা আমার—হারামজাদা (বংশীর বুকে সজোরে পদাঘাত করিয়া) চোর-ডাকাতের সাঙ্গাত, জানোয়ার, ইতর···!

বংশী ॥ (হতভম্ব বংশী ক্ষুব্ধকণ্ঠে) মোড়ল !

[বলিয়া উঠিতে যাইতেই পশ্চাতে দণ্ডায়মান গুরুচরণ বংশীর ঘাড়ে এক ধাক্কা মারিলে বংশী পড়িয়া গিয়া আবার উঠিতে চেষ্টা করিলে তাহার কপাল ঠুকিয়া গেল।]

গুরুচরণ ॥ বংশী !

বংশী ॥ কি—কি—কি ভেবেছ আমাকে ?

[বলিয়া বংশী ঘাটের দিকে অতি দ্রুত গতিতে নামিয়া গেল।]

সনাতন ॥ (রাগের ঝোঁকে) ভাববে আবার কি ? হারামজাদা চোর ! টাকাগুলো তামাদি করে দেওয়ার মতলব ! রসিদ চাই ! রসিদ ! যেন আমি চোর ! চোর ভেবেছে আমাকে ! আমি ঠগ ! (বলিতে বলিতে সনাতন ও গুরুচরণের প্রস্থান।)

[বিপরীত দিক্ হইতে ধর্মদাস ও গোরাচাঁদের প্রবেশ। ধর্মদাসের হাতে একটা নূতন থালা আর গোরাচাঁদের হাতে একটা বাঁশী ও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস-পত্র। ঘাটের দিক হইতে বংশীবদনকে উঠিয়া আসিতে দেখা গেল—হাতে তার সেই ছোরা, মুখে ভয়ঙ্কর কাঠিন্য।]

বংশী ॥ কোথায়? কোথায় গেল ?

ধর্মদাস ॥ এ আবার কি হ'ল বাউলী !

বংশী ॥ ধর্মদাস, গোরা ! এক হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

গোরাচাঁদ ॥ আমরা যেতে আসতে—এই সামান্য সময়ের মধ্যে তোমার কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেল ! কে? কে ছিনিয়ে নিলে ?

বংশী ॥ সনাতন মণ্ডল। টাকাটা নিয়ে গেল—

ধর্মদাস ॥ বাঃ! চমৎকার বলেছ ! সনাতন মণ্ডল টাকাটা নিয়ে গেল। তা'···রসিদ রাখলে না কেন ?

বংশী ॥ রসিদ দেয় নি—বিশ্বাস কর !

ধর্মদাস ॥ বিশ্বাস করা শক্ত বাউলী! এক হাজার টাকা তোমার কাছে গচ্ছিত ছিল—বিনা রসিদে যে টাকাটা নিয়ে গেল—তার প্রমাণ কি ?

বংশী ॥ প্রমাণ? প্রমাণ আছে। এই—এই যে—বুকে আমার জুতোর দাগ। এর পরেও প্রমাণ চাই ?

ধর্মদাস ॥ চাই বৈকি ! বুকের দাগ, মুখের কথা—আর কেউ বিশ্বাস করলেও রতন বিশ্বাস করবে না।

বংশী ॥ মুখের কথা বিশ্বাস করবে না ! জুতোর দাগের প্রমাণ বিশ্বাস করবে না ? আচ্ছা, আচ্ছা—আমি প্রমাণ করিয়ে দেবো। ধর্মদাস, তোমরা নৌকো নিয়ে ঘরে চলে যাও, আমি প্রমাণ করিয়ে দিয়ে—তবে ঘরে যাবো। আমি বাউলী বলে অহঙ্কারী হতে পারি, তাই বলে চোর নই; আমি ঠগ্ নই, আমি সৎ। আমি সত্যিকারের মানুষ—সেটা প্রমাণ ক'রে দিয়ে—তবে আমি ঘরে যাবো।

[উন্মাদের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে বংশীবদনের প্রস্থান।]

ধর্মদাস॥ (বংশীর পশ্চাৎধাবন করিয়া) বংশী! বংশীবদন!! বাউলী—!!!

[দৃশ্য শেষ]

একাদশ দৃশ্য

[সনাতন মণ্ডলের বসতবাটী। দাওয়ার অংশ সহ উঠান, এবং বাটীর কিছু কিছু অংশ বিবাহোৎসবের উপযুক্ত করিয়া সাজান রহিয়াছে। লাকু হাতে এলোকেশী উঠানে দাঁড়াইয়া]

এলোকেশী॥ ফড়িং! ও ফড়িং! বলি—ওরা এলো? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো এখানে—বল দিকি! কিরে—সাড়া দিচ্ছিস না যে? ওরা এলো?

[উদ্‌ভ্রান্ত ময়না ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার কেশ বিস্রস্ত, শরীরে অবসাদজনিত দুর্বলতা, দৃষ্টি অবসাদগ্রস্ত, বিকার জনিত চক্ষুতারকা বিস্ফারিত।]

ময়না॥ এসেছে? এসেছে নাকি? কই—আসেনি? কোবরেজ মশাই আসেনি·····?

এলোকেশী॥ (ছুটিয়া ময়নাকে ধরিয়া) আঃ মরণ! তুমি আবার উঠে এলে কেন? মরবে নাকি? দশদিনের উপবাসী

শরীরে পিত্তি তেতে বায়ু-চড়া জ্বর দেহে। বলি—বিভ্রাট না বাঁধালে বুঝি আর হচ্ছে না? বিড়্ বিড়্ করতে করতে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

ময়না ॥ বাঃ! সবাই যে চলে গেল! ফাঁকি দিয়ে সবাই গেল! —গোঁসাই, কোবরেজ-মশাই, বাবা—

এলোকেশী ॥ কেউ যায়নি—সব আছে। ন্যাকা মাগী!··· তোমার বাবা আছে আমার বাড়ীতে, সেখানে আর একটু বাদে তোমায় নিয়ে যাওয়া হবে। এ-বাড়ীতে বউ-ভাত হবে —আর আমার বাড়ীতে হবে বিয়ে—

ময়না ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, বিয়ে হবেই, আমি যে রাজী হয়েছি! না না, বিয়ে হবে না। কিন্তু কোবরেজ মশাই এলো না কেন? তাই তো জিজ্ঞেস করছি—কোবরেজ মশাই আসেনি? সে যে বলেছিল—আমায় নিয়ে—জঙ্গলে···সেই তো নিয়ে যাবে জঙ্গলে—সেখানে আমায় খুঁজতে হবে যে—

এলোকেশী ॥ বলি—কেঁদে কেঁদে—আর ভুল বকে বকে মাথাটিকে একেবারে খাবে—আর সঙ্গে সঙ্গে আমায়ও পাগল করবে। ···ও ফড়িং—! ফড়িং—!

[ফড়িং-এর প্রবেশ।]

এলোকেশী ॥ কিরে—তোর বাপ এলো?

ফড়িং ॥ না পিসিমা—এলো না তো! সড়ক পর্যন্ত এগিয়ে দেখলাম···আসেনি তো!

এলোকেশী ॥ তখনই পই-পই করে বললাম,—যেও না দাদা, যেও না, বাজার কর—এখন এ-দিকে লগ্ন ব'য়ে যাক্—

ময়না ॥ তার আগে আমায় এখান থেকে যেতে হবে যে—

ফড়িং ॥ পিসী, কি বলছে গো—

এলোকেশী ॥ বলছে ওর মুণ্ডু! আমি চললাম। তোর বাবা এলেই খবর দিস্। আমি এসে ওকে নিয়ে যাব। ততক্ষণ দোর-টোর বন্ধ করে থাক। দেখিস—ঝোঁকের মাথায় আবার যেন কোথাও বেরিয়ে না যায়।

ফড়িং ॥ ইস্! আমি বেরোতে দিলে তো! দরজায় হুড়কো দিয়ে রাখব না!

এলোকেশী ॥ (দরজা বন্ধ করিয়া) তাই রাখ। তবে হ্যাঁ, যদি অচেনা কেউ আসে—মানে বরযাত্রী কেউ, বসিয়ে খাতির করে আমায় গিয়ে ছুটে খবর দিবি,—বুঝেছিস?

ফড়িং ॥ হ্যাঁ, বুঝেছি।

এলোকেশী ॥ বুঝলেই ভাল।···ওগো ও ভালমানুষের মেয়ে, ওখানে না বসে—যাও না, একটু ঘরে গিয়ে বসো না!

[এলোকেশী প্রস্থান করিলে ফড়িং দরজায় খিল বন্ধ করিয়া দিল।]

ময়না ॥ ঘর! ঘর তো মহাজনকে দিয়েছি! এবার জঙ্গলে গিয়ে বাস করব। ···ওকি! দরজা বন্ধ করো না, কোবরেজ মশাই আসবে। তাঁর সঙ্গে আমি যে গোঁসাইকে খুঁজতে যাব। দরজা বন্ধ করো না—দরজা বন্ধ করো না।

[বাহির হইতে মুহুর্মুহুঃ দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শোনা গেল।]

ফড়িং ॥ (দরজার কাঠের ফাঁকে উঁকি দিয়া) কে—?

ময়না ॥ কে?···কোবরেজ মশাই এসেছে। দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও—

ফড়িং ॥ (দরজা খুলিতে খুলিতে) কোবরেজ মশাই নয়।

মাথায় ফেট্টি জড়ানো—বোধ হয় গুরুচরণ, আর সঙ্গে বোধ হয় বাবা।

ময়না ॥ না। খুলো না—খুলো না, দরজা খুলো না—

[বাহির হইতে পুনঃ পুনঃ করাঘাত হইতে থাকিলে ভীতা ময়না ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ফড়িং ... দরজা খুলিয়া দিতেই উদ্‌ভ্রান্ত রতনের প্রবেশ।]

রতন ॥ একি! কেউ নেই দেখছি!......আজ নাকি বিয়ে?

ফড়িং ॥ হ্যাঁ, ও-বাড়ীতে সবাই আসবে। তুমি বসো, আমি পিসীকে খবর দিচ্ছি। তুমি একটু নজর রেখো—ঘর থেকে যেন পালিয়ে না যায়।

রতন ॥ (স্বগতঃ) পালিয়ে যাবে! কে?...ঘরে কে?

ময়না ॥ (দরজা খুলিয়া) কে? বাইরে কে?—গোঁসাই!

রতন ॥ ময়না!

ময়না ॥ তুমি কি স্বপ্ন-মায়া! না—আমার চোখের ভুল—

রতন ॥ কি বলছিস ময়না?

ময়না ॥ বড় সাধ ছিল—তোমাকে দেখব গোঁসাই, তাই কি তুমি দেখা দিতে এসেছ? খুব ভাল করেছ গোঁসাই। এ-জীবন গেলে আর তো দেখা হ'ত না!

রতন ॥ তোর পদ্ম-মধু নিয়ে এসেছি—ময়না!

ময়না ॥ আমি জানতাম, আমার গোঁসাই সব নিয়ে আসবে। ওরা শোনেনি—ওরা আমাকে বড় কষ্ট দিয়েছে গোঁসাই কিন্তু তোমার কোন কষ্ট হয়নি তো? বাঘের কামড়ে তোমার লাগেনি তো?

রতন ॥ ময়না—

ময়না ॥ যত্ন ক'রে তোমায় আমি ভাল ক'রে তুলব।...তোমায় একটু ছোঁব গোসাঁই ?

[বলিয়াই ময়না মূর্ছিতা হইয়া পড়িল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সনাতন মণ্ডল মঞ্চে প্রবেশ করিয়া রতনকে দেখিয়া—]

সনাতন ॥ কে ? (রতনের হাত ধরিয়া) রতন ! তুই মরিসনি ?

রতন ॥ না, আমি মরিনি ! কিন্তু আপনার লোভের বিষে—

[মূর্ছিতা ময়নাকে রতন তুলিতে গেলে সনাতন মণ্ডল রতনের হাত ধরিয়া রুখিয়া—]

সনাতন ॥ বিষ খাইয়েছিস্ ?

রতন ॥ না তো ! আমি তো জানি না—

সনাতন ॥ ওহ্‌হো, বুঝেছি। তবে বোধহয় কোবরেজের বিষ। বিসূচিকা রোগী...সূচিকাভরণের বিষ · অনেক আয়ুর্বেদীয় বিষের পোটলা ! ...এখন বুঝেছি—কোবরেজই বিষ খাইয়েছে।

রতন ॥ বিষ ! কী বলছেন আপনি !—কি বলছেন ?

সনাতন ॥ বলছি।...দেখাচ্ছি তোকে। আজ ভাল করে বুঝিয়ে দেব—তোর একদিন কি আমার একদিন ! গুরুচরণ—!

[গুরুচরণকে ডাকিতে ডাকিতে সনাতন মণ্ডলের প্রস্থান।]

রতন ॥ মোড়ল মশাই ! মোড়ল......

সনাতন ॥ (নেপথ্যে) বংশী !

রতন ॥ বাউলী !

সনাতন ॥ (নেপথ্যে আর্তকণ্ঠে) আঃ— আঃ—

[রক্তাক্ত দেহে বংশীবদনের মঞ্চে প্রবেশ।]

বংশী ॥ সব হিসেব মিটিয়ে দিয়ে এসেছি রতন—!

রতন ॥ বাউলী !

বংশী ॥ আমাদের সব কিছু ও ছিনিয়ে নিয়েছে। মুখের কথায় নয়, আমার বুকের দাগ দিয়েও নও—পাঁচজনের চোখের সামনে সদর রাস্তায় ওর বুকের খুন দিয়ে ওকে প্রমাণ রেখে যেতে হয়েছে যে, ও বংশী বাউলীকে ঠকাতে চেয়েছিল—

রতন ॥ বাউলী—বাউলী !

বংশী ॥ সব হিসেব মিটিয়ে দিয়েছি রতন—

রতন ॥ আর কেন এ-কাজ করলে বাউলী ! কোন দরকার ছিল না। ও আমার টাকা-কড়ি, ঘর, আনন্দ—সব ছিনিয়ে নিয়েছে। চেয়ে দেখ, ময়না বিষ খেয়েছে—

বংশী ॥ বিষ ! ভয় কি রতন ? বেহুলার বরে আমি কালনাগের বিষ নামাতে পারি—আর এ-বিষ নামাতে পারব না ? (ময়নাকে দেখিয়া লইয়া) কিন্তু—এ তো বিষ খায়নি।

রতন ॥ বিষ নয় ?

বংশী ॥ না। উপোসে, জ্বরে, ভয়ে, চিন্তায়, আনন্দে—ও জ্ঞান হারিয়েছে।······মা, মা গো,—ময়না—!

কবিরাজ ॥ (নেপথ্যে) শুধু মেয়েটাকে উদ্ধার করে আমার হাতে দিন হুজুর—

[এস্-ডি-ওকে সঙ্গে লইয়া কবিরাজ মহাশয়ের মঞ্চে প্রবেশ।]

রতন ॥ আর কোন হুজুরেই ওকে নিয়ে যেতে পারবে না—

এস্-ডি-ও ॥ কে তুমি ?···ও ! তুমিই বুঝি সনাতনকে ছুরি মেরেছ ?

বংশী ॥ না, ও নয় হুজুর, আমি খুন করেছি। প্রমাণ আছে গায়ের রক্ত (দেখাইয়া) দেখছেন না ?

এস্-ডি-ও ॥ রক্ত !

বংশী ॥ রক্ত ! রক্ত নয় হুজুর,—বিষ। সমুদ্র-মন্থনে অমৃত—আর বিষ উঠেছিল। আমি নীলকণ্ঠ, শিবের শিষ্য—অমৃতটুকু বাঁচাতে সব বিষ নিজে গিলেছি।

কবিরাজ ॥ এ তুমি কি করেছ বাউলী ! কানুন তুমি নিজের হাতে নিলে ?

বংশী ॥ ভুল করেছি হুজুর। আমি বাউলী হুজুর। আইন আর ফরজ্, শাস্ত্র আর দোহাই আমার পুঁজি। রতন আমার হাতে তার সব টাকা-কড়ি—তাবৎ অর্থ, এমন কি নিজের জান পর্যন্ত সঁপে দিয়েছিল ; আর আমি আইনের ভরসাতেই তা নিয়েছিলাম ! কিন্তু জঙ্গল ছেড়ে মানুষের আওতায় আসতে বারে বারে বে-আইনী হামলায় সব কিছু লুঠ্ হয়ে গেল। ওর টাকা-কড়ি, ওর অর্থ, আনন্দ, ইজ্জত—যখন বে-আইনী হামলায় যেতে বসেছিল—তখন আমি বাউলী—আমার উপায় ছিল না ওকে না বাঁচিয়ে। তাই বে-আইনী করে, কানুন নিজের হাতে নিয়ে বিচার করতে হ'ল !

এস্-ডি-ও ॥ কিন্তু—এর জন্যে তোমায় গ্রেফ্তার করা হ'ল।

[এস্-ডি-ও-র নির্দেশে নিকটে দণ্ডায়মান কন্‌ষ্টেবল্ বংশীকে হাত-কড়া পরাইয়া দিল।]

বংশী ॥ জানতাম—হাজত আমার হবে। সবাই মিলে কানুন পালটাতে চেষ্টা না করে একা নিজের হাতে কানুন নেওয়া আমার ঠিক হয়নি। কিন্তু রতন আমাকে গুরু মেনে লাভের বেশী-ভাগ দেবে বলেছিল ; আজ বেশী লোকসান যখন তারই হ'ল সে-লোকসানের বেশী-ভাগ যে আমার না নিয়ে

উপায় নেই হুজুর !

[বংশীবদনকে লইয়া এস্-ডি-ও এবং কন্‌ষ্টেবলের প্রস্থান ।]

রতন ॥ (বংশীর পশ্চাৎ ধাবন করিয়া) মুরব্বী ! মুরব্বী—

কবিরাজ ॥ (রতনকে ধরিয়া) যাচ্ছ কোথায় ?

রতন ॥ বাউলীকে ফেরাতে । যে বাধা দেবে আমায়—

কবিরাজ ॥ তাকে খুন করে—এই তো ! কাউকে খুন না ক'রে —ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে, ওকে বাঁচাবার চেষ্টা কর দেখি !

রতন ॥ (ময়নাকে দেখিয়া ইতস্তত করিয়া) কিন্তু বাউলী— ?

কবিরাজ ॥ আমি দেখছি—ওকে জামিন করান যায় কিনা—

[কবিরাজ মহাশয়ের প্রস্থান ।]

ময়না ॥ (উঠিয়া বসিয়া) গোঁসাই !

রতন ॥ ময়না বড় সাধ ছিল—তোকে রাজরাণী ক'রে দেব ! বড় মুখে বলেছিলাম, মানুষের মত মাথা উঁচু ক'রে বাঁচব, সব কিছু দেনা মিটিয়ে তবে ঘর বাঁধব। আজ আমার কিছু নেই। তোকে হাতে ধ'রে দেব—এমন কোন সম্বল আমার নেই।

ময়না ॥ তাতে কি হয়েছে গোঁসাই ! মন প্রাণ দিয়ে শুধু তোমায় চেয়েছি । তোমা ছাড়া আর আমি কিছু চাই না— কিছু চাই না—কিচ্ছু চাই না গোঁসাই !

রতন ॥ কিন্তু আজ যে পথে দাঁড়াতে হবে। মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকুও নেই।

ময়না ॥ আবার সব হবে গোঁসাই ! আবার সব হবে। সারা ঘর, সারা দেশ মধুময় হয়ে উঠবে—

রতন ॥ তাই বল, তাই যেন হয়। তিল তিল করে জমান

পরিশ্রমের ধন, অন্য যারা মিথ্যে অজুহাতে কেড়ে নেয় যার নালিশ জানানো চলে না, শুধু মুখ বুজে সহ্য করতে হয়—সেই সব মৌ-চোরদের হটিয়ে পৃথিবীটা যেন মধুময় ক'রে তুলতে পারি ; তা' না হ'লে সমস্ত পৃথিবীর মধু যে বিষ হয়ে যাবে ময়না—সমস্ত মধু বিষ হয়ে যাবে।

—য ব নি কা—